আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ গিরি বিরচিতম্

তারারহস্যম্

নবভারত  পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

নবভারত প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৬৪

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স : ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর, সাহা, প্যারট প্রেস : ৭৬।২ বিধান সরণী, (ব্লক কে ওয়ান) কলিকাতা-৬

তপশ্চারণ করেন, তাহাতে ভগবতী কামাখ্যারাজকে স্বপ্নে বলেন যে, "ব্রহ্মানন্দ আমার নাট্য মন্দিরে দিবসত্রয় নিরাহারী হইয়া উৎকট তপস্যা করিতেছে, তুমি তাহাকে কামাখ্যা হইতে বিদূরিত কর ; তাহা না হইলে সে আমাকে বড় কষ্ট দিবে।" রাজা প্রাতে উঠিয়া মায়ের নাট্যমন্দিব দেখিতে আসিলেন—দেখিলেন যে একজন সন্ন্যাসী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান-নিমগ্ন অবস্থায় রহিয়াছেন। রাজা তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে সাহসিক হইলেন না, কিন্তু সেই স্থানে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে পূজার ঘণ্টাধ্বনি হইল, সেই সময় ব্রহ্মানন্দ চক্ষুরুন্মীলন করিলেন ; রাজা তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন যে আপনাকে এই স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে, মায়ের এইরূপ আদেশ। ব্রহ্মানন্দ স্থান পরিবর্ত্তন করিলেন। দিবাভাগে অন্যত্র অবস্থান করেন, কিন্তু রাত্রিযোগে মায়ের নাট্য-মন্দিরে আসিয়া জপ করেন। মা জগদম্বা তাহাও রাজাকে বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন (অবশ্য স্বপ্নযোগে) যে ব্রহ্মানন্দ যেন কামাখ্যা ক্ষেত্রে না ঢুকিতে পারে তাহারই ব্যবস্থা কর। রাজা তাহাই করিলেন, স্থানে স্থানে প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। ব্রহ্মানন্দ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন, কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন—যখন দেবী রাজাকে স্বপ্নযোগে আমার কথা বলিয়াছেন তখন অবশ্যই তিনি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ; অতএব তপস্যা ভঙ্গ করা হইবে না। এই স্থির করিয়া তিনি স্থান নির্দ্দেশ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মানন্দ নিরূপায় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে কামাখ্যার ভাগাড়ে একটি মৃত হস্তী পড়িয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ স্থির করিলেন যে, অদ্য রজনীতে এই মৃত হস্তীর ক্রোড়দেশে লুকাইত হইয়া জপ-তপাদি করিব। সেই রাত্রিতে সেইরূপই করা হইল। দেবী সে কথাও রাজাকে বলিয়া দিলেন। এবারে রাজা ভাগাড়েও প্রহরী রাখিলেন। তখন ব্রহ্মানন্দ ভাবিতে লাগিলেন—এবার কি উপায়ে কামাখ্যায় প্রবেশ করিব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে অদ্য রজনীতে খটের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিব। পাহাড়ের তলদেশের নাম—"খট"। তৎকালীন ঐ দেশেব এরূপ প্রথা ছিল যে, এক এক পল্লীব লোকেরা একএকটি খটে মলত্যাগ করিত ; সমস্ত বৎসর ধরিয়া এইরূপ করিত। বর্ষাকালে পাহাড় হইতে জল পড়িয়া সমস্ত খট ধৌত হইয়া যাইত। যে সময়ে ব্রহ্মানন্দ খটের মধ্য দিয়া কামাখ্যায় প্রবেশের পন্থা করিয়াছিল তখন খটসকল বিষ্ঠাপূর্ণ ছিল। রাত্রিকালে ব্রহ্মানন্দ সেই মলমূত্রপূর্ণ খটের মধ্যে সমস্ত গাত্র ডুবাইয়া জপ করিতে লাগিল, কেবল মস্তকটি জাগিয়া রহিল। এবার জগদম্বা আর থাকিতে পারিলেন না, তাহার প্রকৃত কষ্ট ও ঐকান্তিক ভক্তি দেখিয়া সাক্ষাৎকার হইলেন। দেবী বলিলেন —"ব্রহ্মানন্দ! ওঠ, আর তপস্যা করিতে হইবে না"। ব্রহ্মানন্দ শুনিয়াও শুনিলেন না, জপে নিমগ্ন রহিলেন। জগদম্বা পুনর্ব্বার বলিলেন—"ব্রহ্মানন্দ! ওঠ, বর গ্রহণ কর"। তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"তুমি কে?" দেবী বলিলেন —"তোমার ইষ্টদেবতা, তুমি যাঁহাকে চিন্তা করিতেছ সেই আমি।" ব্রহ্মানন্দ কহিলেন—"তুমি যে আমার ইষ্টদেবতা তাহা কিরূপে প্রত্যয় করিব? আমি বুঝিয়াছি, তুমি প্রহরী ; আমাকে প্রতারণা করিতেছ।" দেবী বলিলেন—

"তোমার প্রত্যয়ের জন্য বলিতেছি যে তোমার বিষ্ঠার হ্রদ সমস্ত চন্দন হইয়া গিয়াছে, তাহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না?" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"আজ্ঞা না; আমি ওদিকে মনঃক্ষেপ করি নাই, আমি কেবল জগন্মাতার শ্রীচরণ স্মরণ করিতেছি।" দেবী বলিলেন—"আমি আসিয়াছি, তুমি চক্ষু চাহিয়া আমাকে দেখ।" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"যদি তুমি আমার ইষ্টদেবতা হও, বর দিতে আসিয়া থাক, তাহা হইলে আমি এই বর প্রার্থনা করি যে তুমি আমার ভোগ্যা হও।" দেবী ব'ললেন—"আমি শিবের, আমি কাহারও ভোগ্যা হইব না, আমি স্ত্রীরূপে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছি (১) তাহা কি তুমি জান না? আমি—

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহে চ গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহীণাং তথা ॥ ২৫

(১ অ. প্রকৃতিখণ্ড—ব্র. বৈ.পুঃ)

আমি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজাদিগের রাজলক্ষ্মী, এই মর্ত্ত্যধামে গৃহীদের গৃহলক্ষ্মীস্বরূপ।"

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন—"আমি আপনার কৃপায় সকলই অবগত আছি, কিন্তু আমার সেবার জন্য কেহই নাই; একারণ আমার ভোগ্যা আবশ্যক।" তখন জগদম্বা বলিলেন—"আমি তোমার ভোগের জন্য উমা ও বাসা নামক এই দুইটি নায়িকা দিতেছি, ইঁহাদিগকে লইয়া ভোগ কর।" এই কথা শুনিয়া নায়িকাদ্বয় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল—"মা! আমরা কতদিন এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব?" দেবী বলিলেন—"যতদিন না তোমাদিগকে দূর হও বলে, ততদিন তোমাদিগকে ব্রহ্মানন্দের আজ্ঞা বহন করিতে হইবে"। এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্ধান হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ নায়িকাদ্বয়কে লাভ করিয়া যদৃচ্ছা পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি একখানি প্রস্তরাসন উপবেশনার্থ নির্ম্মাণ করাইলেন, তাহার ওজন বিশ মণের কম নহে; তিনি যেস্থানে যাইতেন নায়িকাদ্বয় সেই স্থানে ঐ প্রস্তরাসন সংস্থাপন করিত। ব্রহ্মানন্দ ব্যতীত অন্য কেহই নায়িকাদ্বয়কে দেখিতে পাইত না, অথচ আসন শূন্যে শূন্যে গমন করিতেছে; এই অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিয়া সকল লোক অবাক হইয়া থাকিত এবং ব্রহ্মানন্দকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। এই প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড অদ্যাপি দিনাজপুরের জঙ্গলমধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার চাঁদ রায় ব্রহ্মানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার

১। অহং দুর্গা বিষ্ণুমায়া বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃ-দেবতা।
অহং লক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে স্বয়ং দেবী সরস্বতী ॥ ২৬
সাবিত্রী বেদমাতাহং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মলোকতঃ।
অহং গঙ্গা চ তুলসী সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ২৭
—(৬৫ অ. প্রকৃতিখণ্ড,—ব্র. বৈ. পুঃ)

আমি দুর্গা, বিষ্ণুমায়া ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সরস্বতী দেবী আমা হইতে ভিন্না নহে, বৈকুণ্ঠে আমিই লক্ষ্মীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছি। আমিই ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী ও বেদমাতা সাবিত্রীরূপে অবস্থান করি এবং গঙ্গা তুলসী ও সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা আমার রূপভেদ মাত্র জানিবে।

কনিষ্ঠ কেদার রায় সুবিখ্যাত গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য হইয়াছিলেন। গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয় জমিদার মহাশয়দিগের বাটীর সন্নিকটেই বসবাস করিতেন। চাঁদ রায় যখন ব্রহ্মানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন স্বপ্নযোগে দেবী চাঁদ রায়কে শিখাইয়া দিয়াছিলেন যে "যখন ব্রহ্মানন্দ তোমাকে দীক্ষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন সেই সময়ে তুমি সেই সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডখানি ভিক্ষা করিবে।" দেবীর উপদেশমত চাঁদ রায় তাহাই করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মানন্দও ঐ প্রস্তরখানি চাঁদ রায়কে অর্পণ করিয়াছিলেন। নায়িকাদ্বয় সেই অবধি ভার বহন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

অন্য এক সময়ে ব্রহ্মানন্দ দিগ্বিদিক ভ্রমণান্তর শিষ্য-ভবনে উপস্থিত হন, তখন চাঁদ রায় বাটীতে ছিলেন না; মহলে খাজনা আদায় করিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ শিষ্যভবনে উপস্থিত হইলে কেদার রায় তাঁহার যথেষ্ট পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ, আপনার কপালপাত্র পাতিয়া কেদার রায়কে বলিলেন—"বাবা, আমি অতিশয় তৃষিত আছি। পাত্র ভরিয়া আসব প্রদান কর।" কেদার রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূজার সামগ্রী কোথায় কি থাকিত তাহা জানিতেন। তিনি আসব লইয়া ব্রহ্মানন্দের কপালপাত্রে ঢালিয়া দিলেন; তাহাতে পাত্র পূর্ণ হইল না। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া দাও"। ক্রমে ক্রমে কেদার রায় ঘরে যাহা ছিল সমুদায় ঢালিয়া দিলেন, তবুও পাত্র পরিপূর্ণ হইল না। তখন বাজারে লোক পাঠাইয়া দোকানে যাহা ছিল তাহাও আনয়নপূর্ব্বক ঢালিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও পরিপূর্ণ হইতেছে না দেখিয়া সমূহ বিপদ বিবেচনা করিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তাঁহার গুরুদেব গোঁসাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া বিপদের কথা জ্ঞাপন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎক্ষণাৎ শিষ্যের বাটী উপস্থিত হইয়া কেদারকে বলিলেন "আমার হস্তে একটু আসব দাও।" কেদার বলিলেন, "আর এক ফোঁটাও নাই।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সমস্ত যন্ত্র ঝাড়িয়া যাহা পাওয়া যায় দেখ।" ব্রহ্মানন্দ—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! শিষ্যকে এ দায় হইতে মুক্ত করুন।" ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমস্ত ঝাড়িয়া যাহা পাইলেন তাহা মন্ত্রপূত করিয়া এক ফোঁটা আসব পাত্রেতে দিবামাত্র উথলিয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "ধন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আপনি ধন্য, শিষ্যকে রক্ষা করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া আসব পান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি প্রস্রাব করিব।" কেদার প্রস্রাবের স্থান দেখাইয়া দিলেন, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন—"তুমি পাগল হইয়াছ? ওস্থানে প্রস্রাব করা হইবে না। আমার সঙ্গে আসুন, আমি স্থান দেখাইয়া দিতেছি।" এইকথা বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মানন্দকে সঙ্গে লইয়া এক ত্রিপান্তর মাঠে যাইয়া বলিলেন, "এই স্থানে প্রস্রাব করুন।" ব্রহ্মানন্দ প্রস্রাব করিতে লাগিলেন, তাঁহার পেটে যেন বরুণদেব ঢুকিয়াছেন। প্রস্রাব আর শেষ হয় না। তিনি একাধারে একস্থানে বসিয়া প্রস্রাব করেন নাই, ভিস্তিতে যেরূপ জল ছিটায় সেইরূপ করিলেন। তাহাতে এই হইল যে মাঠের সমস্ত জমি নষ্ট হইল, তৃণাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া গেল। অদ্যাপি সেই স্থানে শস্যাদি জন্মে না, এজন্য

সেই মাঠের নাম 'পোড়া-গাছা' হইয়া আছে। ঢাকার পোড়া-গাছা বিখ্যাত মাঠ। তাহার মৃত্তিকা এত কঠিন যে কর্ষণ করা যায় না, দগ্ধ হইয়া কঠিন হইয়া গিয়াছে।

দিগম্বরী তলাও

'দিগম্বরী তলাও' মাউইরসার বনমধ্যে একটি পুষ্করিণীর নাম। ইহার নাম 'দিগম্বরী তলাও' কেন হইল ?—তাহা বলিতেছি। এই বনের সন্নিকটে গ্রামের মধ্যে এক ব্রাহ্মণের বসবাস ছিল। দরিদ্র ব্রাহ্মণ তেঁতুল পাতা সিদ্ধ আর ভাত খাইতেন, তাঁহার কোনরূপ অর্থসংগ্রহ ছিল না; অতিকষ্টে দিন যাপন করিতেন। তাঁহার জগত্তারিণী নাম্নী একটি কন্যা ছিল। কন্যাটি ৯।১০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কাপড় পরিত না, পরাইয়া দিলে খুলিয়া ফেলিত। ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত হইতেছে বলিয়া তাহাকে জোর করিয়া কাপড় পরাইবার চেষ্টা করা হইত। পাড়ার লোকেরা সকলেই একথা জানিত; কন্যা দেখিতে কেহ আসিলে সেই সভামধ্যেই উলঙ্গ হইয়া পড়িত। এজন্য তাহাকে কেহ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বিবাহ করিল না।

তারিণীর পিতামাতা বিরক্ত হইয়া একদিন তিরস্কার করিয়া কাপড় পরাইয়া দিল; তারিণী বাটীর বাহিরে আসিয়া রাস্তার ধারে রাগ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় এক শঙ্খবণিক শঙ্খ (শাঁকা) বিক্রয় করিবার জন্য যাইতেছিল। তারিণী তাহাকে ডাকিয়া বলিল "আমাকে শাঁকা পরাইয়া দাও।" শাঁকারী বলিল, "তোমার পয়সা কৈ ?" তারিণী বলিল—"আমার পয়সা আছে দিব।" শাঁকারী তারিণীকে শঙ্খ পরাইয়া পয়সা চাহিল। তারিণী বলিল "আমি এক্ষণে শৌচে যাইব, আমার পিতার নিকটে যাইয়া বল যে, শিকাতে সর্ব্বের নিম্নেকার হাঁড়িতে ন্যাকড়া বাঁধা পাঁচ টাকা দশ আনা আছে, তাহা হইতে যেন তোমার দাম দেন।" এই কথা বলিয়া তারিণী বনমধ্যে প্রবেশ করিল এবং শাঁকারী তারিণীর পিতার কাছে দাম আনিতে চলিয়া গেল। শাঁকারী বাটী প্রবেশ করিয়া "মা ঠাকরুণ! আমাকে শাঁকার দাম দাও" বলিয়া এক একবার চিৎকার করাতে ব্রাহ্মণ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও ?" শাঁকারী বলিল—"আমার শাঁকার দাম, আপনার কন্যা শাঁকা পরিয়াছে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কন্যা কোথায় ?" শাঁকারী বলিল—"এই বনমধ্যে শৌচে গিয়াছে।"

ব্রাহ্মণ জানিতেন যে, এই বনমধ্যে ভয়ানক হিংস্রক জন্তু সকল আছে। একাকী বনে প্রবেশ করা অনুচিত,—এই ভাবিয়া প্রতিবাসীগণকে ডাকিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহারা লাঠি শোঁটা লইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিল পুষ্করিণীর পাড়ের উপর তারিণীর পরিধেয় বসনখানি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা মনে করিল, তবে বৃক্ষের অন্তরালে শৌচে গিয়াছে। অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিবার পর তাহারা জঙ্গল সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য লোকেরা শাঁকারিকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। শাঁকারী উৎপীড়িত

হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে চিৎকার করিয়া বলিল—"মাগো! তোমাকে শাঁকা পরাইয়া আমার এই দুর্দ্দশা হইতেছে, মা! কোথায় লুকাইয়া আছ, একবার দেখা দাও, নতুবা আমি এইস্থানে আত্মহত্যা করিব।" মা এই কথা শুনিয়া সেই পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে জলের ভিতর হইতে দুইখানি হাত তুলিয়া সর্ব্বসমক্ষে শাঁকা দেখাইলেন, সকলে স্তম্ভিত হইল। যাহারা বুদ্ধিমান ছিল তাহারা তৎক্ষণাৎ জেলে আনিয়া এপার ওপার জাল ফেলিয়া টানাটানি করিল, ডুব দিয়া কত অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কন্যা পাওয়া গেল না। শাঁকারী "আমি দাম লইব না" এই বলিয়া চলিয়া গেল। সকলে বিস্মিত হইল! ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পুকুর পাড়ে পড়িয়া "মা! তোমাকে কাপড় পরাইবার জন্য কত তিরস্কার করিয়াছি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য লোকেরা ধরাধরি করিয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে গৃহে লইয়া আসিলেন। সেই অবধি এই পুষ্করিণীর নাম "দিগম্বরী তলাও বলিয়া নাম হইয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে নাম ছিল চাঁচুড় তলাও।

দিগম্বরী তলাও (বা চাঁচুরতলা) নামক স্থানে ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজের আসন থাকা হেতু এখানে দিগম্বরী তলাও-এর (চাঁচুরতলা) সহিত সংশ্লিষ্ট অলৌকিক দিব্য কাহিনীটিও এখানে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে গ্রন্থমধ্যে মুদ্রণ-বিভ্রাটজনিত বা অন্য কোনপ্রকার ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে সুধী সাধকবৃন্দ সংশোধিত আকারটি উল্লেখপূর্ব্বক পত্রদ্বারা জানাইলে তাহা সম্পাদক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধিত করিয়া দেওয়া হইবে।

সূচীপত্র

প্রথম পটল

দ্বিতীয় পটল

তৃতীয় পটল

চতুর্থ পটল

তারারহস্যম্

প্রথমঃ পটলঃ

অথ মঙ্গলাচরণম্

ওঁ নমস্তারায়ৈ ॥

তারাং সারতরাং ত্রিলোকজননীং সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদাং
সর্ব্বাদ্যাং শুভদাং সদা শিবময়ীং দেবৈঃ সদা বন্দিতাম্ ।
নত্বা রাজে সরোজে সকলগুণময়ীং তদ্রহস্যং তনোমি
ব্রহ্মানন্দতনুভবসুতঃ সাধকানাং হিতায়* ॥ ১

যিনি সারতরা অর্থাৎ সারাৎসারা পরাৎপরা পরমশ্রেষ্ঠ সংসারে সকল বস্তুর সারভূতা একমাত্রবস্তু, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও স্বীয় মহিমাদিতে অতিক্রম করিয়াছেন ; যিনি ত্রি, অর্থাৎ সত্ত্বাদি-গুণত্রয়-স্বরূপা, সর্ব্বাদ্যা (আদিভূতা) সনাতনী নিত্যানিত্যস্বরূপা, লোকসকলের প্রকাশস্বরূপা ও জননী অর্থাৎ উৎপত্তিক্ষেত্রস্বরূপা ; যিনি সর্ব্বস্বরূপিণী অর্থাৎ বিশ্বরূপিণী, সকলেরই অভীষ্টরূপিণী, সিদ্ধি অর্থাৎ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি-স্বরূপিণী ও প্রদায়িনী অর্থাৎ নির্ব্বাণমুক্তিদায়িনী ; যিনি সর্ব্বা অর্থাৎ পরমাকৃতি ও আদ্যা অর্থাৎ সকলেরই আদি ; যিনি শুভ অর্থাৎ সকল-মঙ্গলস্বরূপিণী ও দা অর্থাৎ সমুদায়

* প্রথম তিনটি শ্লোকের নিম্নরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

তারাং সংসারসারাং ত্রিভুবনজননীং সর্বসিদ্ধিপ্রদাত্রীং
সর্ব্বাদ্যাং সর্বরূপাং সকলগুণময়ীং বন্দিতাং দেববৃন্দৈঃ ।
দিব্যে রাজে সরোজে ভবভয়ভয়দাং রাজমানাং প্রণম্য
ব্রহ্মানন্দাখ্যকোঽহং ভুবনহিতকৃতে তদ্রহস্যং তনোমি ॥ ১
ব্রহ্মা বিষ্ণুরুমাপতিস্ত্রিভুবনে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রালয়ং
ধ্যাত্বৈনাং জগদম্বিকাং বিতনুতে মোক্ষপ্রদাং তারিণীম্ ।
ভক্ত্যা তদ্‌গতমানসো যদি জনস্তারাং ভজেদ্ যত্নতঃ
স ক্ষেমঙ্করমেতদেব লভতে তত্ত্যাগতো যাত্যধঃ ॥ ২
জ্ঞাত্বা তারারহস্যং ভজতি যদি জনস্তারকামন্ত্ররাজং
শ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিং লভেত্তামমর-মনুজৈর্দুর্লভাং তারকাত্তঃ ।
ত্যক্ত্বা তারাং প্রযাতি ধ্রুবমতিবিপদামাস্পদং মোহকূপং
দুঃখং শোকঞ্চ সম্যগ্ গতিরপি সুতরাং নৈব ভব্যাং কদাচিৎ ॥ ৩

ব্রহ্মা বিষ্ণুরুমাপতিস্ত্রিভুবনে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রালয়ম্
তনোতীমাং ধ্যাত্বা সকলগুণকরীং তারিণীং মোক্ষদাত্রীম্ ।
ভজতি যদি জনঃ সৈব গৃহ্ণাতি চৈতৎ
ত্যক্ত্বা চেমাং যজনভজনাদধঃকারং প্রয়াতি ॥ ২

জ্ঞাত্বা চৈতদ্রহস্যং ভজতি যদি জনঃ শ্রীতারকাং তারকাং
লভেচ্ছ্রেষ্ঠাং সিদ্ধিং সুরনরখগপতের্দ্দুর্ল্লভাং তারকায়াঃ ।
ন চেদ্ যস্য স্থানং সকললয়করং যাতি নিত্যং দুরন্তং
সদা দুঃখং শোকং ন চ গতিরপি প্রাপ্তা আরাধ্যবাধ্যা ॥ ৩

দান করেন ; যিনি সদা অর্থাৎ সর্ব্বকাল বিরাজমানা, কোন কালে কোন দেশে কোন অবস্থাতেই যাঁহার ক্ষয় বা অভাব নাই ; যিনি শিবময়ী অর্থাৎ পরমা প্রকৃতিরূপে পরমপুরুষ মহাদেবের সহিত সর্ব্বদাই সংমিলিতা, যাঁহারা স্বতঃ-সিদ্ধপ্রকাশসম্পন্ন, তাঁহারাও সর্ব্বদা যাঁহার বন্দনা করেন ; যিনি সকল অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপা, গুণ অর্থাৎ জগতের উপাদানস্বরূপা ও মন্ত্রী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপ্যস্বরূপা এবং যিনি মূলাধারে সহস্রদলপদ্মে কুণ্ডলিনীরূপে বিরাজ করেন, সেই তারাকে নমস্কার করিয়া, সাধকগণের হিতকামনায় আমি ব্রহ্মানন্দগিরি এই তারারহস্য প্রণয়ন করিতেছি । ১

সকলগুণকরী মোক্ষদাত্রী এই তারাকে ধ্যান করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর ত্রিভুবনে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি এই তারাকে ভজন করে, তিনি পরম মোক্ষ লাভ করেন, আর ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার যজন-ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অধঃপতন হইয়া থাকে। ২

লোকে মৎপ্রণীত এই রহস্য অবগত হইয়া যদি সকলের উদ্ধারকর্ত্রী তারাকে ভজনা করে, তাহা হইলে বিশিষ্ট সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সুর, নর এবং খগপতিও সহজে ঐরূপ সিদ্ধিসংগ্রহে সমর্থ হয় না। যদি ভজনা না করে তাহা হইলে সর্ব্বনাশকরী নিরয়পরম্পরা নিত্য ভোগ এবং সর্ব্বদা দুরন্ত শোক দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। তাহার কোন কালেই শত আরাধনাতেও সদ্গতি সংগ্রহ হয় না। ৩

অথ সৃষ্টিপ্রকরণম্

তারাসারং সমালোক্য তারানিগমমেব চ।
মহানীলং মহাচীনং নীলতন্ত্রং শিবপ্রিয়ম্ ॥ ৪
তারাকল্পং শক্তিকল্পং শক্তিসারং তথৈব চ।
রুদ্রযামলকঞ্চৈব নীলসারস্বতন্তথা ॥ ৫
লিঙ্গতন্ত্রং যোনিতন্ত্রং ষোঢ়াতন্ত্রং মহামতম্।
তারায়াঃ কুলসর্ব্বস্বং ঊর্দ্ধাম্নায়ং বিশেষতঃ ॥ ৬
নানাশাস্ত্রাণি চালোক্য তারায়া মন্ত্রসিদ্ধয়ে।
বক্ষ্যে রহস্যং তারায়া ব্রহ্মানন্দো হিতায় বৈ ॥ ৭

নানাশাস্ত্রার্থবিলোকনপূর্ব্বকং শ্রীমত্তারাদেব্যা রহস্যং ধর্ম্মকামার্থ-মোক্ষাণাং তারামন্ত্রেণ দায়কম্, সকলগুরুমতং প্রাতঃকৃত্যাদিক্রিয়া-জ্ঞানার্থং দেবতানিরূপণাদিগ্রন্থঃ সাধকহিতায় ব্রহ্মানন্দেন ময়া যত্নেন ক্রিয়তে।

প্রথমে নিগমে কল্পে রত্নদ্বীপে সুরালয়ে।
শ্রুত্বা কালীমুখাদ্ বাক্যং ন চ হৃষ্টঃ সদাশিবঃ ॥ ৮

তারাসার, তারানিগম, মহানীল, মহাচীন, নীলতন্ত্র, তারাকল্প, শক্তিকল্প, শক্তিসার, রুদ্রযামল, নীলসারস্বত, লিঙ্গতন্ত্র, যোনিতন্ত্র, ষোঢ়াতন্ত্র, তারাকুল-সর্ব্বস্ব, বিশেষতঃ ঊর্দ্ধাম্নায় এবং অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, তারামন্ত্রসিদ্ধির জন্য আমি ব্রহ্মানন্দ সকল লোকের হিতকামনার অনুবর্ত্তী হইয়া তারারহস্য কীর্ত্তন করিব। ৪-৭

ব্রহ্মানন্দ আমি যত্নসহকারে বিবিধশাস্ত্রার্থ অবলোকন ও বিচার করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি ক্রিয়াজ্ঞান ও সাধকগণের হিতসাধন নিমিত্ত শ্রীমত্তারাদেবীর রহস্য প্রণয়ন করিতেছি। ইহাতে সমুদায় গুরুবর্গের মত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ইহাতে যে তারামন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইল, তাহার সাধনা করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

প্রথম নিগমকল্পে রত্নদ্বীপস্থ সুরালয় মধ্যে সমাসীন সদাশিব দেবী কালিকার শ্রীমুখকমলবিগলিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিতৃপ্তি ও সন্তোষ লাভে সমর্থ হইলেন না। ৮

পুনঃ পুনঃ পৃচ্ছমানঃ প্রশ্নঞ্চৈবাকরোচ্ছিবাম্ ।
যয়া মূর্ত্ত্যা করালাস্যো রাবণো নাশিতঃ পুরা ॥ ৯
বরাভয়করা দেবী খড়্গমুণ্ডধরা তথা ।
লোলজ্জিহ্বা চোগ্ররূপা কালী[১] সর্ব্বৈঃ সুপূজিতা ॥ ১০
তদা চিন্তান্বিতা দেবা রুদ্রার্থং সর্ব্বদা প্রিয়ে[২] ।
দেবতাভিঃ সমং ব্রহ্মা স্তুতিং কর্ত্তুং সমাগতঃ ॥ ১১
দৃষ্ট্বা তান্ মোক্ষদা দেবী কবিত্বধনদায়িনী ।
প্রাপ্তলজ্জা মহাদেবী দক্ষিণে খড়্গমানয়েৎ[৩] ॥ ১২
লজ্জয়া নম্রবক্ত্রা চ তস্মাল্লম্বোদরী পরা ।
রুদ্রাদ্বিগলিতং বাসো ব্রহ্মা চর্ম্মাম্বরং দধৌ[৪] ॥ ১৩
কাঞ্চীমুদ্রাং প্রগৃহীত্বা[৫] কর্ত্রীং কৃত্বাথ দক্ষিণে ।
ভূমৌ চ মুকুটং ক্ষিপ্ত্বা তত্র রুদ্রং সমানয়েৎ ॥ ১৪

তজ্জন্য তিনি শিবাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যে মূর্ত্তিতে পূর্ব্বে করালাস্য রাবণকে সংহার করিয়াছিলেন, যে মূর্ত্তি বরাভয়করা ও খড়্গমুণ্ডধরা, যাঁহার জিহ্বা লোলভাবাপন্ন, সেই উগ্ররূপা কালিকা দেবী সকলেরই সবিশেষ পূজিতা। ৯-১০

প্রিয়ে। তৎকালে রুদ্রের জন্য দেবগণ সর্ব্বদা চিন্তাপরায়ণ হইলে ব্রহ্মা তাঁহাদের সমভিব্যাহারে স্তব করিবার জন্য সমাগত হইলেন। ১১

কবিত্বধনদায়িনী মোক্ষদা মহাদেবী কালিকা তাঁহাদের সকলকে দর্শন করিয়া লজ্জিতা হইয়া, অধোবদনে দক্ষিণে খড়্গ আনয়ন করিলেন। ঐ সময়ে রুদ্রের পরিধেয় চর্ম্মাম্বর বিগলিত হইলে, ব্রহ্মা তাহা গ্রহণ করিলেন। ১২-১৩

অনন্তর কাঞ্চীমুদ্রা গ্রহণ ও দক্ষিণে কর্ত্রী* স্থাপন এবং ভূমিতলে মুকুট নিক্ষেপ করিয়া রুদ্রকে তথায় আনয়ন করিলেন। তখন দেবদেব মহাদেব

১। তারা—ইতি পাঠান্তরম্।
২। রুদ্রার্থং কৃতনিশ্চয়াঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। খড়্গমাবহৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
৪। দদৌ—ইতি পাঠান্তরম্।
৫। গৃহীত্বা চ ...... রুদ্রং সমাহ্বয়েৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
* কর্ত্রী একটি মুদ্রাবিশেষ। আবার ছোটরকমের খড়্গকেও কর্ত্রী বলে।

ভূমৌ নিপত্য দেবেশঃ পপাত চরণান্তিকে।
অযুতং দ্বাদশং দেবি পুস্তকং চাবলোকিতম্ ॥ ১৫
কলাং বক্তুং ন শক্তোঽহং বদ যোগং সুরেশ্বরি।
মাতর্মে[১] কালিকে দেবি প্রসীদ ভক্তবৎসলে ॥ ১৬
শ্রুত্বা বাক্যং শিবস্যাপি হসিত্বোবাচ তারিণী।
ত্বদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্ব্বে মদ্রূপাঃ সকলা স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৭
ইদং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে।
পাদপদ্মে ততো নীলপদ্মং দত্তং মনোহরম্ ॥ ১৮
গৃহীত্বা বামহস্তেন তত্তোয়ৈরভিষিচ্য চ।
রুদ্রদত্তং পানপাত্রং বিধৃতং বামপাণিনা ॥ ১৯

ভূমিতে নিপতিত হইয়া, চরণান্তিকে পতিত হইলেন। হে দেবি! আমি দ্বাদশ-অযুতবার (১২০০০০) পুস্তক অবলোকন করিয়াছি, তথাপি বর্ণনা করিবার কলা*মাত্র আমার সামর্থ্য নাই। অতএব, হে সুরেশ্বরি! তুমি আমাকে যোগ (তন্ত্রযোগ) উপদেশ কর। হে দেবি! হে ভক্তবৎসলে কালিকে! আমার প্রতি প্রসন্না হও। ১৪-১৬

তারিণী শিবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যে বলিতে লাগিলেন, হে মহাদেব! তুমি প্রতিদিন 'পুরুষমাত্রেই তোমার এবং স্ত্রীমাত্রেই আমার রূপ অর্থাৎ স্বভাবত আমা হইতে অভিন্ন—এই প্রকার উত্তম যোগঃ ভাবনা কর। তখন মহাদেবদেবীর পাদপদ্মে মনোহর নীলপদ্ম অর্পণ করিলেন। ১৭-১৮

দেবী বামহস্তে তাহা গ্রহণ ও সেই সলিলে অভিষেক করিয়া, রুদ্রের প্রদত্ত পানপাত্র বামহস্তে ধারণ করিলেন। ১৯

১। পূজ্যে মে—ইতি পাঠান্তরম্।

* কলা—কলা কালভেদে। অষ্টাদশ নিমেষাস্তু কাষ্ঠাস্ত্রিংশত্তু তাঃ কলাঃ ইত্যমরঃ। অর্থাৎ কালাংশকে কলা কহে। এখানে অংশ বা লেশ অর্থাৎ খুব স্বল্পতম অংশ। তন্ত্রশাস্ত্রে কলা শব্দের প্রকৃতি, শক্তি, মায়া প্রভৃতি অর্থ। ষট্‌ত্রিংশ তত্ত্বের অন্যতম তত্ত্ব কলা। তবে কলা শব্দের সাধারণ অর্থ অংশ।

এতেন তারা সা জাতা শীর্ষেঽক্ষোভ্যো ভুজঙ্গমঃ।
মহাকালঃ স এব স্যাত্তারারূপং[1] জগত্রয়ে ॥ ২০
যস্যাশ্চ স্মরণে সদ্যো ভোগমোক্ষঃ করস্থিতঃ[2]।
এবম্ভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্যমধ্যগা ॥ ২১
সৃষ্টিকরী মহাদেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা[3]।
দ্বিতীয়ে শূন্যে চণ্ডে চ সুবিরাড্‌রূপধারিণী ॥ ২২
তৃতীয়ে চ মহাশূন্যে তড়িৎকোটিমহাপ্রভা।
নিরাকারা নিরাধারা তারা সর্ব্বার্থসাধিকা ॥ ২৩
চতুর্থে শূন্যমাশ্রিত্য বিষ্ণুঃ পালয়তে ধ্রুবম্।
তস্মাজ্জাতশ্চতুর্ব্বক্ত্রঃ সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবম্ ॥ ২৪
পঞ্চশূন্যে মহাদেবী শিবরূপা ত্রিলোচনা।
লয়ং নয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা ॥ ২৫

ইহাতেই তাঁহার তারারূপের আবির্ভাব এবং মস্তকে অক্ষোভ্য ভুজঙ্গম বিরাজমান হইল। মহাদেবও মহাকালমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপেই ত্রিজগতে তারারূপের অবতারণা অর্থাৎ উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি হইয়াছে। ২০

যাঁহার অর্থাৎ এই তারা-রূপের স্মরণ করিলে, ভুক্তি ও মুক্তি করগত হইয়া থাকে এবম্ভূতা মহাদেবী ব্রহ্মাণ্ডশূন্যের অন্তর্গামিনী হইয়া, তারারূপে গুণত্রয় অবলম্বনপূর্ব্বক সকলের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় শূন্য আশ্রয় করিয়া, সমুদায়-ভুবনব্যাপী বিরাটরূপে আবির্ভূ‌তা ও প্রকটিতা হন। ২১-২২

তৃতীয় মহাশূন্যে অবস্থিতি করিয়া, তড়িৎকোটিসমান মহাপ্রভায় বিরাজ করেন। তিনি নিরাকারা ও নিরাধারা বটেন অর্থাৎ তাঁহার কোন আকার নাই এবং আধারও নাই। তিনি সর্ব্বার্থসাধন করেন।

তিনি চতুর্থ শূন্য আশ্রয় করিয়া, বিষ্ণুরূপে পালন পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহা হইতেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা আবির্ভূ‌ত হইয়া সৃষ্টি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ২৪

অবশেষে সেই মহাদেবী পুনঃ পঞ্চশূন্যে ত্রিলোচন-শিবরূপিণী হইয়া সকলের সংহার করেন। মহাকাল তৎকালে তাঁহার সহায় হইয়া থাকেন। ২৫

১। তারারূপে—ইতি পাঠান্তরম্।

২। ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ ইতি পাঠান্তরম্।

৩। সৃষ্টিস্থিতিকরী দেবী তারারূপা ত্রয়ান্বিতা। ...... দ্বিতীয়ে চৈব শূন্যান্তে ... ইতি পাঠান্তরম্।

পুনর্ব্রহ্মাণ্ডসিদ্ধ্যর্থং মহাবিদ্যা চ তারিণী।
সর্ব্বান্তে কালিকাং মূর্ত্তিং ত্যক্ত্বা বস্ত্রং পুনর্দধৌ[১] ॥ ২৬
ষষ্ঠে শূন্যময়ং ব্রহ্ম বিশ্বং বিশ্বেশ্বরস্তথা।
মহামহাশব্দপরা কালিকা বীজতারকা।
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা ॥ ২৭

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমে পটলে সৃষ্টি-প্রকরণম ॥ ১ ॥

মহাবিদ্যা[*] তারাদেবী মহাপ্রলয়ের অবসানে কালিকামূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির জন্য স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ২৬

এইরূপে ষষ্ঠে বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর ব্রহ্ম সকলই শূন্যময় হইয়া থাকেন। সেই সময়ে মহামহাশব্দে পরিগণিতা, বীজতারকা কালিকাই কেবল বিরাজ করেন। এইরূপে দেবী তারা পঞ্চশূন্যে এবং কালিকা মহাপ্রলয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ২৭

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে
প্রথমপটলে প্রথম সৃষ্টিপ্রকরণ সমাপ্ত।

১। বস্ত্রং পুনর্দধৌ।

* দশ মহাবিদ্যার মধ্যে তারা দ্বিতীয়া মহাবিদ্যা। দশ মহাবিদ্যা যথা—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, কমলা, ধূমাবতী ও বগলা।

প্রাতঃকৃত্যাদি প্রকরণম্

অথ প্রাতঃকৃত্যাদি-প্রকরণম্

সাধকো ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় যোষাদর্শনং[১] কৃত্বা চোত্তরাস্যঃ স্বনাভৌ দক্ষিণহস্তোপরি বামহস্তং দত্ত্বা শিরসি দ্বাদশার্ণসরসিরুহোদর-সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং নানালঙ্কারভূষিতং রক্তশক্তিবামভাগং ত্রিনয়নং বিম্বাধরং শক্তিবদনারবিন্দং গুরুং সমালোকয়ন্তং[২] হৃষ্টমানসং স্বস্তিকাসনস্থং বিভাব্য মানসোপচারৈরারাধ্য ঐঁ ইতি অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২৮
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ ২৯

সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া যোষা দর্শনপূর্ব্বক উত্তরমুখ হইয়া স্বকীয় নাভিতে দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত স্থাপন করিয়া, শিরস্থ দ্বাদশাক্ষরাত্মক পদ্মোদর মধ্যে সহস্রদলকমলে অবস্থিত, বিবিধভূষণে অলঙ্কৃত, রক্তবর্ণা শক্তি বামভাগে বিরাজিতা অর্থাৎ সদ্‌গুরুর বামভাগে রক্তবর্ণা শক্তি অবস্থিত, শ্বেতবর্ণে সুশোভিত, নয়নত্রয়সমন্বিত, বিম্বাধরবিমণ্ডিত শক্তির বদনারবিন্দ-সন্দর্শনে বদ্ধৈকচিত্ত, পরমহর্ষাবিষ্ট ও স্বস্তিকাসনস্থ গুরুরূপী শিবকে সম্যক্‌রূপে ভাবনা ও মানসোপচারসহকারে আরাধনা করিয়া ঐঁ এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপান্তে তাহা সমর্পণপূর্ব্বক প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র, যথা—অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং যিনি স্বীয় দিব্যদৃষ্টিতে সেই পরমপদ(ধাম) দর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ২৮

যিনি জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধীভূত ব্যক্তির চক্ষু উন্মোলিত করেন, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। ২৯

১। যোষাদর্শন বলিতে শক্তিরূপী জ্যোতি-দর্শন।
২। সমালোকয়ন—ইতি পাঠান্তরম্।

উত্থায় পশ্চিমে যামে ভাবয়েদ্ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ[১]।
রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং শুক্ররূপং মহেশ্বরম্ ॥ ৩০
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলং গুরুম্।
উত্থায় পশ্চিমে যামে তচ্চৈতন্যং সমাচরেৎ ॥ ৩১
সর্ব্ববিদ্যাসু সর্ব্বত্র প্রাতঃকৃত্যাদিকর্ম্মসু।
ধ্যানযোগে বামহস্তে দক্ষিণং পরিধারয়েৎ ॥ ৩২

ইতি নানাশাস্ত্রানুকূলপ্রাতঃকৃত্যাদিবচনাৎ তারাবিষয়ে বৈপরীত্যমিতি। তারাগমে চ—

স্বনাভৌ দক্ষিণে হস্তে বামহস্তং প্রদাপয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ সহস্রারে শ্রীগুরুং শক্তিযুক্তকম্ ॥ ৩৩

মহানীলেঽপি যথা—

তারাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু ভাবনাদৌ ব্যতিক্রমঃ।
স্বনাভৌ পাণ্যোর্যোগশ্চ ভূতশুদ্ধ্যাদিকে শিবে ॥ ৩৪

রাত্রির পশ্চিম যামে অর্থাৎ ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থান করিয়া আপন ব্রহ্মরন্ধ্রে রক্তবর্ণা শক্তির সহিত সহস্রার মহাপদ্মে বিরাজমান, কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ, শুক্ররূপ (শ্বেতবীর্য্যরূপ), গুরুরূপী মহেশ্বরকে ভাবনা এবং তদীয় চৈতন্য সমাধান করিবে অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মার অনুভব করিবে। ৩০-৩১

যাবতীয় বিদ্যা, প্রাতঃকৃত্যাদি সমুদায় কর্ম্ম এবং ধ্যানযোগ সর্ব্বত্রই বাম হস্তের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিতে হইবে। ৩২

বিবিধ-শাস্ত্রানুকূল প্রাতঃকৃত্যাদি বচনানুসারে এইরূপ বিধিই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু তারাবিষয়ে ইহার বৈপরীত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তারাগমে উক্ত হইয়াছে—স্বকীয় নাভিদেশে দক্ষিণ হস্তের উপরে বামহস্ত স্থাপন করিতে হইবে। তদবস্থায় সহস্রারে সশক্তিক বিরাজমান শ্রীগুরুর ভাবনা করিবে। ৩৩

মহানীলতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—সমুদায় তারাবিদ্যাতেই ভাবনাদির ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। স্বনাভিতে উভয় হস্তের যোগ করিতে হইবে। ভূতশুদ্ধ্যাদিতেও ঐরূপ বিধি অবলম্বিত হইয়া থাকে। ৩৪

১। ভাবয়েৎ স্বগুরুং ততঃ ইতি পাঠান্তরম্।

সহস্রারে মহাপদ্মে ইন্দুকুন্দসমপ্রভং[1] ।
রক্তশক্ত্যা সমাযুক্তং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৩৫
তারানিগমাদেরপি—
প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্ ।
বরাভয়করং শান্তং দেব্যাশ্চ বদনাম্বুজম্ ॥ ৩৬
দৃষ্ট্বা হৃষ্টং ব্রহ্মময়ং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্ ।
নানালঙ্কারসংযুক্তং ভাবয়েৎ স্বস্তিকাসনে ॥ ৩৭
সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং দেবং জ্ঞানানন্দস্বরূপিণম্ ।
তথা চ বাগ্‌ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩৮
ন জপ্ত্বা বাগভবং বীজং তারিণীং যস্তু ভাবয়েৎ ।
ন সিদ্ধিস্তস্য দেবেশ বিঘ্নস্তস্য ক্রিয়াসু চ ॥ ৩৯

তদবস্থায় সহস্রার মহাপদ্মে কুন্দেন্দুসমপ্রভ, ইন্দু ও কুন্দসন্নিভ রক্তবর্ণা শক্তিসমাযুক্ত শ্রীগুরুর ভাবনা করিবে। ৩৫

তারানিগমাদিতেও বলা হইয়াছে—প্রাতঃকালে মস্তকে শ্বেতপদ্মে শ্রীগুরুর ধ্যান ও চিন্তা করিবে। তাঁহার দুই নেত্র, দুই হাত; হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা বিরাজমান। তাঁহার প্রকৃতি শান্তিগুণের আধার। দেবীর শ্রীমুখকমল দর্শনে তাঁহার সাতিশয় হৃদয়ানন্দ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ও পরব্রহ্মস্বরূপ, নানা অলঙ্কারে বিভূষিত, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ ও জ্ঞানানন্দস্বরূপ এবং স্বস্তিকাসনে বিরাজমান। ৩৬-৩৭

এইরূপে গুরুর ধ্যানানুভব, তথা সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধির নিমিত্ত বাগ্‌ভববীজ ঐঁ (অথবা মূলমন্ত্র যথা—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ তারাদেব্যৈ) নমঃ* জপ করিতে হইবে। ৩৮

যে ব্যক্তি বাগ্‌ভব বীজ জপ না করিয়া তারাদেবীর ধ্যান করে, তাহার কখনও কার্য্য সিদ্ধি হয় না; পদেপদেই বিঘ্ন হইয়া থাকে। ৩৯

১। কুন্দেন্দুসদৃশপ্রভম্ ইতি পাঠান্তরম্।
* সাধারণতঃ 'ঐঁ তারায়ৈ নমঃ'—এই ষড়ক্ষর মন্ত্রই মূলমন্ত্র।

প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে গুরুং সম্ভাব্য যত্নতঃ।
জপ্ত্বা তু বাগ্‌ভবং বীজং সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধয়ে।
ন জপ্ত্বা[১] বাগ্‌ভবং বীজং প্রণমেচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০

সর্ব্বসাধারণব্রহ্মখণ্ডোক্তমন্ত্রেণ বারদ্বয়ং প্রণমেৎ। তত্র প্রাণায়াম-চতুষ্টয়স্যাবশ্যকত্বম্।

মন্ত্রদ্বয়েন যুক্তেন[২] প্রণমেৎ শ্রীগুরুং সদা।
তারামন্ত্রবিশেষেণ কুলোক্তেন দ্বয়েন চ ॥ ৪১

ততঃ স্বস্তিকাসনস্থঃ পৃথ্বীমণ্ডলাৎ সার্দ্ধত্রিবলয়াবসন্নিভাং[৩] রবিকোটি-সমপ্রভাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিনীং[৪] নিরাকারস্বরূপাং পরব্রহ্মময়ীং কুণ্ডলিনীং জ্ঞানানন্দমুদিতমানসাং মহাযোগস্বরূপিণীং মেরুদণ্ডপ্রকাশ্য[৫] পুরতঃ স্বয়ম্ভূ-কনক-বর্ণশীর্ষতঃ পদ্মবনসমুদ্ভবাং বহুতর-প্রণবানামেককৃতশব্দবিভাগময়ীং তত্ত্বস্বরূপাং ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ চিত্রিণীং ব্রহ্মনাড়ীং প্রবেশয়েৎ। দ্বিতীয়ং পদ্মং বামতো বিভাব্য মৃদুমন্দগতিময়ীং লোলীভূতাং হৃৎপদ্মে বিশ্রামা ·কযোগং বিভাব্য চ মানসৈঃ পূজয়েৎ।

শক্তিসারতন্ত্রে বলা হইয়াছে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বীয় শিরস্থ শ্বেতবর্ণ কমলমধ্যে গুরুর ভাবনা করিয়া পরে সর্ব্বজ্ঞানবিশুদ্ধির জন্য বাগ্‌ভব (সরস্বতী) বীজ জপ করিবে। বাগ্‌ভববীজ জপ না করিলে বারম্বার প্রণাম করিতে হইবে। ৪০

সর্ব্বসাধারণ ব্রহ্মখণ্ডোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বারম্বার প্রণাম করিবে। তন্মধ্যে প্রাণায়াম চারবার অবশ্য করিতে হইবে। মন্ত্রদ্বয়যুক্ত তারামন্ত্রবিশেষ ও কুলোক্ত মন্ত্রদ্বিতয়* সহকারে সর্ব্বদা শ্রীগুরুর প্রণাম করিবে। ৪১

১। সংজপ্ত্বা ইত্যপি পাঠান্তরম্—এর অর্থ বাগ্‌ভব বীজ 'ঐঁ' মন্ত্র জপ করিবে এবং বার বার প্রণাম করিবে।

২। তুক্তেন ইতি পাঠান্তরম্।

৩। সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।

৪। স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতাং।

৫। মেরুদণ্ড প্রকাশ্য—ইহা অন্য পুস্তকে নাই।

* কুলোক্ত মন্ত্রদ্বয় যথা—

(১) ষড়ক্ষরী—ওঁ হ্রীঁ হুঁ হুঁ নমঃ।

(২) ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ঐঁ হ্রীঁ কট্ স্বাহা।

বিভাবয়েৎ সদা ভক্ত্যা সর্ব্বাদ্যাং ভুজগাকৃতিম্ ।
ভূপদ্মে লিঙ্গমাবেষ্ট্য রাজন্তে ব্রহ্মরূপিণী ॥ ৪২ ইতি শক্তিসারে
তারাসার-রুদ্রাধ্যায়াদৌ—
স্বয়ম্ভূনাম্নি যো নৈব লিঙ্গে[১] ন ভাবয়েচ্ছিবে ।
শতকোটিং জপেদ্দেবি তস্য সিদ্ধি র্ন চৈব হি ॥ ৪৩
পুরতো মেরুদণ্ডস্য ত্রিগুণাং গুণশালিনীম্ ।
ইড়াপিঙ্গলয়োর্ম্মধ্যে সুষুম্নামধ্যমধ্যতঃ ॥ ৪৪
চালয়েচ্ছ্যামলাং শুদ্ধিং জ্ঞানসন্দীপনীং পরাম্ ।
তত্ত্বকোটিপ্রভাযুক্তাং[২] বিষতন্তুতনীয়সীম্ ॥ ৪৫

অনন্তর স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়বেষ্টিতা, যাঁহার প্রভা কোটিকোটি সূর্য্যের ন্যায়, যিনি কোটি-কোটি চন্দ্রের ন্যায় পরমশীতল-ভাবাবিষ্টা ও স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে (স্বয়ম্ভু নামক লিঙ্গে) বেষ্টন করিয়া আছেন, যিনি নিরাকারস্বরূপা ও পরব্রহ্মময়ী, যিনি জ্ঞানানন্দে মুদিতচিত্তা ও মহাযোগ-স্বরূপিণী, যিনি পদ্মবন-সমুদ্ভবা, যিনি বহুতর প্রণব মধ্যে এককৃত-শব্দ-বিভাগময়ী সেই তত্ত্বস্বরূপা কুণ্ডলিনীকে পৃথ্বীমণ্ডল (মূলাধার) হইতে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে বিরাজমান-সুষুম্নামধ্যস্থ ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবেশিত করিবে। অনন্তর বামভাগে দ্বিতীয় পদ্মের ভাবনা করিয়া সেই মৃদুমন্দগতিময়ী লোলভাবাপন্না কুণ্ডলিনীকে হৃৎপদ্মে বিশ্রাম করাইবে। পরে গুরুযোগ ভাবনা করিয়া মানস উপচার দ্বারা পূজা করিবে।

যিনি ভূপদ্মে লিঙ্গ বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ; যিনি সকলের আদি ; যাঁহার আকৃতি ভুজগসদৃশী, সেই ব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনীকে সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে অনুভব ও অনুধাবন করিবে। ৪২

তারাসারে রুদ্রাধ্যায়াদিতেও বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি স্বয়ম্ভু নামক লিঙ্গে কুণ্ডলিনীর ভাবনা না করে, শতকোটি জপ করিলেও তাহার সিদ্ধিলাভ হয় না। ৪৩

যিনি মৃণালতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্মকলেবরা, যিনি সূর্য্যকোটিসমপ্রভাযুক্তা, যিনি সাক্ষাৎ শুদ্ধিস্বরূপিণী ও সকলেরই জ্ঞানমার্গপ্রকাশিনী, সেই শ্যামবর্ণা, গুণত্রয়বিভূষণা, গুণশোভনা কুণ্ডলিনীকে মেরুদণ্ডের সম্মুখে ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে সুষুম্নার মধ্যভাগে চালনা করিবে। ৪৪-৪৫

১। যোনৌ চ লিঙ্গে ন ভাবয়েচ্ছিবম্......শতকোটিং জপন্ দেবি। শতকোটি—এখানে কোটিশব্দ প্রকারবাচক, কোটিসংখ্যাবাচক নয়।
২। বিদ্যুৎকোটিপ্রভাযুক্তাং ইতি পাঠান্তরম্।

মধ্যতো ব্রহ্মনাড্যা চ রবিকোটিসমপ্রভাম্।
দ্বিতীয়ে বামতো বুদ্ধ্যা গুরোরন্তিকমানয়েৎ ॥ ৪৬
তত্রানীয় পরাং শুদ্ধাং জ্ঞানসন্দীপনীং শিবাম্।
তড়িৎকোটিপ্রভাযুক্তাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্ ॥ ৪৭
পরাং কুণ্ডলিনীশক্তিং সাকারাং পরিভাবয়েৎ।
তস্য মধ্যে সমানীয় রক্তবর্ণাং বিভাবয়েৎ ॥ ৪৮
তদা সিদ্ধিং সমাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ।
জ্ঞানানন্দময়ীং সাক্ষাৎ সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনীম্ ॥ ৪৯
নানালঙ্কারভূষাঢ্যাং ভাবয়েদ্ গুরুসন্নিধৌ।
মানসৈঃ পূজয়িত্বা চ মূলমন্ত্রং শতং জপেৎ ॥ ৫০
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চিন্তয়েৎ পরদেবতাম্।
বালাত্রিপুরসুন্দর্য্যা[১] রূপং তত্র নিয়োজয়েৎ।
উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং দ্বিভুজাং শিবসুন্দরীম্ ॥ ৫১

পরে বুদ্ধিসহকারে বামদিকে দ্বিতীয়পদ্মে গুরুর অন্তিকে আনয়ন করিয়া, সেই জ্ঞানমার্গপ্রকাশিনী, তড়িৎকোটিপ্রভাশালিনী, ব্রহ্মবিষ্ণুশিবস্বরূপিণী, পরমকল্যাণরূপিণী, সত্ত্বগুণময়ী কুণ্ডলিনীশক্তিকে সাকাররূপে ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর তাহার মধ্যে আনয়ন করিয়া রক্তবর্ণা-রূপে চিন্তা করিবে। ৪৬-৪৮

তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ হইবে। তাহা না হইলে কোটি-কোটি কল্পেও সিদ্ধি-সংঘটন হইবে না। তিনি সাক্ষাৎ জ্ঞানানন্দময়ী ও সর্ব্বানন্দপ্রদায়িনী। ৪৯

বিবিধ অলঙ্কারভূষায় পরমশোভাশালিনী কুণ্ডলিনীকে গুরুসান্নিধ্যে ভাবনা করিয়া মানস উপচার দ্বারা পূজা করতঃ শতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। ৫০

কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সেই পরদেবতার ধ্যান করিবে। তন্মধ্যে বালা ত্রিপুর-সুন্দরীর রূপ নিয়োজিত করিতে হইবে। তিনি উদীয়মান-ভানুসহস্রের সদৃশী প্রভাশালিনী এবং ভুজদ্বয়সুশোভিনী শিবসুন্দরী। ৫১

১। কালত্রিপুরসুন্দর্য্যা—ইতি পাঠান্তরম্।

প্রাতঃকৃত্যং বিধায়াথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ[১]।
তস্য সিদ্ধির্মহাদেবি হৃদয়ে যোগিনীগণৈঃ ॥ ৫২

এতেন গুরুসন্নিধৌ কুণ্ডলিনীং সাকারাং বিভাব্য মানসৈঃ সংপূজ্য মূলমষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা সমর্প্য প্রণমেৎ। ততো ভূমিং প্রণম্য কুমারীং ব্রাহ্মণাংশ্চ দৃষ্ট্বা পঠেৎ—

ওঁ অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাস্মি ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ॥ ৫৩
ব্রহ্মানন্দসদানন্দপর[২]জ্ঞানবিধায়কঃ।
তারকাভক্ত আনন্দপূর্ণানন্দঃ সদাশিবঃ ॥ ৫৪
ভৈরবোঽহং সুধাঢ্যোঽহং তত্ত্বজ্ঞোঽহং কুলস্ত্রিয়ঃ।
গুরুপ্রসাদবানস্মি শক্তিসাধকসেবকঃ ॥ ৫৫

এইরূপ শাস্ত্রবিহিত প্রাতঃকৃত্য বিধান করিয়া মূলমন্ত্রজপে প্রবৃত্ত হইবে। তাহা হইলে হৃদয়ে যোগিনীদের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ৫২

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, গুরুর সান্নিধ্যে কুণ্ডলিনীকে সাকারা রূপে চিন্তা করিয়া মানস উপচারসহায়ে আরাধনা ও অষ্টোত্তর-শত বিধানে মূলমন্ত্র জপ ও তাহা সমর্পণ করতঃ প্রণাম করিতে হইবে। অনন্তর ভূমি প্রণামান্তে কুমারী ও বিপ্রবর্গের দর্শনানন্তর এইরূপ পাঠ করিতে হইবে ঃ—

আমি সাক্ষাৎ দেবতা, অন্য কেহ নহি। আমিই ব্রহ্ম, এইজন্য আমি শোকের অবিষয়ীভূত। আমি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ। আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্। ৫৩

আমি ব্রহ্মানন্দ, সদানন্দ ও পরমজ্ঞানবিধায়ক। আমি তারকাভক্ত, আমি আনন্দস্বরূপ, আমি পূর্ণানন্দ-সদাশিব। ৫৪

আমি ভৈরব, আমি সুধাঢ্য, আমি কুলস্ত্রীগণের তত্ত্বজ্ঞ, আমি গুরুর প্রসাদ লাভ করিয়াছি, আমি শক্তিসাধকগণের সেবক। ৫৫

১। মূলমন্ত্রং জপেত্তু যঃ।
২। ... পরো জ্ঞানবিধায়কঃ।

লতানন্দ[1] কুলানন্দঃ কুমারীদাস এব চ।
কুমারীবণিকোঽহঞ্চ তারাচরণনায়কঃ ॥ ৫৬
ইতি তারানিগমোক্তং পঠিত্বা বহির্গচ্ছেৎ।
প্রাতঃকৃত্যং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্জ্জায়তে শিবে।
ন পূজাফলমাপ্নোতি মন্ত্রজাপস্য নিশ্চিতম্ ॥ ৫৭
সর্ব্বা ক্রিয়া নিষ্ফলা স্যাদ্ বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
প্রাতঃকৃত্যবিহীনস্য শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥ ৫৮

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে প্রাতঃকৃত্যাদিপ্রকরণম্ ॥ ১ ॥

আমি লতানন্দ ও কুলানন্দ; আমি কুমারীগণের দাস ও তদীয় বণিকৃস্বরূপ। তারার চরণ আমার অধিনায়ক। ৫৬

তারানিগমানুসারে এইরূপ পাঠ করিয়া বহির্গত হইবে। দেবি! প্রাতঃকৃত্য না করিলে কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না; পূজা করিয়াও কোনরূপ ফল সংগ্রহ হয় না এবং মন্ত্রজপ করিয়াও ইষ্টাপত্তির সম্ভাবনা নাই। ৫৭

তান্ত্রিকী ও বৈদিকী সর্ব্ববিধ ক্রিয়াই নিষ্ফল হইয়া থাকে। প্রাতঃকৃত্য না করিলে ক্রিয়ামাত্রেই শৌচহীন হয়। ৫৮

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে প্রথম পটলে প্রাতঃকৃত্যাদি দ্বিতীয় প্রকরণ সমাপ্ত।

১। রতানন্দঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

অথ তারাগায়ত্রী-প্রকরণম্

ততঃ প্রাতঃকৃত্যানন্তরং স্নানম্। সাধকানাং বৈদিকী তান্ত্রিকী প্রাতঃকালাবধি মহানিশাপর্য্যন্তং ক্রিয়া কর্ত্তব্যা। শিবপূজা তু বৈদিক-তান্ত্রিকয়োরৈক্যত্বাৎ তৎপূজনঞ্চ। অতো নদ্যাদৌ গত্বা মজ্জনং কৃত্বা "ওঁ অদ্যেত্যাদি শ্রীমত্তারাদেব্যাঃ প্রীতয়েঽস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" ইতি সঙ্কল্প্য জলে ত্রিকোণং বিলিখেৎ ॥

তথা চ তারানিগমে—

দেব্যাশ্চ প্রীতয়ে স্নানং কর্ত্তব্যং তন্ত্রবেদিভিঃ।
তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ জপ্ত্বা মজ্জনপূর্ব্বতঃ ॥ ৫৯

তত্রৈব, রুদ্রযামলে বা—

যত্র যত্র মহাবিদ্যা ভবত্যেব উপাসিতা[১]।
তত্র তত্র ত্রিকোণঞ্চ অধোমুখমুদীরিতম্।
দেবত্রিকোণে কর্ত্তব্যং ঊর্দ্ধাস্যং পরিকীর্ত্তিতম্[২] ॥ ৬০

প্রাতঃকৃত্যানন্তর স্নান করিতে হইবে। সাধকগণ প্রাতঃকাল হইতে মহানিশা পর্য্যন্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক সমুদায় ক্রিয়া করিবে। শিবপূজাও ঐ নিয়মে করিতে হইবে। কেননা, বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয়েরই শিবপূজার ঐক্যবশতঃ তদীয় পূজা বিহিত হইয়াছে। এই কারণে নদী প্রভৃতিতে গমন ও মজ্জন করিয়া ওঁ অদ্য অমুক মাস, অমুক পক্ষ, অমুক তিথি ইত্যাদি বলিয়া শ্রীমত্তারাদেবীর প্রীতির জন্য এই জলে আমি স্নান করিব, এই প্রকারে সঙ্কল্প করিয়া জলমধ্যে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে।

তারানিগমে বলা হইয়াছে, দেবীর প্রীতির জন্য তন্ত্রবিদ্‌গণের স্নান করা কর্ত্তব্য। জলমধ্যে তীর্থ আবাহন করিয়া, মজ্জনপূর্ব্বক জপ করিবে। ৫৯

রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে, যে-যে স্থলে মহাদেবীর উপাসনা করিতে হইবে, সেই সেই স্থলেই ত্রিকোণ অঙ্কিত করিবে। দেবীর ত্রিকোণের নীচের দিকে মুখ এবং দেবের ত্রিকোণের উপরের দিকে মুখ হইবে। ৬০

১। সাধকৈঃ সমুপাসিতা ইতি পাঠান্তরম্। দেবীর ত্রিকোণ—▽। দেবের ত্রিকোণ—△।

২। বিধিসম্মতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

তত্র। গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥ ৬১

ইত্যঙ্কুশমুদ্রয়া সূর্য্যমণ্ডলাত্তীর্থমাবাহ্য প্রাণায়ামং করাঙ্গষড়ঙ্গে বিন্যস্য দেবীরূপং বিচিন্ত্য আত্মানং তারাময়ং বিভাব্য মূলং শীর্ষে দশধা, হৃদি দশধা, জলে দশধা জপ্ত্বা ত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রং বিলিখ্য ধেনুযোনি-মৎস্যাঙ্কুশমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য সূর্য্যাভিমুখং দ্বাদশধা বারি নিক্ষিপ্য মূলেন মূর্দ্ধানং সপ্তধা অভিষিঞ্চেৎ। তত ইষ্টদেবতাচরণান্নিঃসৃতজলে উদঙ্মুখঃ স্নাপয়েৎ[১]।

তারার্ণবাদৌ স্নানং, যথা—

তীর্থমাবাহ্য তোয়ে চ প্রাণায়ামষড়ঙ্গকৌ।
দেবীরূপং জলে ধ্যায়েদাত্মানং তারিণীময়ম্॥ ৬২
শীর্ষে হৃদি জলে জপ্ত্বা দশধা মূলমন্ত্রকম্।
জলে ত্রিকোণবৃত্তঞ্চ চতুরস্রং লিখেদ্বুধঃ॥ ৬৩

সেই ত্রিকোণ মধ্যে অগ্রে 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব', ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া করাঙ্গ, ষড়ঙ্গ ও প্রাণায়াম-বিন্যাসপূর্ব্বক বিশেষরূপে দেবীর রূপ চিন্তা ও আত্মাকে তারাময় ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর মূলমন্ত্র শীর্ষে দশবার, হৃদয়ে দশবার ও জলে দশবার জপ এবং ত্রিকোণবৃত্ত চতুরস্র লিখিয়া, ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা ও অঙ্কুশমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখে দ্বাদশবার জল নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণকরতঃ মস্তকে সাতবার জলসিঞ্চন করিবে। অনন্তর উত্তরমুখ হইয়া ইষ্টদেবতার চরণ হইতে বিগলিত জলে স্নান করিতে হইবে।

তারার্ণবাদিতে উক্ত হইয়াছে—তীর্থ আবাহন ও জলমধ্যে প্রাণায়াম সহিত ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিয়া জলমধ্যেই দেবীর রূপ ও আত্মাকে তারিণীরূপে ধ্যান করিবে। ৬১-৬২

পরে মস্তকে, হৃদয়ে ও জলমধ্যে মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিয়া জলমধ্যে ত্রিকোণ ও চতুরস্র-বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। ৬৩

১। তত্র ইষ্টদেবতাচরণনিঃসৃতজলেন উদঙ্মুখঃ স্নায়াৎ—ইতি পাঠান্তরম্।

অঙ্কুশং ধেনুমুদ্রাঞ্চ যোনিং মৎস্যং প্রদর্শয়েৎ।
রবৌ রবিজলং দত্ত্বা মূর্দ্ধানং সপ্তধা সিঞ্চেৎ[1] ॥ ৬৪ ইতি স্নানম্
তথাচ মহাচীনমহাতারার্ণবাদৌ—
প্রকুর্য্যাদ্বৈদিকস্নানং তান্ত্রিকং তদনন্তরম্।
সন্ধ্যাঞ্চ বৈদিকীং কৃত্বা তান্ত্রিকীং স্বয়মাচরেৎ ॥ ৬৫
জলে ত্রিকোণং সংলিখ্য তীর্থান্যাবাহয়েত্ততঃ।
তদ্বেনাচমনং কৃত্বা বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রতঃ ॥ ৬৬
কুশৈঃ সমূলৈরুদকং দদ্যাচ্ছীর্ষে চ সাধকঃ।
ততশ্চ ভূমৌ দাতব্যং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ ॥ ৬৭
বামহস্তে জলং নীত্বা চাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন চ।
মন্ত্রং বারত্রয়ং জপ্ত্বা পঞ্চবর্ণান্[2] জপেত্ততঃ।
ক্ষান্তং চন্দ্রসমাযুক্তং সপ্তবর্ণান্তমেব চ। ৬৮
বহ্নিবীজং পৃথিব্যাশ্চ বারুণং তদনন্তরম্।
হুঁ যঁ বঁ লঁ রঁ ইত্যেক-জটামন্ত্রেঽঘমর্ষণমন্ত্রকম্ ॥ ৬৯

পরে অঙ্কুশমুদ্রা, ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শনকরতঃ সূর্য্যাভিমুখে অর্থাৎ সূর্যকে জল দান করিয়া সাতবার মস্তক অভিষিক্ত করিবে। ইহাই স্নানবিধি। ৬৪

মহাচীন এবং মহাতারার্ণবাদিতেও উক্ত হইয়াছে, প্রথমে বৈদিক স্নান ও পরে তান্ত্রিক স্নান করিয়া স্বয়ং যথাক্রমে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সম্পন্ন করিবে। ৬৫

অনন্তর জলমধ্যে ত্রিকোণ লিখিয়া তীর্থাবাহনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা 'স্বাহান্ত' মন্ত্রে আচমন করিবে। ৬৬

সমূল কুশ দ্বারা মস্তকে জল দিবে। অতঃপর ভূমিতে সাতবার জল দান করিবে। ৬৭

বামহস্তে জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক বারত্রয় মন্ত্র জপ

১। সিঞ্চেৎ শৌরং তু সপ্তধা—ইতি পাঠান্তরম্।
২। পঞ্চ বর্গান্ ইতি পাঠান্তরম্। এর অর্থ—পঞ্চবর্গ বলিতে ক, চ, ট, ত, প—বর্গ, ক্ষান্ত বলিতে অ-কার থেকে ক্ষ পর্যন্ত বর্ণ, চন্দ্রবিন্দুর সহিত সপ্তবর্ণ—ক, চ, ট, ত, প, য, শ—এর জপ করিবে।

মুদ্রয়া স্নাপয়েচ্ছীর্ষং গলিতোদকবিন্দুভিঃ।
মুদ্রা তু তত্ত্বমুদ্রা স্যাৎ সন্ধ্যায়াং কুলতর্পণে ॥ ৭০
তজ্জলং দক্ষহস্তেন বামনাড়ীং প্ররোপয়ন্।
অস্ত্রবীজেন মন্ত্রেণ পুরঃ পাষাণবজ্রকে।
তারয়েৎ সাধকঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ে জ্ঞানসিদ্ধয়ে ॥ ৭১
কৃষ্ণবর্ণং জলং ধ্যাত্বা পাপেন পুরুষেণ চ।
নাড়ীনাং ক্ষালনং কৃত্বা দেহস্থ ক্ষালনস্তথা ॥ ৭২
ততশ্চ তর্পয়েদ্দেবীমমৃতানন্দরূপিণীম্।
দেবানৃষীংশ্চ পিতৄংশ্চ গুরুং পরগুরুস্ততঃ ॥ ৭৩
(পরমগুরুস্ততঃ ইতি দ্বিপাঠঃ[১]।)
পরাপরগুরুঞ্চৈব পরমেষ্ঠিগুরুস্ততঃ।
ততো মূলং সমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং ততঃ পরম্ ॥ ৭৪

করিয়া ও তৎপরে পঞ্চবর্ণ জপ করিতে হইবে। পঞ্চবর্ণ যথা,—ক্ষান্ত অর্থাৎ হ, সপ্তবর্ণাদ্য অর্থাৎ য, বহ্নিবীজ অর্থাৎ র, পৃথিবীবীজ অর্থাৎ ল, বরুণবীজ অর্থাৎ ব। এই পাঁচবর্ণ চন্দ্রবিন্দু সংযুক্ত করিয়া হঁ যঁ রঁ লঁ বঁ জপ করিবে। ইহাই একজটামন্ত্রে অঘমর্ষণ মন্ত্র। ৬৮-৬৯

মুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক গলিত উদকবিন্দুসমূহ দ্বারা মস্তক সাতবার অভিষিক্ত করিতে হইবে। এই তত্ত্বমুদ্রা সন্ধ্যা ও কুলতর্পণ উভয়স্থলেই বিহিত হইয়া থাকে। ৭০

সেই জল দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া বামনাড়ীতে প্ররোপিত করত অস্ত্রবীজ (ফট্) মন্ত্র দ্বারা পুরোভাগে কল্পিত পাষাণবজ্রকে (শৈলে বা প্রস্তরে) নিক্ষেপ করিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বসিদ্ধি ও জ্ঞানসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ৭১

ঐ জল দেহস্থ পাপপুরুষের সংস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। পাপ পুরুষের সহিত সেই জলকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিয়া নাড়ী সকলের সহিত দেহপ্রক্ষালনপূর্ব্বক, অমৃতানন্দরূপিণী দেবীর সহিত দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু, প্রভৃতি সকলের তর্পণে প্রবৃত্ত হইবে। ৭২-৭৪

১। ইহা পুস্তকান্তরে নাই।

শ্রীমদেকজটাং পশ্চাৎ তর্পয়ামি ততঃ পরম্ ॥
প্রকাশশক্তিযুক্তায় ইদমর্ঘ্যমহং দদে ॥ ৭৫
মার্ত্তণ্ডমণ্ডলে ধ্যাত্বা তারাঞ্চৈকজটাস্তথা ।
গায়ত্র্যার্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ ত্রয়ং কুসুমসংযুতম্ ।
গায়ত্রীঞ্চ ততো ধ্যায়েজ্জপেদ্বিংশতিসংখ্যকম্ ।। ৭৬

জলেঽধোমুখং ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ গঙ্গে চেত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য, ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা, ইত্যাচম্য মূলেন কুশেন সপ্তধা শীর্ষে ভূমৌ সপ্তধা দত্ত্বা বামহস্তে জলং নীত্বা দক্ষহস্তেনাচ্ছাদ্য তেজোরূপং জলং ধ্যাত্বা মূলং ত্রিবারং তত্র জপ্ত্বা, হং যং বং লং রং ইতি ত্রিরভিমন্ত্র্য গলিতোদকবিন্দুভিঃ তত্ত্বমুদ্রয়া মূর্দ্ধানং সপ্তধাভ্যুক্ষ্য শেষজলং দক্ষহস্তেনাদায় ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃপদং প্রক্ষাল্য তজ্জলং কৃষ্ণবর্ণং ধ্যাত্বা বামকুক্ষিস্থিতং পাপপুরুষেণ সহ পুরঃকল্পিতবজ্রশিলায়াং ফড়িতি তাড়য়েৎ ।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে দেবী তারার সহিত শ্রীমদেকজটার তর্পণ করিতে হইবে। তর্পণ সময়ে এইরূপ বলিতে হইবে :—আমি প্রকাশ ও শক্তিযুক্তা দেবী তারা এবং একজটা দেবীর তর্পণ ও তাঁহাদিগকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি।

অনন্তর মার্ত্তণ্ডমণ্ডলমধ্যে দেবী তারা ও একজটা দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। অতঃপর কুসুমসহিত গায়ত্র্যর্ঘ্যত্রয় প্রদান করিবে। পরে গায়ত্রীর ধ্যান ও বিংশতিসংখ্যক জপ করিবে। ৭৫-৭৬

অতঃপর জলমধ্যে অধোমুখ ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া, ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব, ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থাবাহনকরতঃ যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক, ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা মন্ত্রত্রয় দ্বারা আচমন করতঃ ও মূলমন্ত্রে কুশ দ্বারা সাতবার মস্তকে ও সাতবার ভূমিতে জলাভ্যুক্ষণ করিয়া, বামহস্তে জল লইয়া, দক্ষিণহস্তে উহা আচ্ছাদনকরতঃ সেই জলকে তেজোরূপে ধ্যান করিয়া, তাহাতে মূলমন্ত্র তিনবার জপ করিতে হইবে। পরে হং যং বং লং রং এই মন্ত্রে ও বিধানে তিনবার অভিমন্ত্রণ ও তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিগলিত উদকবিন্দু দ্বারা সাতবার মস্তক অভ্যুক্ষিত করিয়া, অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ইড়া দ্বারা আকর্ষণ ও দেহান্তর্বর্ত্তী পাপ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলকে

ততো হস্তং প্রক্ষাল্য তারাং স্মৃত্বা একৈকাঞ্জলিনা ওঁ দেবাং-স্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূং-স্তর্পয়ামি। মূলমুচ্চার্য্য দেবীং তারাং শ্রীমদেকজটাং তর্পয়ামি স্বাহা, ইতি ত্রিঃ।

ততো দূর্ব্বাক্ষতরক্তপুষ্পসহিতার্ঘ্যং গৃহীত্বা ওঁ হ্রীং হং সঃ শ্রীসূর্য্যায় প্রকাশশক্তিসহিতায় ইদমর্ঘ্যং দদে। ইতি সূর্য্যায়ার্ঘ্যং দত্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা গায়ত্রীমুচ্চার্য্য সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীমদেকজটায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ—ইতি ত্রিঃ। ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ।

ওঁ প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি।
বাগ্বীজরূপাং বিদ্যাং তাং বিদ্যুৎপটলভাস্বরাম্‌॥ ৭৭
পুষ্পবালেক্ষুকোদণ্ড-পাশাঙ্কুশলসৎকরাম্‌।
স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাকরাত্মিকাম্‌॥ ৭৮

কৃষ্ণবর্ণরূপে ধ্যান করিয়া বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষের সহিত পুরোভাগে কল্পিত বজ্রশিলায়, ফট্ এইমন্ত্র বলিয়া তাড়না করিবে।

অনন্তর হস্ত প্রক্ষালন ও তারার স্মরণপূর্ব্বক এক অঞ্জলি দ্বারা প্রণবোচ্চারণ-সহকারে, আমি দেবগণের তর্পণ করিতেছি, ঋষিগণের তর্পণ করিতেছি, পিতৃগণের তর্পণ করিতেছি, গুরুর তর্পণ করিতেছি, পরমগুরুর তর্পণ করিতেছি, পরাপরগুরুর তর্পণ করিতেছি, পরমেষ্ঠিগুরুর তর্পণ করিতেছি, এইরূপ বলিয়া পরে মূলমন্ত্রযোগে, দেবী তারার ও শ্রীমদেকজটার তর্পণ করিতেছি, এইরূপ বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক তদনন্তর স্বাহা শব্দ সংযোজিত করিতে হইবে।

তিনবার ঐরূপ বলিয়া পরে দূর্ব্বা, অক্ষত (আতপ চাউল) ও রক্তবর্ণ পুষ্প সহিত অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া ওঁ হ্রীং হংসঃ মন্ত্রে প্রকাশ ও শক্তি সহিত শ্রীসূর্য্যকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, এইরূপ বলিতে হইবে। এইরূপে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানানন্তর সূর্য্যমণ্ডলে দেবীর ধ্যান ও গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে বিরাজমানা দেবী তারার সহিত শ্রীমদেকজটাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি। নমঃ শব্দ প্রয়োগসহকারে তিনবার এইরূপ বলিতে হইবে।

অনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া—প্রাতঃকালে আধারপদ্মে বহ্নিমণ্ডলোপরি বাগ্বীজ-রূপিণী, বিদ্যাস্বরূপিণী বিদ্যুদ্দামসদৃশ পরম প্রভাশালিনী, পুষ্প চামর ইক্ষু

মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজ-কর্ণিকাস্থসূর্য্যমণ্ডলে।
কামবীজাত্মিকাং দেবীং অলক্তকরসারুণাম্ ॥ ৭৯
প্রসূনবালপুণ্ড্রেক্ষু-চাপপাশাঙ্কুশান্বিতাম্ ।
পরিস্মৃতা চ[১] মুখ্যাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বসেবিতাম্ ॥ ৮০
সামযজ্ঞে সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিম্ ।
শক্তিবীজাত্মিকাং চাপ-বাণপাশাঙ্কুশান্বিতাম্ ॥ ৮১
চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্ ।
যুগনিত্যাক্ষরাকারাং ঘণ্টিকাবরসন্নিভাম্ ॥ ৮২
তারাসারমতে[২] ধ্যায়েদ্ গায়ত্রীং তারকামণৌ ।
ত্রিপুরায়া বিশেষেণ দেব্যাশ্চৈকজটামণৌ ॥ ৮৩

ইতি তারাসারোক্তশ্রবণাৎ। ত্রিপুরাসুন্দরীবিষয়ে চ গায়ত্র্যা ইদং ধ্যানম্। তথা নীলসরস্বতীতন্ত্রে তারানিগমে চ—

তারায়ৈ চ পদং প্রোচ্য বিদ্মহে তদনন্তরম্ ।
মহোগ্রায়ৈ ততো দদ্যাদ্ধীমহীতি ততঃ পরম্ ।
তন্নো দেবীতি চোচ্চার্য্য ততো দদ্যাৎ প্রচোদয়াৎ ॥ ৮৪

কোদণ্ড পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, নিজ ইচ্ছায় দেহধারিণী, গুরুবিদ্যাকারময়ী এবং মধ্যাহ্নে হৃৎপদ্মের কর্ণিকাস্থ সূর্য্যমণ্ডলে কামবীজময়ী দেবীরূপিণী, অলক্তক (লাক্ষা) রসের ন্যায় অরুণবর্ণ-দেহধারিণী, পুষ্প চামর ইক্ষু ধনু পাশ ও অঙ্কুশশোভিনী, মুখ্যাদেবীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃতা, ত্রিংশৎতত্ত্বপরিসেবিতা এবং সামযজ্ঞে সরোজস্থ চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্রের ন্যায় দ্যুতিশালিনী, শক্তিবীজস্বরূপিণী, ধনু শর পাশ ও অঙ্কুশধারিণী নিত্যা দেবীগণকর্ত্তৃক পরিবৃতা ভগবতীর চিন্তা করিয়া তারাসারমতে তারকামন্ত্র বিষয়ে বিশেষতঃ ত্রিপুরা ও দেবী একজটার মন্ত্রে গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে। ৭৭-৮৩

গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে, তারাসারে এইরূপ কথিত হইয়াছে। ত্রিপুরাসুন্দরী বিষয়ে এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে। নীলসরস্বতী এবং তারাদির বিষয়েও ঐরূপ ধ্যান বিহিত হইয়াছে। প্রথমে তারায়ৈ পদ প্রয়োগ

১। পরিবৃতাং চ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। তারাসারমতো ধ্যায়েৎ।

*ইতি তারানিগমাদিনানাগ্রন্থসম্মতা গায়ত্রী জপ্তব্যা।
তত্র সামান্যাদৌ জপ্ত্বা দশধা সাধকোত্তমঃ।
বিশেষিকাং জপেদ্বিদ্যাং গায়ত্রীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্ ॥ ৮৫
শতং বা বিংশতিং বাপি যো জপেৎ সাধকাগ্রণীঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বয়ং তারাপুরে বসেৎ ॥ ৮৬
গোঘ্নশ্চৈব কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মস্ত্রীঘ্নশ্চ যো নরঃ।
গুরুতল্পরতো বাপি স্নুষায়াং বা গতো যদি ॥ ৮৭
এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যেত সত্যং সত্যং সদাশিব।
কুমারীগমনাদ্দোষো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৮৮
ততশ্চ মুচ্যতে লোকো গায়ত্রীস্মরণাদপি।
গায়ত্র্যা আগমোক্তায়াঃ শতমাত্র-জপাদপি ॥ ৮৯
এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যেত সত্যং সত্যং সুরেশ্বরী[১]।
এতৈঃ পাপৈর্ব্বিমুক্তশ্চ বিশেষস্মরণাদপি।
তস্মান্নিগদিতা বিদ্যা জপ্তব্যা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৯০

করিয়া পরে যথাক্রমে বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ, ধীমহি, তন্নো দেবী, প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি পদ সংযোজনা করিবে। ৮৪

এইরূপে তারানিগম প্রভৃতি বিবিধগ্রন্থসম্মত গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে সামান্যভাবে সর্ব্বসিদ্ধিদা গায়ত্রী দশবার জপ করিবে। পরে বিশেষরূপে শত বা বিংশতি বার জপ করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বয়ং তারাপুরে বাস করিতে পারা যায়। ৮৫-৮৬

হে সদাশিব! সত্যসত্যই বলিতেছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, কৃতঘ্নতা, গুরুপত্নীহরণ ও পুত্রবধূগমন করিলে যে পাপ হয় সেই সমস্তও ঐরূপ জপ করিবামাত্র পরিহৃত (বর্জ্জিত, বিমুক্ত) হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐরূপ জপ করে সে কুমারীগমন করিলেও কখন পাপে লিপ্ত হয় না। ৮৭-৮৮

গায়ত্রীর স্মরণমাত্রই তত্তৎ পাপের পরিহার (ত্যাগ, বর্জ্জন) হইয়া থাকে। অয়ি সুরেশ্বরি! সত্যসত্যই বলিতেছি, আগমোক্ত গায়ত্রী শতমাত্র জপ করিলে ঐ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ৮৯

১। সুরেশ্বর—ইতি পাঠান্তরম্।

* "ওঁ হ্রীঁ তারায়ৈ বিদ্মহে, মহোগ্রায়ৈ চ ধীমহি, তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ"—এই মন্ত্র। শ্লোকের অনুসারে ২৪ অক্ষর হয় না, এজন্য মন্ত্রে হ্রীং ও চ এই দুইটি যোগ করা হয়েছে।

কূর্চবীজং সমুদ্ধৃত্য ভগবত্যেকজটে ততঃ।
বিদ্মহে ঘোরদ্রংষ্ট্রে চ ধীমহীতি ততঃ পরম্।
তন্নস্তারে ততো জপ্ত্বা ততো গন্তং প্রচোদয়াৎ॥ ৯১
"হুঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে, ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি, তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ"-
ইতি শতং বিংশতিং বা তং জপ্ত্বা সমাপ্য মূলমন্ত্রোত্তরশতং জপেৎ।
গায়ত্রীং পরিজপ্যাথ মূলমন্ত্রং জপেন্ন চ।
সা সন্ধ্যা নিষ্ফলা জ্ঞেয়াপ্যভিচারায় কল্পতে॥ ৯২
প্রাতঃসন্ধ্যাবিহীনশ্চ ন চ স্নানফলং লভেৎ।
মধ্যাহ্নসন্ধ্যাহীনশ্চ ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ॥ ৯৩
সায়ংসন্ধ্যাবিহীনস্থ জপবিঘ্নঃ সদা ভবেৎ।
তস্মাৎ সুন্দরি! তত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাচরেৎ॥ ৯৪
প্রাতর্ন তর্পণং কার্য্যং ন চ সায়ং বিশেষতঃ।
মধ্যাহ্নে তর্পণং কৃত্বা যথোক্ত-ফলবান্ ভবেৎ॥ ৯৫

বিশেষিকা-গায়ত্রীর জপ করিলেও ঐরূপ ফললাভ হইয়া থাকে। সেইজন্য সিদ্ধিকাম পুরুষ এই ব্রহ্মবিদ্যা গায়ত্রীর জপ করিবে। ৯০

প্রথমে কূর্চবীজ উদ্ধার করিয়া পরে ভগবতি একজটে পদ সংযোজনা করিবে। তৎপরে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি পদ সম্বিবদ্ধ করিয়া তন্নস্তারে এইরূপ জপ করত প্রচোদয়াৎ ইত্যাদি পদ প্রয়োগ করিতে হইবে। ৯১

হুঁ ভগবত্যেকজটে বিদ্মহে ঘোরদংষ্ট্রে ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ, এই গায়ত্রী শত বা বিংশতি বার জপ করিয়া তাহার সমাপনান্তে একশত আট বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। গায়ত্রী জপ না করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে না; জপ করিলে উহা নিষ্ফলা ও অভিচারে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ৯২

প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে স্নানফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করিলে পূজাফলপ্রাপ্তি হয় না। ৯৩

সায়ং সন্ধ্যা না করিলে জপ-বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞ সাধক প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং—এই তিন সন্ধ্যা করিবে। ৯৪

প্রাতঃকালে বিশেষতঃ সায়ংসময়ে তর্পণ করিবে না। কেবলমাত্র মধ্যাহ্নে তর্পণ করিলে যথোক্ত ফল লাভ করিতে পারা যায়। ৯৫

অর্ঘ্যহীনা তু যা সন্ধ্যা শোকদুঃখপ্রদা মতা।
অর্ঘ্যং ত্রিসন্ধ্যং দেয়ঞ্চ[1] অন্যথা নিষ্ফলো জপঃ।
সমন্ত্রাপি চ গায়ত্রী সত্যং সত্যং বরাননে।। ৯৬
ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ স্বহৃদয়ে নয়েৎ, প্রণম্য চ পূজাঞ্চরেৎ।
ইত্যেবং সন্ধ্যা শ্রীমদেকজটাবিষয়া ইতি।

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-
বিরচিতে তারারহস্যে সর্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
প্রথমপটলে তারগায়ত্রী-প্রকরণম্ ।। ৩ ।।

অর্ঘ্যপ্রদান না করিয়া সন্ধ্যা করিলে, শোক দুঃখের বিষয়ীভূত হইতে হয়। এই কারণে ত্রিকালীন সন্ধ্যায়-ই অর্ঘ্য প্রদান করিতে হইবে। তাহা না করিলে কার্য্য নিষ্ফল হইয়া থাকে। অয়ি বরাননে। সত্যসত্যই বলিতেছি, সমন্ত্রা গায়ত্রীও অর্ঘ্যদান বিহ্নে বিফল হইয়া থাকে। ৯৬

অনন্তর সংহারমুদ্রা সহযোগে সেই তেজঃ স্বকীয় হৃদয়ে আনয়ন করতঃ প্রণামপূর্ব্বক পূজায় প্রবৃত্ত হইবে। ইহার নাম একজটাবিষয়ক সন্ধ্যা।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে প্রথম পটলে
তারাগায়ত্রী তৃতীয়প্রকরণ সমাপ্ত ।। ৩ ।।

1। দাতব্যমন্যথা—ইতি পাঠান্তরম্।

অথ তারাদি-সন্ধ্যাপ্রকরণম্

অথোগ্রতারাসন্ধ্যা—

মূলেন ত্রির্জ্জলং দেবতায়ৈ দত্ত্বা বামহস্তে জলং আদায় পূর্ব্ববদাচ্ছাদয়ন্, জপাঘমর্ষণং চ ততস্তথাচমনং ততো মূলমুচ্চার্য্য "শ্রীমদুগ্রতারাং দেবীং তর্পয়ামি নমঃ" ইতি ত্রিঃ। ততঃ "ওঁ হ্রীঁ হংসঃ ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ"। ইতি গায়ত্র্যা শ্রীসূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ শ্রীমদুগ্রতারায়ৈ ইদমর্ঘ্যং নমঃ ইতি ত্রিঃ। ততো গায়ত্রীং ধ্যায়েৎ।

মূলেন ত্রির্জ্জলং দত্ত্বা দেবতায়ৈ বরাননে।
ততো দেব্যাঃ প্রকর্ত্তব্যমঘমর্ষণমুত্তমম্ ॥ ৯৭
ততঃ স্তুত্যাচমনং কুর্য্যাৎ ততঃ স্বাদিষ্টতর্পণম্।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা চ গায়ত্র্যা ধ্যানং কুর্য্যাচ্চ সাধকঃ ॥ ৯৮
দেবতাতর্পণে চৈব তুষ্টাঃ স্যুর্গুরুপঙ্‌ক্তয়ঃ।
শরীরেহস্যাস্ততো দেব্যাঃ সন্তি শাশ্বতরাজসাঃ ॥ ৯৯
সর্ব্বসাধারণঞ্চাত্র ধ্যানং সর্ব্বজয়াবহম্।
সর্ব্বদেবময়ী যস্মাৎ তারিণী ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১০০

এখন উগ্রতারার সন্ধ্যাবিধি লিখিত হইতেছে। মূলমন্ত্রে তিনবার দেবতার উদ্দেশে জল দান করিয়া বাম হস্তে পূর্ব্ববৎ জল আচ্ছাদন, জপ, অঘমর্ষণ ও আচমন—এই সকল যথাক্রমে নিষ্পাদন করিয়া তদনন্তর মূলোচ্চারণ সহকারে তিন বার শ্রীমদুগ্রতারাদেবীকে তর্পণ ও নমস্কার করিতেছি বলিয়া পরে ওঁ হ্রীঁ হংসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে গায়ত্রী পাঠ করিয়া, সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজমান শ্রীমদুগ্রতারাকে এই অর্ঘ্যদান ও নমস্কার করিতেছি, এইরূপ তিনবার বলিতে হইবে। অনন্তর গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। হে বরাননে! এই দেবতার মূলমন্ত্রে তিনবার জল দিয়া অনন্তর বিহিতবিধানে দেবীর অঘমর্ষণ* করিতে হইবে। ৯৭

তারপর সাধক স্তুতি, আচমন, ইষ্টতর্পণ ও অর্ঘ্যদান করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। ৯৮

দেবতার তর্পণ করিলে গুরুগণ সন্তুষ্ট হন। এই দেবীর শরীরে নিরন্তর রজোগুণের নিবাস আছে। ৯৯

* অঘমর্ষণ—পূজাদি দেবকার্য্যের প্রারম্ভে অনুষ্ঠেয় পাপনাশন বেদমন্ত্র।

অথ ত্রিকালধ্যানম্। তত্রাদৌ প্রাতঃ—

উদ্যদ্ভানুসহস্রাভাং পুস্তকঞ্চাক্ষরাম্বুজাম্[১]।
কৃষ্ণাজিনাম্বরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতাম্বরে॥ ১০১

মধ্যাহ্নে—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ ১০২

সায়ং—সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেত্ততঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্॥ ১০৩

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্[২]।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥ ১০৪

লজ্জাবীজং সমুদ্ধৃত্য উগ্রতারাপদং ততঃ।
সম্বোধনান্তং দেবেশি বিদ্মহে তদনন্তরম্॥ ১০৫

অথোগ্রতারাগায়ত্রী—

শশ্মানবাসিনি পদং ধীমহীতি ততঃ পরম্।
তন্নস্তারে সমুদ্ধৃত্য প্রচোদয়াৎ পদং ততঃ।
সম্বোধনান্তং দেবেশি ততঃ স্যাত্তু প্রচোদয়াৎ॥ ১০৬

যেহেতু তিনি ত্রিগুণাত্মিকা তারিণী, সর্ব্বদেবময়ী, ইঁহার ধ্যান যেমন জয় ও সমৃদ্ধি বিধান করে, সেইহেতু সর্ব্বসাধারণের উহাতে অধিকার আছে। ১০০

প্রাতঃকালে তারকিত অম্বরপ্রদেশে উদীয়মান সূর্য্যসহস্রসন্নিভা, পুস্তকহস্তা, কৃষ্ণাজিন-পরিধানা ব্রহ্মরূপিণী (হংসারূঢ়া ব্রহ্মাণী)গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। ১০১

মধ্যাহ্নে তাঁহাকে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রশোভিতকরা, গদাপদ্মধরা, সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া (যিনি গরুড়াসনে অবস্থিতা)ধ্যান করিয়া সাধনা করিবে। ১০২

সায়াহ্নে সেই বরদা দেবী গায়ত্রীকে শুক্লবর্ণা, শুক্লাম্বরপরিধানা, বৃষাসনে সমাসীনা, ত্রিনয়না, পাশ শূল ও নৃকরোটিকায় (মনুষ্য শিরোঽস্থিমালা) সুশোভনা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যে সন্নিষণ্ণা (সমুপবিষ্টা) ধ্যান করিয়া সাধনা করিবে। ১০৩-১০৪

প্রথমে লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) সমুদ্ধৃত করিয়া পরে সম্বোধনান্ত উগ্রতারাপদ প্রয়োগ করতঃ তৎপশ্চাৎ দেবেশি বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি পদপরম্পরা বিন্যাস (বিন্যস্ত) করিতে হইবে। ১০৫-১০৬

১। পুস্তকাক্ষকরাম্বুজাম্। ইতি পাঠান্তরম্।
২। পাশ-কপালশূলধারিণীম্—ইতি পাঠান্তরম্।

"হ্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে শ্মশানবাসিনি ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ"। ইতি।

ততঃ সামান্যগায়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা বিশেষগায়ত্রীং অষ্টোত্তরশতং জপেৎ। ততঃ সংহারমুদ্রয়া তত্তেজঃ স্বহৃদয়ে নয়েৎ॥ ইতি উগ্রতারাসন্ধ্যা।

অথ নীলসরস্বতী সন্ধ্যা—

মূলেন জলং সংশোধ্য সূর্য্যাভিমুখং পঞ্চধা জপ্ত্বা। জলঞ্চ পঞ্চধা দত্ত্বা "ওঁ হ্রীঁ স্বাহা" ইত্যাচম্য কৃতাঞ্জলিঃ।

ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।
মহামেঘপ্রভাং দেবীং নীলপদ্মে বিরাজিতাম্।
সর্ব্বাভরণশোভাঢ্যাং লোচনং হরনেত্রতঃ॥ ১০৭

ইতি পঠিত্বা জলে ষট্‌কোণং বিলিখ্য তীর্থমাবাহ্য তত্ত্বেনাচমনং কৃত্বা মূলেন ত্রির্জ্জলং ভূমৌ দদ্যাৎ। ইত্যঘমর্ষণম্। ততশ্চৈকজটাবৎ তর্পণম্ বিধায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ।

অর্ঘ্যঞ্চ জলমূলে চ সংশোধ্য মূলমন্ত্রকম্[১]।
পঞ্চবারং জলং দত্ত্বা পূজাবচ্চাচমনঞ্চরেৎ॥ ১০৮

তাহা হইলে সমস্ত পদ এইরূপ হইবে "হ্রীঁ উগ্রতারে বিদ্মহে, শ্মশানবাসিনি ধীমহি, তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ"। অনন্তর সামান্য গায়ত্রী দশবার জপ সমাপনপূর্ব্বক বিশেষ গায়ত্রী অষ্টোত্তর শতবার জপান্তে সংহারমুদ্রাসহায়ে সেই তেজ স্বকীয় হৃদয়ে আনয়ন করিতে হইবে। ইহাই উগ্রতারার সন্ধ্যা।

অনন্তর নীলসরস্বতীর সন্ধ্যা বলিতেছেন—মূলমন্ত্রে জলশুদ্ধিকরণান্তর সূর্য্যাভিমুখে পাঁচবার জপ ও পাঁচবার সেই জল দান করিয়া ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রে আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া ওঁ শ্মশানালয়মধ্যস্থাং ইত্যাদি পাঠসহকারে জলমধ্যে ষট্‌কোণ লিখিয়া তীর্থাবাহন করিয়া তত্ত্বাচমন করিবে। ১০৭

অতঃপর মূলমন্ত্রে তিনবার ভূমিতে জল দিয়া, একজটাদেবীর বিধানোক্ত প্রকারে তর্পণ করিতে হইবে; সেইজন্য বলা হইয়াছে অর্ঘ্য, জল ও মূলমন্ত্র সংশোধন করিয়া পাঁচবার মূলমন্ত্র জপসহকারে পাঁচবার জল দিয়া পূজার ন্যায় আচমন করিবে। ১০৮

১। জলমূলে চ সংশোধ্য পঞ্চধা মূলমন্ত্রকম্।
পঞ্চ বারান্ জলং দত্ত্বা পূজাবচ্চাচমং চরেৎ॥

সূর্য্যস্য মণ্ডলং দেবীং ধ্যাত্বা তদ্বাচমনঞ্চরেৎ[১]।
ততশ্চৈকজটাবচ্চ সন্ধ্যাং কুর্য্যাত্তু সাধকঃ ॥ ১০৯
অর্ঘ্যে তু গায়ত্র্যা সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ তারাদেব্যৈ শ্রীনীলসরস্বত্যৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা ॥ ইতি ত্রিঃ। ততো ধ্যানং। প্রাতঃ—
সূর্য্যমণ্ডলসংলগ্নাং মুক্তাহারবিশোভিতাম্।
দ্বিনেত্রাং দ্বিভুজাং দেবীং চতুর্ব্বক্ত্রাং সরোজজাম্। ১১০
মধ্যাহ্নে—মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ চতুর্হস্তাঞ্চ ভৈরবীম্।
মুক্তামাণিক্যযুক্তাভি[২]র্নানাহারাদিশোভিতাম্।
মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং দেবীং গায়ত্রীং সাধকাগ্রণীঃ ॥ ১১১
সায়াহ্নে—সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থাঞ্চ পঞ্চবক্ত্রাং ত্রিলোচনাম্।
মাহেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং জগজ্জঙ্গমপালিকাম্ ॥ ১১২
তারং পূর্ব্বং সমুদ্ধৃত্য নীলসরস্বতীপদম্।
ধীমহি প্রথমং যোজ্যং সর্ব্বদায়ৈ[৩] চ বিদ্মহে।
তন্নঃ শিবে পদঞ্চোক্ত্বা ততো দত্ত্বাৎ প্রচোদয়াৎ ॥ ১১৩

সূর্য্যমণ্ডল ও দেবী উভয়েরই ধ্যান করিয়া আচমনে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর সাধক একজটার ন্যায় সন্ধ্যা করিবে। ১০৯

অর্ঘ্যপ্রদান সময়ে গায়ত্রীজপসহকারে সূর্য্যমণ্ডলে বিরাজমান তারাদেবী ও শ্রীনীলসরস্বতীকে এই অর্ঘ্যদান করিতেছি; অতঃপর স্বাহা এই পদ প্রয়োগ-সহকারে তিনবার ঐরূপ বলিয়া পরে ধ্যান করিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রাতঃকালে দেবীকে সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা, মুক্তাহারবিভূষিতা, দ্বিনেত্রা, চতুর্ব্বদনা পদ্ম-সম্ভবা বলিয়া চিন্তা করিবে। ১১০

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপা, চতুর্হস্তা, মণিমাণিক্যযুক্তা, বিবিধ হারাদি শোভিতা, মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদা ভৈরবীরূপে ভাবনা করিবে। ১১১

সায়াহ্নে সূর্য্যসংস্থিতা, পঞ্চবক্ত্রা, ত্রিলোচনা, মাহেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী ও জগজ্জঙ্গমপালিকারূপে ধ্যান করিতে হইবে। ১১২

অতঃপর নীলসরস্বতীর গায়ত্রী জপ করিতে হইবে।

নীলসরস্বতীর গায়ত্রী যথা—প্রথমে তার অর্থাৎ তারকমন্ত্র 'ওঁ' উদ্ধার করিয়া

১। সূর্য্যস্য মণ্ডলে দেবীং ধ্যাত্বা চাচমনং চরেৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
২। মুক্তামাণিক্যসংযুক্তাং—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। সারদায়ৈ—ইতি পাঠান্তরম্।

গায়ত্রীমন্ত্র যথা—

ওঁ নীলসরস্বতি ধীমহি সারদায়ৈ বিদ্মহে তন্নঃ শিবে প্রচোদয়াৎ।

ইতি গায়ত্রীং যথাশক্তি জপেৎ। ততঃ সর্ব্বমেকজটাবৎ॥

তারার্ণবে মহাচীনে চ বিশেষঃ—

স্ত্রীণাঞ্চাপি চ শূদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং পৃথক্ পৃথক্।

ব্রাহ্মণেন প্রকর্ত্তব্যং যদ্‌যদুক্তং হি পুস্তকে॥ ১১৪

অন্যথা নিষ্ফলং বিদ্যাৎ সর্ব্বা পূজাদিকা ক্রিয়া।

প্রাতঃকৃত্যং তথা স্নানং তথা সন্ধ্যাত্রয়ং শিবঃ[১]॥ ১১৫

স্ত্রীশূদ্রয়োস্তারমন্ত্রে লজ্জাবীজং প্রকীর্ত্তিতম্।

বহ্নিজায়ামনুর্যত্র নমস্তত্র প্রকীর্ত্তিতম্।

সর্ব্বত্র পূজাহোমাদাববিশেষো জ্ঞেয়ো বিধিঃ[২]। ১১৬

ইতি নীলসরস্বতীসন্ধ্যা।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে তারাদিসন্ধ্যাপ্রকরণম্॥ ৪॥

তদনন্তর, নীলসরস্বতী পদের সহিত ধীমহি শব্দ যোজনা করিতে হইবে। তদনন্তর সর্ব্বদায়ৈ বিদ্মহে, বলিয়া তন্নঃ শিবে পদ উচ্চারণ করতঃ প্রচোদয়াৎ পদ সংস্থাপন করিতে হইবে। ১১৩

সমস্ত পদটি তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইবে:—ওঁ নীলসরস্বতি ধীমহি সর্ব্বদায়ৈ* বিদ্মহে তন্নঃ শিবে প্রচোদয়াৎ, ইহার পর আর সব একজটাবৎ।

তারার্ণবে মহাচীন বিশেষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—স্ত্রী, শূদ্র ও ব্রাহ্মণ ইহাদের সকলেরই পৃথক্ পৃথক্ পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পুস্তকে যাহা যাহা বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিহিত বিধানে তৎসমুদয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করিবেন। ১১৪

যথাবিহিত বিধানানুসারে না করিলে তাঁহার সমুদায় বিদ্যা ও পূজাদি ক্রিয়া বিফল হইবে। প্রাতঃকৃত্য, স্নান ও সন্ধ্যাত্রয় অবশ্য করিতে হইবে। ১১৫

স্ত্রী ও শূদ্র উভয়ের জন্য প্রণব মন্ত্রের স্থলে লজ্জাবীজ হ্রীঁ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেস্থলে স্বাহা মন্ত্র হইবে, সেখানে নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিবে। পূজা ও হোমাদি আর সকল স্থলেই অবিশেষ (নির্বিশেষ, অর্থাৎ এক) বিধি জানিবে। ১১৬

১। শিবে—ইতি পাঠান্তরম্।
২। অবিশেষো বিধির্মতঃ—ইতি পাঠান্তরম্।
* সারদায়ৈ—এই পাঠান্তরম্ আছে।

অথ বীজকোষপ্রকরণম্

ততো দেব্যা মন্ত্রং বক্ষ্যে তারায়াশ্চ সদাশিবে।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ১১৭
অথ বীজকোষো মহানীলতারানিগমাদৌ—
ব্রহ্মা পৃথ্বী বামনেত্রং চন্দ্রবিন্দুসমন্বিতম্।
কামবীজং সমাখ্যাতং ত্রৈলোক্যজয়দায়কম্॥ ১১৮
ক্ষান্তরেফসমাযুক্তং বামনেত্রং সচন্দ্রকম্।
লজ্জাবীজমিতি খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১১৯
ষষ্ঠস্বরসমোপেতং হকারং চন্দ্রখণ্ডকম্।
কূর্চ্চবীজমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১২০

নীলসরস্বতী সন্ধ্যা সমাপ্ত।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমে তারারহস্যে হরগৌরী৺সংবাদে প্রথম পটলে
চতুর্থ তারাদিসন্ধ্যাপ্রকরণ সমাপ্ত।

বীজকোষ প্রকরণ

অয়ি সদাশিবে! অধুনা, দেবী তারার মন্ত্র বলিব, যাহা জানিবামাত্রই লোক জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১১৭

অতঃপর মহানীলতন্ত্র ও তারানিগমাদিতে লিখিত বীজকোষ বিষয়ে বর্ণনা করা যাইতেছে। যথা,—ব্রহ্মা (ক), পৃথিবী (ল) ও বামনেত্র (ঈ), চন্দ্রবিন্দুশব্দে অর্দ্ধচন্দ্র (ঁ)—ইহাদের যোগে [ক+ল+ী+ঁ=ক্লীঁ।] কামবীজ উদ্ধৃত হইল। এই কামবীজ সাধন করিলে, ত্রৈলোক্যবিজয়ে সমর্থ হওয়া যায়। ১১৮

এইরূপ ক্ষান্ত অর্থাৎ হ, রেফ্ অর্থাৎ র, বামনেত্র অর্থাৎ ঈ-কার 'ী' এবং সচন্দ্রক, অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুসমন্বিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ সমুদ্ভাবিত করে অর্থাৎ হ্রীঁ বীজমন্ত্রের উৎপত্তি বা সৃষ্টি হইল। ১১৯

ষষ্ঠ স্বর অর্থাৎ ঊ (ূ)-কারযুক্ত হ চন্দ্রখণ্ড অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর সহিত মিলিত হইলেই কূর্চবীজ অর্থাৎ হূঁ বীজ নামে ত্রিভুবনে বিখ্যাত বীজ উদ্ধৃত বা সৃষ্টি হয়। ১২০

পবর্গস্য দ্বিতীয়ঞ্চ টবর্গস্যাদ্যমেব চ ।
সর্ব্বরক্ষাকরং মন্ত্রমস্ত্রবীজং প্রকীর্ত্তিতম্ । ১২১
চন্দ্রখণ্ডসমোপেতং দ্বাদশস্বরমীরিতম্ ।
বাগ্‌ভবং তচ্চ বিজ্ঞেয়ং বাচঃ সিদ্ধিপ্রদায়কম্ । ১২২
ত্রয়োদশস্বরং দেবি চন্দ্রখণ্ডবিভূষিতম্ ।
তারং প্রণবমিত্যুক্তং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকম্ ॥ ১২৩
পঞ্চমস্বরসংযুক্তং হকারং বর্ম্মবীজকম্ ।
জলাঽগ্নিবিন্দুসংযুক্তং চতুর্দ্দশস্বরান্বিতম্ ॥ ১২৪
অঙ্কুশং বীজমাখ্যাতং ত্রৈলোকং শুভভাবকম্[1] ।
নাদিভান্তং বিসর্গান্তং হৃদ্বীজং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২৫
হান্তং যস্য চতুর্থঞ্চ দ্বিতীয়স্বরসংযুতম্ ।
তদন্ত্যঞ্চ[2] হকারঞ্চ বহ্নিজায়া প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২৬

প-বর্গের দ্বিতীয় অর্থাৎ ফ, এবং ট-বর্গের আদ্য অর্থাৎ ট,-এতদুভয়ের যোগে সর্ব্বরক্ষাকর অস্ত্রবীজ অর্থাৎ ফট্ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ১২১

দ্বাদশ স্বর ঐ-কার চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত হইলে বাগ্‌ভব অর্থাৎ ঐং উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাগ্‌ভব বীজের সাধনা করিলে বাক্‌সিদ্ধি সম্পন্ন হয়। ১২২

দেবি। ত্রয়োদশ স্বর অর্থাৎ ও-কার চন্দ্রখণ্ড বিভূষিত অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র সমন্বিত হইলে তার অর্থাৎ ওঁ, এইরূপ পদ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই ওঙ্কার সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবস্বরূপ। ১২৩

হ-কার পঞ্চমস্বর সংযুক্ত হইলে অর্থাৎ হ্রস্ব উকার সহ সংমিলিত হইলে, বর্ম্মবীজ হুঁ, এইরূপ হইয়া থাকে। জল অর্থাৎ ক, অগ্নি অর্থাৎ র, বিন্দু অর্থাৎ (ং) এবং চতুর্দ্দশ স্বর অর্থাৎ ঔকার সংযুক্ত হইলে ক্রৌং এইরূপ হয়, ইহা অঙ্কুশবীজ নামে অভিহিত হয়। এই বীজ সাধিত হইলে, অশেষ শুভ সম্পাদিত হইয়া থাকে। আদিতে ন, পরে ভান্ত ম এবং অন্তে বিসর্গ যোগ করিলে নমঃ এই হৃদ্বীজ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ১২৪-১২৫

হান্ত অর্থাৎ স্ ও য-কারের চতুর্থ অর্থাৎ ব্, দ্বিতীয় স্বর-সংযুক্ত অর্থাৎ

১। ত্রৈলোক্যস্য শুভাবহম্—ইতি পাঠান্তরম্।
২। দ্বিতীয়ঞ্চ … বহ্নিজায়াসমন্বিতম্—ইতি পাঠান্তরম্।

ব্রহ্মাগ্নির্বামনেত্রান্তং দ্বিজরাজসমন্বিতম্ ।
বধূবীজ[১]মিতি খ্যাতং বধূরিব যশস্বিনী[২] ॥ ১২৭
মাতা ন গোপয়েদ্বাক্যং বালকেভ্যঃ কদাচন[২] ॥ ১২৮
তস্মাত্ত্বং পৃচ্ছতাং নাথ মন্ত্রং দেবদুর্লভম্ ।
তারামন্ত্রং মহাদেব বসুসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১২৯
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা ॥ ১৩০
ধূমাবতী চ বগলা মহাবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
এতাসাং শ্রবণাদেব সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৩১
বিষ্ণুবিদ্যা-দেববিদ্যা-শিববিদ্যা-বিভেদতঃ ।
শক্তিবিদ্যাপ্রকারেণ নো বিদ্যা বহবঃ স্মৃতাঃ[৩] ॥ ১৩২

আকারের সহিত মিলিত হইলে স্বা এই পদ রচিত হয়, তাহাতে হান্ত অর্থাৎ আকার-সংযুক্ত হ-কার যোগ করিলে স্বাহা শব্দ সৃষ্ট হয়। ১২৬

ব্রহ্মা অর্থাৎ স, অগ্নি অর্থাৎ র, বামনেত্র অর্থাৎ (ী), দ্বিজরাজ অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দু এই সকলের যোগে বধূবীজ অর্থাৎ স্ত্রীঁ বিরচিত (উৎপাদিত) হইয়া থাকে। স্ত্রীঁ এইটি বধূবীজ। ১২৭

মাতা বালকগণের নিকট কখন কোন কথা গোপন করেন না। অতএব, মহাদেব! তুমি অষ্টসিদ্ধিপ্রদায়ক দেবদুর্লভ তারামন্ত্র জিজ্ঞাসা কর। ১২৮-১২৯

কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, মাতঙ্গী, কমলা, ধূমাবতী ও বগলা ইঁহাদিগকে মহাবিদ্যা বলা হইয়া থাকে। ইঁহাদের নাম শুনিবামাত্র, সর্ব্বসিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায়। ১৩০-১৩১

বিষ্ণুবিদ্যা, দেববিদ্যা, শিববিদ্যা ও শক্তিবিদ্যা ভেদে বিদ্যা বহুপ্রকার বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৩২

১। বধূবীজ উদ্ধারের যে বচনটি মূলে লিখিত হইয়াছে, উহা দ্বারা বধূবীজ উদ্ধৃত হয় না। প্রকৃত বধূবীজ হইতেছে স্ত্রীঁ।

২। 'বালত্বং বন্দনীয়ত্বং দাসত্বং গুরুরেব চ'—এই শ্লোকেরই পূর্বে এই পাঠ দেখা যায়।

৩। 'শক্তিবিদ্যাপ্রভেদেন বিদ্যা বহ্ব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ'—ইতি পাঠান্তরম্।

সত্যাদৌ ত্রিযুগান্তঞ্চ বিদ্যা জাগর্ত্তি এব চ।
কলৌ জাগর্ত্তি কালী চ কলৌ জাগর্ত্তি পন্নগী[১] ॥ ১৩৩
কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা।
কালী তারা মহাবিদ্যা মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ১৩৪
মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কলৌ সিদ্ধিরনুত্তমা।
সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী কালী সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৩৫
কালিকা তারকা বিদ্যা সর্ব্বাম্নায়ৈর্নমস্কৃতা।
তয়োর্যজনমাত্রেণ সিদ্ধঃ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ ॥ ১৩৬
যথা কালী তথা তারা তথা নীলসরস্বতী।
সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা তথা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ১৩৭
অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ।
ত্রিলোকে স তু সংপূজ্যঃ স্যাত্তারাসুত এব সঃ ॥ ১৩৮

সত্যাদি ত্রি-যুগান্ত এই বিদ্যা নিত্য জাগরিত অবস্থায় বিরাজিতা। কিন্তু কলিযুগে কেবল কালী ও পন্নগী অর্থাৎ সর্পী, অর্থাৎ সর্পরূপিণী কুণ্ডলিনী জাগরিতা থাকেন। ১৩৩

কলিতে কালী, কলিতে কৃষ্ণ, কলিতে গোপালকালিকা এবং কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যাই মহাসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। ১৩৪

কলিযুগে সমুদয় মহাবিদ্যারই উৎকৃষ্ট বিধানে সিদ্ধি সমাহিত (নিষ্পাদিত) করা যায়। কলিযুগে সর্ব্ববিদ্যাময়ী দেবী কালীর অনুত্তম (অত্যুত্তম, সর্ব্বোত্তম) সিদ্ধি সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৩৫

কালী ও তারা এই দুই মহাবিদ্যা সকল আম্নায় কর্ত্তৃক নমস্কৃত এবং তাঁহাদের যজন (পূজন) মাত্রেই সাক্ষাৎ সিদ্ধ-সদাশিব হওয়া যায়। ১৩৬

কালী যেমন, তারা তেমন, নীলসরস্বতী এবং ত্রিপুরসুন্দরীও তেমন, সমুদায় অভীষ্ট ফল প্রদান করেন। ১৩৭

এইজন্য যে ব্যক্তি অভেদভাবে তাঁহাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ত্রিভুবনে তারার বরপুত্র অর্থাৎ তাঁর সাক্ষাৎ পুত্রসম এবং পরমপূজনীয় হইয়া থাকে। ১৩৮

১। পন্নগী—পদ্ (গমন করা)+ক্ত (র্ত)—পন্ন (পতিত) অথবা পদ (পা) ন (নাই) অথচ গ (যে গমন করে) অর্থাৎ যে পতিত থাকিয়া অথবা পদ না থাকিলেও গমন করে অর্থাৎ সর্প। স্ত্রীং পন্নগী—সর্পী। এখানে কুলকুণ্ডলিনী। পন্নগী—স্থানে অন্যত্র—'নিত্যশঃ' পাঠ আছে।

ভেদং কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধনম্ ।
ন তত্র নিষ্কৃতির্দ্দেবি নিরয়ে পচ্যতে হি সঃ ॥ ১৩৯
এতাসাং সাধনা নৈব প্রায়শো নাস্তি নিত্যশঃ[১] ।
কেবলাং ভক্তিমাস্থায় চতুর্ব্বর্গং লভেৎ করে ॥ ১৪০
ত্রিপুরা চ মহাবিদ্যা বহুসাধনসিদ্ধিদা ।
যস্যাঃ প্রসাদান্মন্ত্রেণ ভোগো মোক্ষশ্চ জায়তে[২] ॥ ১৪১
কালিকা তারকা বিদ্যা কলৌ সিদ্ধিসমৃদ্ধিদা ।
দুঃখং বিনা প্রসীদেত্তাং কলৌ জাগরণাত্মিকা[৩] ॥ ১৪২
ন বা প্রয়োগবাহুল্যং ন্যাসজালাদিকেন[৪] চ ।
ন তত্র পশ্বাচারঃ স্যাত্তস্যাং তৎসাধনং শুভম্ ॥ ১৪৩
কালিকাসাধনং দেবি মৎকৃতে কালিকার্চ্চনে ।
রাজতে তদ্ধি তত্রৈব প্রবুধ্য সাধনঞ্চরেৎ ॥ ১৪৪

যে ব্যক্তি ভেদবুদ্ধিতে ইঁহাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, দেবি! তাহার নিষ্কৃতি নাই। তাহাকে নরকে পচিতে হয়। ১৩৯

প্রায়ই ইঁহাদের সাধনা করিতে হয় না। কেবল ভক্তি আশ্রয় করিলেই চতুর্ব্বর্গ করতলগত হইয়া থাকে। ১৪০

মহাবিদ্যা ত্রিপুরা বহুসাধনায় সিদ্ধি দান করেন। তাঁহার প্রসাদমাত্রেই ভুক্তিমুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ১৪১

কালী ও তারা—এই দুই মহাবিদ্যাই কলিযুগে সিদ্ধিসমৃদ্ধি ব্যবস্থাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ইঁহারা কলিযুগে নিত্যজাগরিতা, দুঃখ বিনাই অনায়াসেই প্রসন্না হইয়া থাকেন। ১৪২

ইঁহাদের সাধনায় প্রয়োগবাহুল্য বা ন্যাসবাহুল্যও করিতে হয় না; কোন্ প্রকার পশ্বাচারও অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। প্রায় আপনা-আপনিই সাধনা হইয়া থাকে। ১৪৩

১। 'এতাসাং সাধনেনৈব যশঃ সিদ্ধিশ্চ নিত্যশঃ'—এই পাঠান্তরের অর্থ হইল—ইঁহাদের সাধনেই নিত্য যশ ও সিদ্ধি লাভ হয়।

২। 'ভোগো মোক্ষায় জায়তে'—এই পাঠান্তরের অর্থ—ভোগও মোক্ষের কারণ হয়।

৩। জাগরণাত্মিকা—ইতি পাঠান্তরম্।

৪। ন্যাসজালাদিকে—ইতি পাঠান্তরম্।

তস্যা মূর্ত্তির্দ্বিতীয়া যা সৃষ্টিমূলে ব্যবস্থিতা।
সাধনঞ্চ এতস্যাশ্চ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৪৫
ধনং ধান্যং সুতং[1] জায়াং ভোগং মোক্ষন্তথৈব চ।
অচিরাল্লভতে বাণীং যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ ॥ ১৪৬
নাধীত্য চ্ছন্দঃশাস্ত্রাণি বিনালাপং কবেরপি।
গদ্যপদ্যময়ী বাণী বক্ত্রে[2] তস্য প্রজায়তে ॥ ১৪৭
অণিমা[3] লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
অদর্শনং স্থৌল্যরূপং বহ্নিস্তম্ভং জলস্য চ ॥ ১৪৮
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভূতানাং স্তম্ভকো বিভুরেব সঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিস্তথা সিদ্ধিঃ[4] পুরাণাগমসিদ্ধিভাক্ ॥ ১৪৯

দেবি! আমার রচিত কালিকার্চ্চনতন্ত্রে কালিকাসাধন বিষয়ে সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়াছি। সেই সাধনপদ্ধতি বিশিষ্ট বিধানে পরিকল্পনা করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ১৪৪

এই কালিকার যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি সৃষ্টির মূলে বিরাজ করেন, তাঁহার সাধন করিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ১৪৫

অধিক কি, সেই সাধন প্রভাবে ধন, ধান্য, পুত্র, কলত্র, ভুক্তি, মুক্তি অতি অচিরে লাভ করিতে পারা যায়। তাঁহার স্মরণ করিলে, কোনরূপ ছন্দঃশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং কবির সহিত আলাপ না করিয়াই তৎক্ষণাৎ গদ্যপদ্যময়ী বাণী-সমূহের বহুল উদ্ভব (আবির্ভাব ও প্রকাশ) হইয়া থাকে। ১৪৬-'৪৭

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, অদর্শন, স্থৌল্যরূপ, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির স্তম্ভন ইত্যাদিতে দক্ষতা ও প্রভুত্বাধিপত্য সুলভ হয় এবং বেদ, তন্ত্র ও মন্ত্রসিদ্ধি, পুরাণসিদ্ধি ও আগমসিদ্ধি হইয়া থাকে। ১৪৮-৪৯

১। শুভং।
২। বক্ত্রাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। অণিমা—অণু, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম হওয়ার ক্ষমতা; লঘিমা, লঘু অর্থাৎ হালকা হওয়া; ব্যাপ্তি—বৃহৎ হওয়া, প্রকাম্য-প্রাচুর্য্য প্রদর্শন; মহিমা—মহত্ত্ব প্রকাশ; অদর্শন—লোকসমক্ষে অদৃশ্য হওয়া; স্থৌল্যরূপ—আত্মদেহকে খুব স্থূলকরণ; বহ্নিস্তম্ভ—অগ্নিতে বিচরণ করিবার শক্তি; জলস্তম্ভ—জলমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া থাকার শক্তি।
৪। মন্ত্রসিদ্ধিস্তথা বেদপুরাণাগমসিদ্ধিভাক্—ইতি পাঠান্তরম্।

উপচারবিশেষেণ রাজপত্নীং বশং নয়েৎ।
চতুঃষষ্টিপ্রকারেণ সিদ্ধিরাকাশগামিনী ॥ ১৫০
পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা।
সিদ্ধয়ঃ সন্তি যত্রাপি তদানীয় প্রদীয়তে ॥ ১৫১
যদি সাধয়িতুং দেবি শক্যতে তারকাকুলে।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি সর্ব্বদা কুলমণ্ডলে।
কুলাচারবিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্গতিঃ ॥ ১৫২
ব্রহ্মঘ্নশ্চ কৃতঘ্নশ্চ গুরুযোষাগতশ্চ যঃ।
কন্যাগতঃ স্নুষাগশ্চ ব্রাহ্মণীগো গবীগতঃ ॥ ১৫৩
হিংসাবান্ সর্ব্বজন্তূনাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
পৃথিব্যাং রেতসাং পাতঃ শিবপূজাবহির্ম্মুখঃ।
শৃণু বৎস ! মহাদেব মহাপাতকিনো যথা ॥ ১৫৪
এতেভ্যো মুচ্যতে দেব তারামন্ত্রঃ শ্রুতো যদি।
সর্ব্বপাপৈর্ব্বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপাপযুতোঽপি সঃ ॥ ১৫৫

বলিতে কি, উপচারবিশেষ দ্বারা ইঁহার আরাধনা করিলে রাজপত্নীকেও বশ করা যাইতে পারে এবং চতুঃষষ্টিপ্রকার আকাশগামিনী সিদ্ধিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৫০

দেবী তারা পঞ্চশূন্যে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বের বিলয় হইলে প্রকাশ পান, আর মহাবিদ্যা কালিকা সকলের অন্তে মহাপ্রলয়ে বিরাজমান হন। ১৫১

দেবি। যদি তারাকুলে (তারকার) সাধন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বদা কুলমণ্ডলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। কুলাচার বিহীনের সিদ্ধিও নাই, সদ্গতিও নাই। ১৫২

ব্রহ্মহত্যা করিলে, কৃতঘ্ন হইলে, গুরুপত্নী হরণ করিলে, কন্যাগামী হইলে, পুত্রবধূর সংসর্গ করিলে, ব্রাহ্মণীগমন ও গবী (গাভী) গমনে প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় জন্তুর, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিলে, শিবপূজাবহির্ম্মুখ হইলে এবং পৃথিবীতে রেতঃপাত করিলে, যে সকল মহাপাতক (মহাপাপ) সঞ্চিত হয়, বৎস মহাদেব। তাহা তুমি শ্রবণ কর; তারামন্ত্র-শ্রবণমাত্র সেইসব পাপ বিদূরিত (বিবর্জ্জিত) হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি সর্ব্বপাপযুক্ত হইলেও সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হয়। ১৫৩-৫৫

কুলদীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধি র্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তারায়া দেশিকো নরঃ ॥ ১৫৬
কুলাচারবিহীনশ্চেৎ সর্ব্বপাপৈরবাপ্যতে।
কুলাচাররতো যস্তু তর্পয়েৎ কুলদেবতাম্ ॥ ১৫৭
নিত্যং শ্রীতারকাং দেবীং তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা।
আচারজ্ঞানবান্ যশ্চ ক্রিয়তে ন কুলক্রিয়া ॥ ১৫৮
পচ্যতে নরকে ঘোরে কল্পকোটিশতৈরপি।
পরদাররতো যশ্চ চক্রমধ্যে ভবেন্নরঃ ॥ ১৫৯
শুনীবিষ্ঠাক্রিমির্ভূত্বা তিষ্ঠেৎ কল্পাযুতং ভুবি।
সাধনঞ্চ সমাসাদ্য পরযোষারতো ভবেৎ ॥ ১৬০
মাতুর্যোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু।
নির্ব্বিকারো নির্ব্বিকল্পো ভবেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৬১

মাতৃপদং সপ্তমাতৃপরম্ (ইতি সদ্গুরু-সিদ্ধানন্দ-গিরির্জ্জাতবান্) তারানিগমাদিদর্শনাৎ।

কুলদীক্ষাবিহীন হইলে সিদ্ধি কিম্বা সদ্গতি, কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেইজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তারামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। ১৫৬

কুলাচারবিহীন হইলে কোন পাপেরই অবশেষ থাকে না। যে ব্যক্তি কুলাচাররত হইয়া নিত্য কুলদেবতা দেবী শ্রীতারকার তর্পণ করে, সিদ্ধি স্বয়ং তাহার করে অবস্থান করে। ১৫৭

যে ব্যক্তি অচার-জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও কুলক্রিয়ায় পরাঙ্মুখ সে কল্পকোটিশত ঘোর নরকে পচিয়া থাকে। ১৫৮

যে ব্যক্তি চক্রমধ্যে পরদার গমন করে, সে কুক্কুরী বিষ্ঠার কৃমি হইয়া কল্পাযুতকাল অতিবাহিত করিয়া থাকে। ১৫৯

সাধনমার্গের অনুসারী হইয়াই পরস্ত্রীর সংসর্গী হইবে। ১৬০

নির্ব্বিকল্প ও নির্ব্বিকার সাধক মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া আর সকল যোনিতেই বিহার করিবে। ১৬১

এখানে মাতৃপদে সপ্তমাতা বুঝিতে হইবে। তারানিগমাদিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

শক্যতে যস্ত বৈ দাতুং স্বযোষাং ভক্তবৎসলাম্ ।
তদা যোষাং সমানীয় হৃন্যেষাং সাধয়েদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৬২
স এব সাধকশ্রেষ্ঠো নির্ব্বিকল্পায় নিশ্চিতম্ ।
সাধকেভ্যঃ প্রদীয়েত তদান্যাং পরিগৃহ্যতে ॥ ১৬৩
ন দাতুং শক্যতে যস্ত স্বযোষাং দেববৎসলঃ ।
নটীং স তু সমানীয় সাধয়েচ্ছক্তিসাধনম্ ॥ ১৬৪
স্বযোষাং দীয়তে যস্ত চক্রমধ্যে তু সাধকঃ ।
গুরুভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ তস্য শীর্ষে বসাম্যহম্ ।
সর্ব্বসিদ্ধিস্তস্য দেব চক্ষুষোস্তস্য গোচরা ॥ ১৬৫
ইত্যাদি তারানিগমাদিচীনাস্তম্ ।

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্বরহস্যোত্তমে হরগৌরীসংবাদে প্রথমপটলে বীজকোষপ্রকরণম্ সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তি ভক্তবৎসলা স্বকীয় যোষাকে দান করিতে পারে, সে পরকীয় যোষাকে আনয়ন করিয়া সাধন করিতে সমর্থ হয় । ১৬২

এবং সেই ব্যক্তিই সাধকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাহাকেই নির্ব্বিকল্প বলা যাইতে পারে। যিনি সাধকদিগকে স্বকীয় যোষা দান করিতে সমর্থ তিনিই পরকীয় স্ত্রী পরিগ্রহ করিতে অধিকারী । ১৬৩

যে দেববৎসল সাধক স্বকীয় যোষা দান করিতে পারে না, সে নটীকে আনয়ন করিয়া শক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইবে । ১৬৪

যে সাধক চক্রমধ্যে গুরু ও সাধকবর্গকে স্বকীয় যোষা দান করে, আমি তাহার মস্তকে বাস করি। হে দেব। সমুদায় সিদ্ধি তাহার চক্ষুর গোচর হইয়া থাকে । ১৬৫

তারানিগম এবং চীনক্রমে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ।

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরিতীর্থাবধূত বিরচিত সর্ব্বরহস্যোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে প্রথম পটলে বীজকোষ প্রকরণ সমাপ্ত ।

অথ বিদ্যানিরূপণপ্রকরণম্*

তারকত্বাৎ সদা তারা তস্য ভেদবিভেদতঃ।
আদ্যাকল্পে মুক্তকেশী রুদ্রস্তত্র জটা স্বয়ম্[১] ॥ ১৬৬
অস্মাচ্চৈকজটা প্রোক্তা মন্ত্রশ্চাস্যা নিরূপ্যতে।
বশিষ্ঠারাধিতা বিদ্যা ন তু শীঘ্রফলা যতঃ ॥ ১৬৭
অতস্তেনাপি মুনিনা শাপো দত্তঃ সুদারুণঃ।
ততঃ প্রভৃতি বিদ্যেয়ং ফলদাত্রী ন কস্যচিৎ।
ততস্তদ্ধারিতং তেন শিবেন গুরুণা স্বয়ম্ ॥ ১৬৮
লজ্জাবীজং বধূবীজং কূর্চ্চবীজমতঃ পরম্।
অস্ত্রান্তমনুনা খ্যাতং পঞ্চরশ্মিস্বরূপকম্ ॥ ১৬৯
ইতি চৈকজটাবিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা।
সর্ব্বশাস্ত্রে গোচরা চ কামিনী সিদ্ধিদায়িনী ॥ ১৭০

একণে ইঁহার (তারা) মন্ত্র কথিত হইতেছে। তারকত্ব অর্থাৎ সকলকে সংসার হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া ইঁহার নাম তারা। আদ্যকল্পে তিনি মুক্তকেশী হইয়াছিলেন। মহাদেব স্বয়ং তাঁহার জটা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ১৬৬

এইজন্য তাঁহার নাম একজটা। একণে তাঁহার মন্ত্র নিরূপিত হইতেছে। বশিষ্ঠদেব এই বিদ্যার আরাধনা করেন। কিন্তু শীঘ্র ফললাভে সমর্থ হন নাই। ১৬৭

এইজন্য তিনি অতীব দারুণ অভিশাপ প্রদান করেন। সেই হইতে এ বিদ্যা কাহারই ফলদায়িনী হয় নাই। তদ্দর্শনে চরাচর স্থাবর জঙ্গম বিশ্বজগতের গুরু স্বয়ং মহাদেব ইঁহার উদ্ধার করেন অর্থাৎ শাপমোচন (শাপমুক্ত) করেন। ১৬৮

প্রথমে লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ, পরে বধূবীজ অর্থাৎ স্ত্রীং, পরে কূর্চ্চবীজ হুঁ, পরে অস্ত্র অর্থাৎ ফট্ এই পঞ্চাক্ষরযুক্ত অর্থাৎ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্—ইহাই তারার ও একজটার মন্ত্র। ১৬৯

ইহা সকল শাস্ত্রেই গোপন করা হইয়াছে এবং সকল শাস্ত্রেই প্রচারিত আছে। ইহার সাধনা করিলে, সমুদায় কামনা সকল ও সমুদয় সিদ্ধি সংগৃহীত (সমাহৃত) হয়। ১৭০

---

* এখানে বিদ্যা শব্দে মন্ত্র অর্থ।

১। রুদ্রস্থেকজটঃ স্বয়ম্—ইতি পাঠান্তরম্।

মহাপাতকলক্ষেণ ক্ষিতৌ যদি চ মানবঃ।
এতস্য শ্রবণাদ্দেবি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৭১
শ্রীতারা নৈব দাতব্যা ভূমিস্বর্গরসাতলে।
যদি প্রদীয়তে দেবি নিরয়ে পচ্যতে ধ্রুবম্। ১৭২
জ্যেষ্ঠপুত্রায় শান্তায় স্বরূপজ্ঞানশালিনে।
শ্রীযুতাং যদি রাধেত শূদ্রো মোহবশং গতঃ[১]। ১৭৩
শূদ্রোঽপি যদি মোহেন আরাধয়তি শ্রীযুতাম্।
তারকাদ্যাং মহাবিদ্যাং পতনস্তু সুনিশ্চিতম্।
স্ত্রীণাঞ্চাপি বরারোহে নিষিদ্ধং সর্ব্বদৈব হি। ১৭৪
আদৌ শ্রীএকজটা উদ্ধারিতা, ততঃ শ্রীতারা নোক্তা, সর্ব্বত্র দোষশ্রবণাৎ স্বীয়মর্ম্মত্বাচ্চ ॥
শ্রীবীজাদ্যা যদা বিদ্যা তদা শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী।
বাগ্‌ভবাদ্যা যদা বিদ্যা বাগীশত্বপ্রদায়িনী ॥
পঞ্চরশ্মির্ম্মহাবিদ্যা লভ্যতে যদি ভাগ্যতঃ।
তস্য ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব শঙ্কর ॥ ১৭৫
ইত্যেকজটাদেব্যাঃ শক্তিসিদ্ধিমন্ত্রম্।

মানব যদি লক্ষ লক্ষ মহাপাপ করে, তাহা হইলেও ইহার শ্রবণমাত্র সে নিশ্চয়ই সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত ও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ১৭১

ভূলোক, স্বর্গলোক বা পাতাললোক, এই ত্রিলোকে কাহাকেও এই বিদ্যা দিবে না। যদি কেহ তাহা প্রদান করে তবে তাহাকে নরকে নিশ্চয় পচিতে হইবে। ১৭২

শূদ্রও যদি মোহবশতঃ ক্রমোর্দ্ধগামিনী শক্তিবর্দ্ধক ক্রমোন্নতি ও পূর্ণতা-বিধায়ক উৎকর্ষশালিনী শ্রীবীজযুক্ত তারাদ্যা মহাবিদ্যার আরাধনা করে, তাহা হইলে তাহার পতন নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। ১৭৩

অয়ি বরারোহে। স্ত্রীগণের পক্ষে এই বিদ্যার আরাধনা সর্ব্বদাই নিষিদ্ধ। ১৭৪

প্রথমে একজটার মন্ত্র উদ্ধার করিয়া পরে তারার মন্ত্র বলিবে না। ইহাতে সর্ব্বত্রই দোষশ্রুতি আছে।

১। ইতি জীবনন্দবিদ্যাসাগর-ধৃতঃ পাঠঃ, পুস্তকান্তরে ন দৃশ্যতে।

লজ্জাদ্যা চাপরা চাসৌ ভোগমোক্ষপ্রদায়িকা।
সার্দ্ধপঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং মহাসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৭৬
তারামন্ত্র-গায়ত্রী। যথা—
ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মোক্ষদায়ৈ ধীমহি, তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ।
অথ কামতারামন্ত্রঃ—
কামাখ্যা চাপরা বিদ্যা কামতারা প্রকীর্ত্তিতা।
ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বশাস্ত্রে[1] প্রপূজিতা ॥ ১৭৭
অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব—
ওঁ কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিন্যৈ ধীমহি, তন্নঃ শ্যামে প্রচোদয়াৎ॥
ইতি একজটাভেদঃ।

অথোগ্রতারা—

কূর্চ্চাদ্যা পঞ্চরশ্মির্যা বিদ্যা খ্যাতা মহীতলে।
উগ্রতারা সমাখ্যাতা স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে ॥ ১৭৮

আদিতে শ্রী-বীজসংযুক্ত হইলে ইহা সর্ব্বতোমুখী শ্রীরূপে প্রকটিত ও প্রকাশিত হয়; এবং বাগ্‌ভব-বীজযুক্তা হইলে বাগীশত্ব প্রদান করিয়া থাকে। এই পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা সৌভাগ্যবশতঃ লাভ করিতে পারিলে, ভোগ ও মোক্ষ করস্থ হইয়া থাকে। ইহাই একজটাদেবীর শক্তিসিদ্ধিমন্ত্র। ১৭৫

আদিতে লজ্জাবীজ যোগ করিয়া সাধনা করিলে, এই বিদ্যা ভুক্তিমুক্তি প্রদান করে। এই সার্দ্ধপঞ্চাক্ষর মন্ত্র মহাসিদ্ধি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে ঘটাইয়া থাকে। ১৭৬

তারার গায়ত্রী এই প্রকার, যথা—ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে ইত্যাদি। ইহাই তারামন্ত্রের গায়ত্রী কথিত হইল।

অপর বিদ্যার নাম কামাখ্যা। ইহাকে কামতারা বলা হইয়া থাকে। এই বিদ্যা সর্ব্বশাস্ত্রেই বিশেষরূপে পূজিতা এবং ভুক্তিমুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। ১৭৭

ইতি কামতারামন্ত্র। ইহার গায়ত্রী যথা, কামাখ্যায়ৈ বিদ্মহে কুলকৌলিন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শ্যামে প্রচোদয়াৎ। ইহাই একজটাভেদ অর্থাৎ কামাখ্যা বিদ্যা একজটার প্রকারভেদ মাত্র।

১ শার্বশাস্ত্রে—ইতি পাঠান্তরম্, এর অর্থ শিবশাস্ত্রে।

অস্যাস্তু স্মরণাৎ সন্তঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ভোগমোক্ষপ্রদা দেবী সর্ব্বতন্ত্রেষু পূজিতা ॥ ১৭৯
অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব—
ওঁ উগ্রতারে ধীমহি, সিদ্ধিসারে বিদ্মহে, তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ॥

তত্রৈব মন্ত্রঃ—

বধূলজ্জা ততঃ কূর্চ্চমস্ত্রান্তোঽয়ং মহামনুঃ।
শম্ভুপত্নী সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। ১৮০
অস্যা গায়ত্রী তত্রৈব—
ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ[1] বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ ॥
আদৌ কূর্চ্চং ততো লজ্জা বধূবীজমতঃ পরম্।
ফড়ন্তশ্চ মহামন্ত্রঃ সর্ব্বতন্ত্রশুভাবহঃ।
মহাকালপ্রিয়া দেবী ভোগমোক্ষপ্রদায়িনী ॥ ১৮১
হূঁ হ্রীং স্ত্রীং ফট্ ॥

এক্ষণে, উগ্রতারার মন্ত্র বলা হইতেছে। যাহার আদিতে কূর্চ্চবীজ হূঁ আছে এবং যাহা পঞ্চাক্ষর বিশিষ্ট (অর্থাৎ হূঁ ত্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ফট্), তাহার নাম স্বর্গ, মর্ত্ত এবং পাতালে উগ্রতারার মন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ১৭৮

ইহার স্মরণমাত্রেই সাধক সমুদায় পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সর্ব্বতন্ত্রেই ইহার পূজা হইয়া থাকে। ইহার সাধনা করিলে ভোগ ও অপবর্গ লাভ হয়। ১৭৯

ইহার গায়ত্রী যথা, উগ্রতারে ধীমহি সিদ্ধিসারে বিদ্মহে তন্নো নীলে প্রচোদয়াৎ। ইহাই উগ্রতারার গায়ত্রী।

তাঁহার মন্ত্র যথা,—প্রথমে বধূবীজ অর্থাৎ স্ত্রীঁ, তৎপরে লজ্জাবীজ অর্থাৎ হ্রীঁ, তৎপরে কূর্চ্চবীজ অর্থাৎ হূঁ, অনন্তর অস্ত্রবীজ অর্থাৎ ফট্ (অর্থাৎ ওঁ স্ত্রীং হ্রীঁ হূঁ ফট্)। এই বিদ্যার নাম শম্ভুপত্নী। ইহা সকল তন্ত্রেই গোপিতা হইয়াছে। ১৮০

ইহার গায়ত্রী যথা,—ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ।

এই বিদ্যার নাম শম্ভুপত্নী। ইহা সকল তন্ত্রেই গোপিতা হইয়াছে। ইহার গায়ত্রী যথা—ওঁ শম্ভুপত্ন্যৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নস্তারে প্রচোদয়াৎ। আদিতে হূঁ, পরে হ্রীঁ, পরে স্ত্রীং, পরে ফট্—এই মহামন্ত্র সর্ব্বতন্ত্রে শুভাবহ

১। শম্ভু-পুত্র্যৈ ইতি পাঠান্তরম্।

এতস্যা গায়ত্রী—

ওঁ তারকায়ৈ বিদ্মহে মহাকালপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ইতি মহাকালপ্রিয়াগায়ত্রীমন্ত্রঃ।

অথ নীলসরস্বত্যাঃ প্রকরণম্।

তারাচৈকজটামন্ত্রো নীলবাণ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যস্যাস্তু স্মরণাৎ সম্যগ্ বাগীশত্বং লভেদ্ ধ্রুবম্ ॥ ১৮২

অস্যা গায়ত্রী—

ওঁ নীলসরস্বত্যৈ বিদ্মহে শ্রীতারায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবি প্রচোদয়াৎ ॥

বাগ্ ভবাদ্যা চৈকজটা মহানীলসরস্বতী।
অস্যাশ্চ স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১৮৩

অস্যা গায়ত্রী। তৃতীয়সন্ধ্যায়াং লিখিতা। উগ্রতারাসন্ধ্যায়াং গায়ত্রী শ্রুতা ॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-
বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
প্রথমপটলে বিদ্যানিরূপণ-প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৬

বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই বিদ্যা মহাকালপ্রিয়া এবং ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। ১৮১

ইহার গায়ত্রী, ওঁ তারকায়ৈ বিদ্মহে মহাকালপ্রিয়ায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ। ইহা মহাকালপ্রিয়া-গায়ত্রীমন্ত্র।

অনন্তর, নীলসরস্বতীর প্রকরণ কথিত হইতেছে। তারা ও একজটা উভয়ের মন্ত্রই নীলসরস্বতীর মন্ত্র। ইঁহার স্মরণমাত্রেই বাগীশত্ব নিশ্চিত লাভ হইয়া থাকে। ১৮২

ইহার গায়ত্রী যথা,—ওঁ নীলসরস্বত্যৈ ধীমহি শ্রীতারায়ৈ বিদ্মহে তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। আদিতে 'ঐং' বীজ যোগ করিলে, একজটা ও মহানীলসরস্বতীর মন্ত্র, যাহার স্মরণমাত্রেই সর্ব্ববিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ১৮৩

ইহার গায়ত্রী তৃতীয় সন্ধ্যায় লিখিত হইয়াছে।

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে প্রথম পটলে
বিদ্যানিরূপণপ্রকরণ সমাপ্ত। ৬

অথ কুল্লুকাপ্রকরণম্

সা কুল্লুকা বিদ্যা মন্ত্রস্তু সর্ব্বত্র প্রয়োগে পদ্মাবতী চ—

লজ্জাবধূকূর্চ্চবীজ-প্রয়োগঃ সিদ্ধিদায়কঃ।

কুল্লুকেয়ং সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা॥ ১৮৪

প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য পদ্মে পদ্মে পদং ততঃ।

মহাপদ্মে পদং প্রোচ্য পদ্মাবতী-পদং ততঃ।

মায়ে স্বাহা মহামন্ত্রঃ প্রয়োগঃ সিদ্ধিদায়কঃ॥ ১৮৫

'ওঁ পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে পদ্মাবতি হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা'।

অত্র শাস্ত্রে মায়ে[1] ইতি শ্রবণাল্লজ্জাদ্বয়ম্ বোধ্যম্। যে তু সম্বোধনান্ত-

মায়াশব্দং বদন্তি তে ম্লেচ্ছাঃ।

তারানিগমে পদ্মাবতীপ্রকরণে যথা—

তারং পদ্মে চ পদ্মে চ মহাপদ্মে ততঃ পরম।

পদ্মাবতি ততো লজ্জাদ্বয়ং স্বাহা ততো মনুঃ॥ ১৮৬

তারকত্বাৎ সদা তারা যা কালী সৈব নিশ্চিতা।

বহবোঽস্যাশ্চ মন্ত্রাঃ স্যুঃ সর্ব্বতন্ত্রাগমাদিষু॥ ১৮৭

অতঃপর কুল্লুকাপ্রকরণ লিখিত হইতেছে। ইহার প্রয়োগ সর্ব্বত্র পদ্মাবতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ এই বীজত্রয়ের প্রয়োগ সিদ্ধি প্রদান করে। ইহারই নাম সর্ব্বতন্ত্রগোপিতা কুল্লুকা। ১৮৪

প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া, পরে পদ্মে পদ্মে বলিবে। তৎপরে মহাপদ্মে প্রয়োগ করিয়া, পদ্মাবতি পদ যোজনা করিবে। অনন্তর মায়ে ও স্বাহা পদ সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে। এই মহামন্ত্রের প্রয়োগে সিদ্ধি সমাহিত হইবে। ১৮৫

এখানে মায়ে শব্দে লজ্জাবীজদ্বয় বুঝিতে হইবে। যাহারা সম্বোধনান্ত মায়া শব্দ বলিয়া থাকে, তাহারা ম্লেচ্ছ। ১৮৬

তারানিগমে পদ্মাবতীপ্রকরণে বলিয়াছেন, প্রথমে প্রণব, পরে পদ্মে পদ্মে মহাপদ্মে বলিয়া পদ্মাবতি পদ প্রয়োগপূর্ব্বক লজ্জাদ্বয় (অর্থাৎ হ্রীঁ হ্রীঁ) ও স্বাহা শব্দ বিন্যস্ত করিবে। ১৮৬

সকলের তারণ অর্থাৎ উদ্ধার করেন বলিয়া, তারা নাম হইয়াছে। যিনি

১। মায়ে—এখানে 'মায়ে' (হ্রীং) শব্দ দ্বিবচনাত্মক, সম্বোধনে নহে।

শক্তিসিদ্ধা মহাবিদ্যাঃ সারাৎ সারতরাঃ স্মৃতাঃ।
অষ্টবিদ্যাসমো নাস্তি ভূতলে সিদ্ধিদো মনুঃ ॥ ১৮৮
(এতাসাং সর্ব্বমন্ত্রাণাং দেবতাস্ত্রিতয়াঃ স্মৃতাঃ।)
আদ্যা চৈকজটা প্রোক্তা দ্বিতীয়া চোগ্রতারকা।
তৃতীয়া নীলবাণী স্যাদ্ভোগমোক্ষপ্রদা মতা ॥ ১৮৯
তত্র একজটামন্ত্রোদ্ধারাদেকলক্ষণং লিখিতং সংক্ষেপতঃ।
উগ্রাপত্তারিণী যস্মাদুগ্রতারা প্রকীর্ত্তিতা।
নীলয়া বাক্ প্রদা[1] যস্মাত্তস্মান্নীলসরস্বতী ॥
(অত্র লকারপাঠস্তু ন, তদা লীলসরস্বতীতি ভবতি। নীলা নীলা চাবক্রমেণ সা কদা ইত্যর্থঃ। অতোহন্যথা ভ্রান্তা বদন্তি)। ১৯০
এতাসামষ্টমন্ত্রাণাং ঋষিচ্ছন্দাংসি সাধক।
শৃণু চাত্র প্রবক্ষ্যামি রহস্যং মম সম্মতম্ । ১৯১

তারা, তিনিই কালী। সমুদয় তন্ত্র ও আগমাদিতে ইহাঁর বহুবিধ মন্ত্র সন্নিবিষ্ট আছে। ১৮৭

মহাবিদ্যা সকল শক্তিসিদ্ধা ও সারাৎসারা বলিয়া পরিগণিত। অষ্টবিদ্যার সমান ভূতলে সিদ্ধপ্রদ মন্ত্র আর নাই। ১৮৮

এই মন্ত্রসকলের তিনটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রথমার একজটা, দ্বিতীয়ার উগ্রতারা, তৃতীয়ার নীলসরস্বতী। ইঁহারা সকলেই ভুক্তি-মুক্তি (ভোগ মোক্ষ) প্রদান করেন। ১৮৯

তন্মধ্যে একজটার মন্ত্রোদ্ধারাদিতে তদীয় স্বরূপাদি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। যেহেতু ইনি উগ্র আপৎ হইতে উদ্ধার করেন, এইজন্য ইঁহার নাম উগ্রতারা। নীলা অর্থাৎ অবলীলাক্রমেই বাক্‌শক্তি প্রদান করেন, সেইজন্য ইঁহার নাম নীলসরস্বতী। এখানে ল-কার পাঠ অর্থাৎ লীলা, এইপ্রকার পাঠ হইবে না। কেননা, তাহা হইলে, নীলসরস্বতী পদ সিদ্ধ হয় না; লীলসরস্বতী হইয়া থাকে। ভ্রান্তেরাই ঐরূপ পাঠ বলিয়া থাকে। ১৯০

এই অষ্ট মহাবিদ্যার অষ্টমন্ত্রের ঋষি ছন্দ ও রহস্য, আমার মতানুসারে কীর্ত্তন করিব, শ্রবণ করব। ১৯১

১। দত্তা বাক্ নীলয়া—ইতি পাঠান্তরম্।

নীলাচারাদিকং দৃষ্ট্বা পুরশ্চরণমেব চ।
প্রত্যেকঞ্চ প্রবক্ষ্যামি অষ্টমন্ত্রঞ্চ তারকে ॥ ১৯২
অক্ষোভ্যোঽস্য ঋষিঃ প্রোক্তো বৃহতীচ্ছন্দ এব চ।
বীজং লজ্জামনুঃ প্রোক্তং শক্তিঃ কূর্চ্চমিতীরিতম্ ॥ ১৯৩
কীলকং নিজবীজঞ্চ বধূবীজং সুসিদ্ধকম্।
লক্ষসংখ্যং জপেন্মন্ত্রং ফলমূলৈ র্বনে রতঃ ॥ ১৯৪
নক্তং তাম্বূলপূর্ণাস্যঃ শক্তিসঙ্গকুলে রতঃ ॥[১]
নীলপদ্মৈশ্চ জুহুয়ান্মধুরেণ ত্রয়েণ চ।
আদ্যামন্ত্রে তদ্‌ভেদে চ সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ ॥ ১৯৫
উগ্রতারামনৌ বৎস বিধিরেবং ন সংশয়ঃ।
লক্ষদ্বয়ঞ্চ তদ্‌ভেদে পুরশ্চরণকর্ম্মসু ॥ ১৯৬
নীলবাণী নীলকল্পে মন্ত্রভেদসমন্বিতে।
লক্ষদ্বয়ং জপেন্মন্ত্রং তদা সিদ্ধিরনুত্তমা ॥ ১৯৭
সর্ব্বতারাসু বিদ্যাসু পুরশ্চরণকর্ম্মসু।
জুহুয়ান্নীলপদ্মৈশ্চ বিল্বপত্রৈরভাবতঃ ॥ ১৯৮

ইহার ঋষি অক্ষোভ্য; ছন্দ বৃহতী, বীজ হ্রীঁ*, শক্তি হুঁ এবং কীলক নিজ-বীজ এবং বধূবীজ দ্বারাই ইহা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধি প্রদান করে। বনবাসী হইয়া, ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, এই মন্ত্র লক্ষসংখ্যা জপ করিবে। ১৯২-১৯৪

রাত্রিতে শক্তিসঙ্গ ও কুলাচাররত হইয়া, তাম্বূলপূর্ণ বদনে ঐরূপ বিধানে জপ হইবে। মধুরত্রয়সংযুক্ত নীলপদ্ম দ্বারা হোম করিবে। আদ্যার মন্ত্রে ও তাহার ভিন্ন-ভিন্ন ক্রমে সকল বর্ণই এইরূপ করিতে পারিবে। ১৯৫

বৎস। উগ্রতারামন্ত্রেও এইরূপ বিধি, সন্দেহ নাই। তাহার ভিন্নক্রমে পুরশ্চরণ কার্য্যে লক্ষদ্বয় জপ বিহিত হইয়াছে। ১৯৬

নীলসরস্বতীর নীলকল্পে ভেদসমন্বিত মন্ত্রে লক্ষদ্বয় মন্ত্র জপ করিলে অনুত্তম সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। ১৯৭

সকল তারামন্ত্রের পুরশ্চরণকার্য্যে নীলপদ্ম, তদভাবে বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে। ১৯৮

১। এই পাঠ সর্বত্র নাই।

* স্ত্রীং এইরূপও হয়।

ঋষিশ্ছন্দস্তথা বীজং শক্তিং কীলকমেব চ।
সর্ব্বত্রৈব পৃথক্ বিদ্ধি নামমন্ত্রবিভেদতঃ ॥ ১৯৯
*এতাসাং নিগমাগম-সাধারণগ্রন্থমতে এতদেব ময়া নিরূপিতম্
তত্র ব্রহ্মানন্দবচঃ।
জপমন্ত্রে চ তারায়াঃ সাধনে শক্তিজং কুলম্।
বীরভাবরহস্যোক্তং ত্যক্ত্বা সাকারমাপ্নুয়াৎ ॥ ২০০

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূতবিরচিতে
তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
সৃষ্টিপ্রকরণঃ প্রথমঃ পটলঃ ॥ ১

ইহার ঋষি, ছন্দ, বীজ, শক্তি, কীলক ইত্যাদি সর্ব্বত্রই পৃথক্ জানিবে এবং সমস্তই নাম ও মন্ত্রভেদে বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৯৯

আমি নিগম, আগম সাধারণগ্রন্থমতে ইঁহাদের বিষয়ে এই পর্য্যন্ত নিরূপিত করিলাম। তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দের বচনানুসারে তারার জপ, মত ও সাধনবিষয়ে বীরভাবরহস্যোক্ত শক্তিজ কুলত্যাগ করিয়া, সাকারমার্গে প্রবৃত্ত হইবে। ২০০

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে
সৃষ্টিপ্রকরণে প্রথমপটলের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

[1] এখানে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পুস্তকান্তরে দেখা যায়—

"এতাসাং নিগমাগমপ্রচলিতং সংগৃহ্য শৈবং মতম্
তারায়াঃ পরিপূজনং জপবিধিং বীজং তথা তর্পণম্।
গ্রন্থেঽস্মিন্ বিনিবেশিতং খলু ময়া সংস্মৃত্য তারাবচঃ
অত্রান্তে কমলা কৃতাঞ্জলিপরা বীণাধরা সারদা ॥" ২০১

দ্বিতীয়ঃ পটলঃ।

১—অথ তারাদীক্ষাপ্রকরণম্

তত্র তারানিগমাদৌ কামাখ্যামূলে চ—

কালীতারামন্ত্রদানে চক্রচিন্তাং করোতি যঃ।
আয়ুর্ব্বিদ্যামোক্ষবাধঃ শূলী বিষ্ঠাকৃমির্ভবেৎ ॥ ১
যদি ভাগ্যবশান্নাথ তারাবিদ্যা প্রলভ্যতে।
ইচ্ছাসিদ্ধির্ভবেত্তস্য কিং মোক্ষশ্চাষ্টসিদ্ধয়ে ॥ ২
যদি মন্ত্রে গুরুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বতন্ত্রে স্বয়ং হরঃ।
ন দদ্যাত্তারকাং বিদ্যাং দাতুং নৈব বদেৎ ক্বচিৎ ॥ ৩
যদি ভাগ্যবশাদ্বৎস কোটিজন্মতপোবলাৎ।
প্রলভ্য[১] তারকাং বিদ্যাং স ভবেৎ কল্পপাদপঃ ॥ ৪
গোপনীয়ো গোপনীয়স্তারামন্ত্রঃ সদাশিব।
যন্ত্রং মন্ত্রঞ্চ পটলং স্তোত্রং কবচমেব চ ॥ ৫
রহস্যং গুহ্যষোঢ়াঞ্চ তারানিগমমেব চ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন তারাং নৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ৬

তারানিগমাদি ও কামাখ্যামূলে লিখিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি কালী ও তারার মন্ত্রদান সময়ে চক্র চিন্তা করে, তাহার আয়ু, বিদ্যা ও মোক্ষ সকলেরই বিষম ব্যাঘাত হইয়া থাকে এবং তাহাকে শূলরোগে আক্রান্ত ও বিষ্ঠার কৃমি হইতে হয়। ১

হে নাথ! যদি ভাগ্যবশে তারাবিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা হইলে যাবতীয় অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাহার মোক্ষের কথা আর কি বলিব। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিও তাহার হস্তগত হয়। ২

সকল তন্ত্রেই সাক্ষাৎ হরই মন্ত্র বিষয়ে গুরু হইয়া থাকেন। তারাবিদ্যা কাহাকেও দিবে না, দিবার কথাও কাহাকে বলিবে না। ৩

বৎস। যদি কোটি জন্মের তপোবলে ভাগ্যবশে তারাবিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা হইলে কল্পপাদপ হওয়া যাইতে পারে। ৪

হে সদাশিব। তারামন্ত্র অতিশয় গোপনীয়। তারার নাম কেবল প্রকাশ

১। লভেত ইতি পাঠান্তরম্।

কুলকর্ম্মরতো যস্তু সত্ত্বভাববিবর্জ্জিতঃ।
যন্ত্রে[1] তন্ত্রে গুরৌ বিপ্রে লতায়াং বীরভাবতঃ॥ ৭
এতাদৃশায় কৌলায় শঠায় ন কদাচন।
যো দাদতি বরং তস্মৈ দাতারঞ্চ শিবাজ্ঞয়া॥ ৮
অর্থলোভী কামলোভী কর্মলোভী নরঃ ক্বচিৎ।
দদাতি যদি দেবেশি নিরয়ে পততি ধ্রুবম্॥ ৯
শিবহা ত্রিষু লোকেষু শক্তিহা ব্রহ্মহা ভবেৎ।
স এব ভ্রষ্টঃ কৌলেষু কোঽন্যো ভ্রষ্টো মহীতলে॥ ১০
কুলীনায় মহেচ্ছায় শ্রদ্ধাভক্তিপরায় চ।
কৌলসেবাযুতায়াপি শক্তিসেবারতায় চ॥ ১১
তারাভক্তায় শিষ্টায় সদানন্দায় শূলধৃক্।
এতেভ্যশ্চ প্রদাতব্যং হ্যন্যথা মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ॥ ১২
সদ্গুরুং লক্ষণাক্রান্তং স্বয়ং লক্ষণসংযুতঃ।
প্রাপ্য দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা হ্যন্যথা নিষ্ফলা ক্রিয়া॥ ১৩

করিবে। তদ্ব্যতীত তাঁহার মন্ত্র, পটল, স্তোত্র, কবচ, রহস্য গুহ্যথোড়া, তারানিগম, সমস্তই অতীব যত্নসহকারে গোপন রাখিবে। কখনও তারামন্ত্র প্রকাশ করিবে না। ৫-৬

যে ব্যক্তি কুলকর্ম্মরত, কিন্তু সত্ত্বভাববিবর্জ্জিত এবং মন্ত্র, তন্ত্র, গুরু, বিপ্র, লতা সর্ব্বত্রই বীরভাব অবলম্বন করে, এতাদৃশ কৌল ও শঠকে কখনও তারা মন্ত্র দিবে না। ৭-৮

দেবেশি! অর্থলোভ, কামলোভ ও কর্ম্মলোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ইহা দান করিলে নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত এবং ত্রিভুবনে শিবহত্যা, শক্তিহত্যা ও ব্রহ্ম-হত্যার মহাপাতকভাগী হইতে হয়। তাহার ন্যায় ভ্রষ্ট পৃথিবীতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। ৯-১০

যে ব্যক্তি কুলীন ও সদভিসন্ধানপরবশ, শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন, যে ব্যক্তি কৌলগণের সেবাপরতন্ত্র ও শক্তিসেবাতে সংসক্ত এবং যে ব্যক্তি তারার প্রতি ভক্তিযুক্ত, শিষ্ট ও সদানন্দ, তাহাকে তারাবিদ্যা প্রদান করিবে। ইহার বিপরীত বিধানে প্রবৃত্ত হইলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয়। ১১-১২

১। মন্ত্রে ইতি পাঠান্তরম্।

বিল্বমূলে শ্মশানে বা পর্ব্বতে বা নদীতটে।
গুরুগেহে মহাপীঠে সিদ্ধিপীঠে শিবালয়ে॥ ১৪
একলিঙ্গে তড়াগে বা বৃষশূন্যশিবালয়ে।
দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সদা মন্ত্রী জপঞ্চাপি সমাচরেৎ॥ ১৫
পঞ্চক্রোশান্তরে যত্র ন লিঙ্গান্তরমীক্ষতে।
তচ্চৈকলিঙ্গমাখ্যাতং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ ১৬
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি গঙ্গাতীরং প্রলভ্যতে।
তত্র চেৎ ক্রিয়তে দীক্ষা কোটি কোটি গুণায়তে॥ ১৭

নিষিদ্ধদীক্ষা

নিষিদ্ধদীক্ষা—
মাতুর্দীক্ষাং[১] পিতুর্দীক্ষাং দীক্ষাং মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥ ১৮
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষাং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন।
ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্।
ন পুত্রঞ্চ তথা জ্যেষ্ঠঃ কনিষ্ঠং ন চ দীক্ষয়েৎ॥ ১৯

লক্ষণাক্রান্ত সদ্গুরু প্রাপ্ত হইলে, স্বয়ং লক্ষণযুক্ত হইয়া দীক্ষাগ্রহণ করিবে। ইহার অন্যথা (অর্থাৎ বিরুদ্ধ) বিধান করিলে, ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। ১৩

বিল্বমূল, শ্মশান, নদীঘাট, পর্ব্বত, গুরুগৃহ, মহাপীঠ ও সিদ্ধপীঠ কিম্বা শিবালয়, একলিঙ্গ, তড়াগ বা বৃষশূন্য শিবালয়—এই সকল স্থলে দীক্ষাগ্রহণ ও সর্ব্বদা জপসাধন করিবে। ১৪-১৫

পঞ্চক্রোশের মধ্যে যে স্থলে অন্য লিঙ্গ লক্ষিত না হয়, তাহাকেই একলিঙ্গ স্থান বলিয়া থাকে। এই একলিঙ্গ স্থান মন্ত্রসিদ্ধির প্রধান সাধনস্থল। ১৬

দেবি! যদি ভাগ্যবশে গঙ্গাতীর লাভ করা যায় এবং সেখানে যদি দীক্ষা-গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা কোটি-কোটি-গুণ ফল প্রসব করে। ১৭

মাতা, পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর এবং বৈরিপক্ষের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে না। স্বামী পত্নীকে, পিতা কন্যা ও পুত্রকে, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কখনও দীক্ষা দিবে না। ১৮-১৯

১। যতো দীক্ষাং—ইতি পাঠান্তরম্।

দীক্ষাতৃতীয়দিবসে কৃত্বা ক্ষৌরাদিকং শুভম্।
হবিষ্যং তদ্দিনে কার্য্যমুপবাসং পরেঽহনি ॥ ২০
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় স্বয়ং পুষ্পাদিকঞ্চরেৎ[১] ॥ ২১
পঞ্চ ঘটাংশ্চ সংস্থাপ্য তত্র দেবান্ প্রপূজয়েৎ।
প্রথমে গণনাথঞ্চ দ্বিতীয়ে চ সদাশিবম্ ॥ ২২
তৃতীয়ে সুন্দরীং দেবীং চতুর্থে পরদেবতাম্।
পঞ্চমে সর্ব্বদেবাংশ্চ সর্ব্ববিদ্ গুরুসত্তমঃ ॥ ২৩
স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্য্যাৎ সঙ্কল্পং বিধিপূর্ব্বকম্।
মুক্তা-মাণিক্য-বৈদূর্য্য-গোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ ॥ ২৪
নীলং মরকতং পদ্মরাগং পঞ্চঘটে ন্যসেৎ।
ততো মূলং সহস্রঞ্চ প্রজপেৎ সদ্গুরুঃ স্বয়ং ॥ ২৫
করন্যাসং ততঃ কৃত্বা তত্ত্বন্যাসং ততঃ পরম্।
পুষ্পাদ্যলঙ্কৃতং শিষ্যং চন্দনেন প্রলেপয়েৎ ॥ ২৬
ততো রত্নাদিকুম্ভস্থৈস্তোয়ৈঃ শিষ্যং প্রসিচ্য চ।
শিষ্যশীর্ষে ততো হস্তং দত্ত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ২৭

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বের তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি শুভকার্য্য সম্পাদন, সেইদিনে হবিষ্য এবং পর দিবস উপবাস করিবে। ২০

পরে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং পুষ্পাদি আহরণে (সংগ্রহে) প্রবৃত্ত হইবে। পঞ্চঘট সংস্থাপন করিয়া, তাহাতে সম্যগ্‌বিধানে দেবগণের পূজা করিবে। ২১-২২

প্রথম ঘটে গণনাথ, দ্বিতীয়ে সদাশিব, তৃতীয়ে দেবী সুন্দরী, চতুর্থে পরদেবতা ও পঞ্চমে সর্ব্বদেবতার পূজা করিয়া, সর্ব্ববিৎ গুরুসত্তম স্বস্তিবাচন-পুরঃসর বিধিপূর্ব্বক সংকল্প করিবেন। ঐ সময় পাঁচটি কলশে ক্রমশ (১) মণি, মুক্তা বৈদূর্য্যমণি, গোমেদ, (২) বজ্রমুঁগা, (৩) নীলমণি, (৪) মরকত মণি এবং (৫) পদ্মরাগ মণি দিবেন। ২৩-২৪

অনন্তর গুরুদেব স্বয়ং মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া, করন্যাস ও পরে তত্ত্বন্যাস বিধানসহকারে শিষ্যকে পুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত ও চন্দনে প্রতিলিপ্ত করিবেন। ২৫-২৬

১। ……পুষ্পাদি স্বয়মাহরেৎ ইতি পাঠান্তরম্।

জপেন্মন্ত্রং গুরুশ্রেষ্ঠঃ কপোলে মূলমুচ্চরন্ ।
ঋষিচ্ছন্দঃ কীলকঞ্চ শক্তিবীজমতঃ পরম্ ॥ ২৮
একদা দক্ষিণে কর্ণে গায়ত্রীঞ্চ ত্রিধা জপেৎ ।
ততো মন্ত্রং প্রবক্তব্যং স্ত্রীদীক্ষা বামতঃ সকৃৎ ॥ ২৯
এষ বিধির্দ্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ।
ততঃ পরিণমেদ্দেবীং শ্রীগুরুং সর্ব্বলক্ষণমৃঞ্চ ॥ ৩০
স্বয়ং জপ্ত্বা ততো মন্ত্রং দক্ষিণাদীন্ সমাচরেৎ ।
তারামন্ত্রেষু সর্ব্বেষু এষা দীক্ষা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩১

২—অথ শিবলিঙ্গার্চ্চন-প্রকরণম্

শিবস্য পূজনং কার্য্যং পার্থিবস্য ন চান্যথা ।
সামান্যার্ঘ্যং প্রকর্ত্তব্যমাসনাদীন্ বিশেষতঃ ॥ ৩২
যোনিপীঠাদ্বিষ্ণুপীঠং লিঙ্গাগ্রাত্তুল্যমূল্যকম্ ।
যোন্যধঃ শেষপর্য্যন্তং ত্রিসূত্রীকরণন্ত্বিদম্ । ৩৩

অনন্তর রত্নাদি-কুম্ভস্থ সলিলে শিষ্যকে অভিষিক্ত ও তদীয় মস্তকে হস্ত স্থাপন করত, কপোলতলে মূলোচ্চারণপূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার মন্ত্র জপ করিবেন। ২৭

তৎকালে ঋষি, ছন্দ, শক্তি, বীজ, কীলক এবং গায়ত্রী এই সকল শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে এককালেই তিনবার জপ করিতে হইবে। ২৮

অনন্তর মন্ত্র বলিবেন। স্ত্রীলোকদিগের দীক্ষা বামকর্ণে, একবারের অধিক নহে। ইহাই দ্বিজাতিদিগের বিধি। স্ত্রী ও শূদ্রদিগের কেবল বামকর্ণে মন্ত্র বলিতে হইবে। তৎপর শিষ্য ইষ্টদেবীকে এবং সর্ব্বলক্ষণযুক্ত নিজ গুরুকে প্রণাম করিবে। পরে স্বয়ং মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণা প্রদানাদি কার্য্য সমাপন করিবে। সকল তারামন্ত্র বিষয়েই এই প্রকার দীক্ষা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ২৯-৩১

তৎকালে পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা করিতে হইবে। ইহার অন্যথা করিবে না। সামান্যার্ঘ্য বিধান (স্থাপন), বিশেষতঃ আসনাদি স্থাপন করিবে। (১) যোনিপীঠ হইতে বিষ্ণুপীঠ, (২) লিঙ্গাগ্র হইতে তুল্য মূলে এবং (৩) যোনির

* বিধিরেষ দ্বিজাতীনাং স্ত্রীশূদ্রাণাঞ্চ বামতঃ ।
ততশ্চ প্রণমেদ্দেবীং । শ্রীগুরুং সর্ব্বলক্ষণম্ । —ইত্যপি পাঠভেদঃ ।

ন পূজয়েৎ পার্থিবং যঃ শিবলিঙ্গং সুরেশ্বরি।
নান্যপূজাফলং তস্য চণ্ডালত্বং প্রজায়তে॥ ৩৪
দেবধ্যানং ততঃ কৃত্বা পুষ্পং শীর্ষে প্রদাপয়েৎ।
প্রণবস্য চ পাশস্য কলাসংখ্যকজাপতঃ। ৩৫
বিশ্বং দেহং শোধয়িত্বা ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
স্বনাভৌ দক্ষিণং পাণিং বামে পাণৌ বিধায় চ॥ ৩৬
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বেন সার্দ্ধং জীবস্য তোলনম্।
প্রদীপকলিকাকারং সর্ব্বতেজোময়ং বিভুম্॥ ৩৭
প্রবিভিদ্যাখিলং চক্রং পরব্রহ্মণি যোজয়েৎ।
মূলাধারাগ্নিশিখয়া সর্ব্বং দেহং বিদাহয়েৎ॥ ৩৮
সর্ব্বরূপং শরীরঞ্চ পাপেন পুরুষেণ চ।
দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা কলাসংখ্যং জপেচ্চ যঃ॥ ৩৯
পূরয়িত্বা ততো বায়ুং চতুঃষষ্টিজপেন চ।
কুম্ভয়েৎ পরমং বায়ুং ততো দ্বাত্রিংশতং জপেৎ॥ ৪০

নীচে শেষ পর্য্যন্ত আসনাদি কল্পনা করিবে। এই তান্ত্রিক কর্মকে ত্রিসূত্রীকরণ বলে। ৩২-৩৩

অয়ি সুরেশ্বরি! যে ব্যক্তি পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করে, তাহার অন্য পূজায় ফল লাভ হয় না, সে চণ্ডালত্ব লাভ করে অর্থাৎ চণ্ডালের সমান দোষভাগী হয়। ৩৪

অনন্তর দেবতার ধ্যান করিয়া, মস্তকে পুষ্প প্রদান করিতে হইবে। তদনন্তর প্রণব ও পাশ মন্ত্রের (ওঁ ক্লীং অথবা ওঁ হ্রীং) কলাসংখ্যায় (১৬ বার) জপ করিয়া সমস্ত দেহ শোধনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি বিধান করিতে হইবে। পরে স্বকীয় নাভিতে ও বামহস্তে দক্ষিণ হস্ত নিহিত (স্থাপিত) করিবে। ৩৫-৩৬

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের সহিত জীবকে উত্তোলিত করিবে। তৎপরে অখিল চক্র ভেদ করিয়া সেই প্রদীপকলিকাকৃতি, সর্ব্বতেজোময় পরম বিভাববিশিষ্ট জীবকে পরব্রহ্মে সংমিলিত করত, মূলাধারের অগ্নিশিখা দ্বারা সমস্ত দেহ দগ্ধ করিবে। ৩৬-৩৮

পাপপুরুষের সহিত সমস্ত শরীর ঐরূপে দগ্ধ করিয়া, দক্ষিণনাসাপুট ধারণপূর্ব্বক কলাসংখ্যায় (ষোড়শ সংখ্যায়) জপ করিতে হইবে। ৩৯

রেচয়েদ্বামতো বায়ুং লিঙ্গদেহং বিনাশয়েৎ।
বহ্নিবীজজপাদ্দেবি পূর্ব্বসংখ্যাবিভেদতঃ[১]।
সর্ব্বং ভস্মময়ং ধ্যাত্বা ততো ভস্মবিরেচনম্ ॥ ৪১
পৃথ্বীবীজং ততো জপ্ত্বা কলয়া প্লাবয়েত্তনুম্।
মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ং সাক্ষাদিত্যেবং জ্ঞানসংকুলঃ ॥ ৪২
পুনশ্চ চন্দ্রবীজেন চতুঃষষ্টিজপেন চ।
স্থিরীকৃত্য নিজং দেহং কুম্ভয়েদ্বায়ুমণ্ডলম্ ॥ ৪৩
বরুণং দ্বাত্রিংশজ্জপেন[২] অমৃতেন বিরেচয়েৎ।
সাধয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা দিব্যরূপং মনোহরম্ ॥ ৪৪
ললাটে চন্দ্রং সংভাব্য বিভূতিং পরিধারয়েৎ।
বামহস্তে সমানীয় পয়শ্চ শুষ্কভস্মকম্ ॥ ৪৫
যজ্ঞভস্মসমাযোগং বৃষভস্মনি কারয়েৎ।
প্রজপেত্তত্র মন্ত্রঞ্চ শিবস্যাপি ষড়ক্ষরম্ ॥ ৪৬
শূদ্রঃ পঞ্চাক্ষরং জপ্ত্বা ষোড়শং সংখ্যকং প্রিয়ে[৩]।
পঠেত্তত্র মহাদেবি মন্ত্রমেতদ্দ্বয়ং পুনঃ ॥ ৪৭

তৎপর চৌষট্টিবার জপ করিয়া, বায়ুপূরণকরত অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া বত্রিশবার জপ করত সেই পরমবায়ুকে কুম্ভিত করিবে। ৪০

অনন্তর বামমার্গে বায়ুকে রেচিত করিয়া, লিঙ্গদেহ বিনষ্ট ও পূর্ব্বসংখ্যার প্রভেদক্রমে বহ্নি (রং) বীজ জপ করত সকল ভস্মময় ধ্যান করিবে। ৪১

তদনন্তর ভস্ম বিরেচন করিয়া, পৃথ্বীবীজ (লং) ষোড়শ বার জপ করিয়া কলা দ্বারা শরীরকে প্লাবিত করিবে। তাহা হইলে জ্ঞানী সাধক স্বয়ং সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণু হইবে। ৪২

পুনরায় চন্দ্রবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া নিজদেহের স্থিরীকরণপূর্ব্বক বায়ুকে কুম্ভিত করিবে এবং বত্রিশবার বরুণবীজ (বং) জপ করিয়া, অমৃত দ্বারা বিরেচন করিবে। তৎপরে পরম ভক্তিসহকারে মনোহর দিব্য সাধন ও দিব্যদেহ লাভ করতঃ ললাটে চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিয়া বিভূতি ধারণ করিবে।

১। বহ্নিবীজং জপেদ্দেবি। পূর্ব্বসংখ্যানুসারতঃ ইতি পাঠান্তরম্।
২। দ্বাত্রিংশদ্বারুণজপাৎ—ইতি পাঠান্তরম্।
৩। ...জপ্ত্বা প্রিয়ে। ষোড়শসংখ্যকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম সর্ব্বাহরা ইদং। ভস্মমদ্রচক্ষুংষী-ন্দ্রিয়াণি ভস্মানিক্ষুতাং শাম্ভবং পশুপাশবিমোক্ষণায়[১]।

ওঁ ভস্মরূপং ব্রহ্ম পরশক্তিরিতীরিতা।
পরং জ্ঞানমেষ ভস্ম জ্ঞেয়ং তত্ত্বস্বরূপিণম্ ॥ ৪৮**
পরমানন্দদং ভস্ম জ্ঞানকল্পে ব্যবস্থিতম্।
বিধারয়ামি তদ্ভস্ম শৃণু পাশবিমুক্তয়ে ॥ ৪৯**
ততশ্চ ব্রহ্মণো গদ্যং মন্ত্রং তস্য ষড়ক্ষরম্।
শুভ্রঃ পঞ্চাক্ষরং মন্ত্রং পঠিত্বা ধারয়েৎ সদা ॥ ৫০
মৃগমুদ্রাং সমাসাদ্য ললাটে বিভূয়াদুত্তমম্।
মূলেন প্রণবেনাপি প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৫১
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পূরকৈঃ কুম্ভরেচকৈঃ ॥ ৫২

হইবে। অনন্তর জল ও শুষ্ক ভস্ম বামহস্তে লইয়া বৃষভস্মে যজ্ঞভস্মের সংযোগ করত, তাহাতে শিবের ষড়ক্ষর (ওঁ নমঃ শিবায়) এবং ওঁ অগ্নিরিতি ইত্যাদি মন্ত্রও জপ করিবে। শুভ্র পঞ্চাক্ষর (নমঃ শিবায়) শিব মন্ত্র ষোলবার জপ করিয়া পুনরায় উহা দুইবার পাঠ করিবে। ৪৩-৪৭

অনন্তর ব্রাহ্মণ ষড়ক্ষর গদ্যমন্ত্র এবং শুভ্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ব্বদা ভস্ম ধারণ করিবে। ৪৮-৫০

তদনন্তর মৃগমুদ্রা প্রদর্শনসহকারে ললাটে ভস্ম ধারণপূর্ব্বক সপ্রণব মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রাণায়াম করিতে হইবে। ৫১

পূরক, কুম্ভক ও রেচক সহযোগে কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা নাসাপুটের ধারণ অর্থাৎ বায়ুর পূরণ, কুম্ভক ও রেচন করাকে প্রাণায়াম বলা হইয়া থাকে। ৫২

১। ওঁ অগ্নিরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম সর্ব্বহরং পরম্। ভস্ম মে চক্ষুংষীন্দ্রিয়াণি ভস্মনি অর্প্যাৎ। শাম্ভবং পশুপাশবিমোক্ষণায় ইতি পাঠান্তরম্।

** ৪৮শ ও ৪৯শ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ের নিম্নোক্ত পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

ওঁ ভস্মরূপং পরব্রহ্ম পরা শক্তিরিতীরিতা।
ভস্ম জ্ঞেয়ং পরং জ্ঞানং পরং তত্ত্বস্বরূপকম্। ৪৮
পরমানন্দদং ভস্ম জ্ঞানকল্পে ব্যবস্থিতম্।
বিধারয়ামি তদ্ভস্ম পশুপাশবিমুক্তয়ে। ৪৯

কলাচতুষ্টয়ং তস্য দ্বিগুণেন বিরেচয়েৎ।
ক্রমাৎ ক্রমাৎ ত্রয়ং কৃত্বা মানসেনাপি পূজয়েৎ ॥ ৫৩
জ্ঞানিনামপি সিদ্ধিঃ স্যান্ন্যাসমেতৎ সমাচরেৎ।
পশুপতয়ে নমঃ ইতি শীর্ষে, মুখে চ হরয়ে নমঃ ॥ ৫৪
কণ্ঠে শ্রীনীলকণ্ঠায় রুদ্রায় চোরসি ন্যসেৎ।
কপালে ধূম্রনেত্রায় মূলে শ্রীশম্ভবে নমঃ ॥ ৫৫
পাদয়োর্ভৈরবায় হ শিবায় দক্ষবাহুতঃ।
কালায়[১] বামবাহৌ চ পৃষ্ঠে জ্ঞানায় এব চ ॥ ৫৬
ক্রোধায় সর্ব্বগাত্রেষু বিন্যসেচ্ছিবপূজনে।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন হক্ষবোথ[২] ষড়ঙ্গকম্ ॥ ৫৭
করাঙ্গঞ্চ তথা ন্যস্য দশদিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ।
হরায় নম উচ্চার্য্য মৃদঞ্চৈবাহরেৎ শুচিঃ ॥ ৫৮

দ্বিগুণ ক্রমে তাহার কলাচতুষ্টয় বিরেচন করিয়া, ক্রমে ক্রমে বারত্রয় বিধানপূর্ব্বক অর্থাৎ ষোড়শবার জপ করতঃ পূরণ, চৌষট্টিবার জপে কুম্ভক এবং বত্রিশবার জপ করিয়া রেচন করিতে হইবে। এইরূপ প্রাণায়াম বারত্রয় বিধানপূর্ব্বক (অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত ক্রমবিধানে সম্পাদন করত) মনে মনে মানসপূজা করিবে। তাহাতে জ্ঞানীগণের সিদ্ধি হইয়া থাকে। তৎকালে ন্যাস করিতে হইবে। যথা, মস্তকে পশুপতিকে নমস্কার। মুখে হরকে নমস্কার। ৫৩-৫৪

কণ্ঠে শ্রীনীলকণ্ঠকে, উরঃস্থলে রুদ্রকে, কপালে ধূম্রনেত্রকে, মূলে শ্রীশম্ভুকে, পাদদ্বয়ে ভৈরবকে, দক্ষিণবাহুতে শিবকে, বামবাহুতে কালকে, পৃষ্ঠে জ্ঞানকে, সর্ব্বগাত্রে ক্রোধকে, নমস্কার। ৫৫-৫৬

শিবপূজাসময়ে এইরূপে সর্বগাত্রে ন্যাস করিতে হইবে। ছয়টি দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজ দ্বারা ষড়ঙ্গ ও করাঙ্গ ন্যাস করিয়া, দশদিক্ বন্ধন করিবে। হরকে নমস্কার, এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক মৃত্তিকা আহরণ করিবে। ৫৭-৫৮

১। কলায়—ইতি পাঠান্তরম্।
২। কূর্চাদথ—ইতি পাঠান্তরম্।

মহেশ্বর-চতুর্থ্যন্তং নমোঽন্তং গঠনঞ্চরেৎ।
শূলপাণে ইহোচ্চার্য্য সুপ্রতিষ্ঠো ভব স্বয়ম্ ॥ ৫৯
প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ সিদ্ধে দত্ত্বাবাহ্য প্রপূজয়েৎ।
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ গন্ধঞ্চ পুষ্পং ধূপঞ্চ দীপকম্।
নৈবেদ্যাদীনি দত্ত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৬০
মোচাফলং সবৃন্তঞ্চ শিবলিঙ্গে দদাতি যঃ।
পুরঃ স্থিত্বা যুগ্মপাণৌ গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ[১] ॥ ৬১
পুরঃ স্থিত্বা মূলমন্ত্রং জপেদ্দশসহস্রকম্*।
পশুপতয়ে নম ইতি লিঙ্গং সংস্থাপয়েদ্বুধঃ ॥ ৬২
বিল্বপত্রস্য মাহাত্ম্যং বক্তুং কঃ শক্ত এব হি।
বিল্বপত্রৈর্বিনা দেবি লিঙ্গপূজা তু নিষ্ফলা ॥ ৬৩
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা চাষ্টমূর্ত্তিং শিবস্য চ।
আগ্নেয্যান্তাং প্রপূজ্যাথ বেদ্যাং লিঙ্গে শিবং যজেৎ ॥ ৬৪

তৎপর মহেশ্বরায় নমঃ বলিয়া তাঁহার গঠনে প্রবৃত্ত হইবে। অনন্তর, ‘শূলপাণে ইহাগচ্ছ স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠো ভব’—অর্থাৎ হে শূলপাণে। ইহাতে স্বয়ং সুপ্রতিষ্ঠিত হও, বলিয়া শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাপনপূর্ব্বক আবাহন, পাদ্যাদি দান ও পূজা করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি দান করিয়া পরমেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। ৫৯-৬০

যে ব্যক্তি পুরোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক সম্যক সংযতচিত্তে বৃন্তসহিত মোচাফল (কলা) শিবলিঙ্গে দান করে, আমি তাহা দুইহস্তে গ্রহণ করিয়া থাকি। পুরোভাগে অবস্থান করিয়া দশসহস্রবার মূলমন্ত্র জপ করত, ওঁ নমঃ পশুপতয়ে বলিয়া লিঙ্গ স্থাপন করিতে হইবে। বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য বর্ণন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। হে দেবি! বিল্বপত্র ব্যতিরেকে লিঙ্গপূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৬১-৬৩

১। তস্য পূজাং মহাদেবি। গৃহ্ণামি প্রযতাত্মনঃ—ইতি পাঠান্তরম্।

* এই শ্লোকার্দ্ধের পূর্বে—‘তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি নিয়তা সফলা সদা’—এই পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। দশসহস্রকম্—এখানে সহস্র শব্দ সংখ্যাবাচক, গণনাবাচক নহে। কাজেই দশ বার এই অর্থ হইবে।

লিঙ্গবেদী ভবেদ্দেবী লিঙ্গং সাক্ষান্মহেশ্বরঃ।
তয়োশ্চ পূজনাৎ স্যাতাং দেবীদেবৌ সুপূজিতৌ ॥ ৬৫

ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইত্যনেনাষ্টমূর্ত্তীঃ পূজয়েৎ।

পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দেবি শঙ্করায় নিবেদয়েৎ।
স পূজাফলমাপ্নোতি নান্যথা লক্ষপূজনাৎ ॥ ৬৬
ততো মূলং প্রজপ্তব্যং দেবি চাষ্টোত্তরং শতম্।
সজলৈর্ব্বিল্বপত্রৈশ্চ জপং লিঙ্গে সমর্পয়েৎ ॥ ৬৭
ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর ॥ ৬৮
(ত্বয়ি স্থিতে ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।)

পরমভক্তিসহকারে মহাদেবের অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে। অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত পূজা করিয়া, বেদীমধ্যে লিঙ্গে শিবের পূজা করিবে। ৬৪

দেবি! লিঙ্গবেদী সাক্ষাৎ দেবী, আর লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। এই উভয়ের পূজা করিলে, দেব ও দেবী উভয়েরই পূজা করা হইয়া থাকে। ৬৫

ওঁ ক্ষিতিমূর্ত্তি সর্ব্বকে নমস্কার। ওঁ জলমূর্ত্তি মহাদেবকে নমস্কার। ওঁ ওঁ অগ্নিমূর্ত্তি রুদ্রকে নমস্কার। ওঁ বায়ুমূর্ত্তি উগ্রকে নমস্কার। ওঁ আকাশমূর্ত্তি ভীমকে নমস্কার। ওঁ যজমানমূর্ত্তি পশুপতিকে নমস্কার। ওঁ সোমমূর্ত্তি মহাদেবকে নমস্কার। ওঁ সূর্য্যমূর্ত্তি ঈশানকে নমস্কার। এই পর্য্যন্ত অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। দেবি! মহাদেবকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে, সেই পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। নতুবা লক্ষবার পূজা করিলেও, সেই পূজা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ৬৬

দেবি! অনন্তর অষ্টোত্তর শতবার শিবের মূলমন্ত্রজপ করিবে। হে দেব! তুমি গুহ্যাতিগুহ্য গোপ্তা, আমার কৃত এই জপ গ্রহণ কর। হে দেব! হে মহেশ্বর! তোমার প্রসাদে আমার সিদ্ধিলাভ হউক। এই মন্ত্র উচ্চারণ করত সজল বিল্বপত্র দ্বারা সেই জপ লিঙ্গে সমর্পণ করিতে হইবে। ৬৭-৬৮

স্তোত্রঞ্চ লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকাদাবন্বুসন্ধেয়ং কবচঞ্চ। ততো মুখবাদ্যাদিকঞ্চরেৎ।

সংপূজ্য পার্থিবং লিঙ্গং মুখবাদ্যং চরেত্তু যঃ।
শিবসাযুজ্যমাপ্নোতি তথা করতলধ্বনিম্ ॥ ৬৯
অর্দ্ধং প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রণমেৎ পার্ব্বতীশ্বরম্।
যাম্যাচ্চ[1] গচ্ছেৎ কৌবেরীং[2] পুনস্তত্রাগতিঞ্চরেৎ ॥ ৭০
পৃষ্ঠে হস্তং সমাদায় মহ্যাং জানুদ্বয়ং তথা।
শীর্ষাবসায়ং দত্ত্বা তু অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির্ভবেৎ ॥ ৭১
যো দদ্যাৎ সম্বিদাপাত্রং শঙ্করায় মহেশ্বরি।
অশ্বমেধকৃতং পুণ্যং পাত্রেণৈকেন জায়তে ॥ ৭২
দ্বাদশ্যাং শঙ্করো দেবো[3] লিঙ্গং দৃষ্ট্বা তু পার্থিবম্।
সম্বিদাপাত্রমাদায় সর্ব্বং দদ্যাৎ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭৩

ইহার স্তোত্র ও কবচ লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায় অনুসন্ধান করিবে। অনন্তর মুখবাদ্যাদি করিতে হইবে। যে পার্থিবলিঙ্গের পূজা করিয়া মুখবাদ্য তথা করতলের ধ্বনি করে, সে শিবসাযুজ্য লাভ করে। ৬৯

অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিয়া, পার্ব্বতীশ্বরকে প্রণাম করিবে এবং যাম্য (দক্ষিণ দিক্) হইতে কৌবেরী (উত্তর) দিকে গমন করিয়া, পুনরায় তথায় প্রত্যাগমন করিতে হইবে। ৭০

পৃষ্ঠে হস্ত ও মহীতলে জানুযুগল স্থাপন করিয়া মস্তক মৃত্তিকা সংলগ্ন করত অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইবে। ৭১

হে মহেশ্বরি! যে ব্যক্তি মহেশ্বরকে সম্বিদা (সিদ্ধি) পাত্র দান করে, তাহার সেই একমাত্র পাত্র দান দ্বারাই অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। ৭২

দ্বাদশীতে শঙ্করদেব (মহাদেব) পার্থিব লিঙ্গ দর্শন করিয়া, সম্বিদা পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দান করেন। ৭৩

১। যাম্য—জ্যোতিষে যাম্যোত্তরবৃত্ত যে-বৃত্ত উত্তর-দক্ষিণ দিক ও দ্রষ্টার মস্তকের উপর দিয়া গিয়া নভোমণ্ডলকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত করে। যামী (দক্ষিণদিক)। (বিশেষণে) য।

২। কৌবের—কুবের (ধনপতি)+(সম্বন্ধার্থে)+অ কুবের সম্বন্ধীয়। অর্থাৎ কুবের অধিষ্ঠিত দিক—উত্তরদিক।

৩। দ্বাদশ্যাং শাঙ্করং দেবি। ইতি পাঠান্তরম্।

নার্চ্চয়েচ্ছঙ্করস্যাপি লিঙ্গং যস্তু নরঃ কচিৎ।
ন বিষ্ণুভক্তঃ শাক্তো বা ন শৈবঃ স নরাধমঃ॥ ৭৪

নৃত্যগীতবাদ্যনামোচ্চারণেন শিবং সন্তোষ্য সংহারমুদ্রয়া ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য স্থানং সংস্কুর্য্যাৎ।

হরস্য পার্থিবং লিঙ্গং পূজয়িত্বা নরো যদি।
জলে সংস্থাপয়েদ্দেবি স দরিদ্রো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ৭৫
পূজয়িত্বা তু যো লিঙ্গং পার্ব্বতীপ্রিয়মুত্তমম্।
স্থাপয়েদ্ভুবি রৌদ্রে চ দন্দশূকং প্রয়াতি সঃ॥ ৭৬
শিবলিঙ্গং পূজয়িত্বা ভূমৌ সংপ্রাপয়েৎ কিল।
অথবা স্থাপয়েত্তোয়ে দন্দশূকং ব্রজেন্ন চ[১]॥ ৭৭

যত্র যত্র নরকশ্রুতিস্তৎ সুধীভির্ন কার্য্যম্। দারিদ্র্যাভিভবঞ্চ ন কার্য্যম্। কিন্তু মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে উভয়ত্র দোষশ্রবণাৎ। দন্দশূকং ব্রজেন্ন চেতি শ্রবণাচ্চ। ভূমৌ প্রাপণমেব কার্য্যং তদভাবে জলে বা ক্ষিপেৎ। শম্ভুং ভাগীরথীজলং বিনা ন জলে পূজয়েৎ[২]। ন জলে

যে-ব্যক্তি কখনও শিবলিঙ্গের পূজা করে না, সে ব্যক্তি বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ নহে, অথবা শাক্তও নয়, শৈবও নয়, তাহাকে নরাধম বলিয়া জানিবে। ৭৪

নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং নামোচ্চারণ—এই সকল উপায়ে শিবকে সন্তুষ্ট করত সংহারমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক, ক্ষমস্ব—ক্ষমা কর, বলিয়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক স্থান মন্ত্রাদি দ্বারা পূত ও বিশুদ্ধিকরণে প্রবৃত্ত হইবে।

শিবের পার্থিবলিঙ্গ পূজান্তে যদি কেহ জলমধ্যে তাহা স্থাপন করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই দরিদ্র হইয়া যাইবে। ৭৫

পার্ব্বতীর প্রিয় ও সকলের শ্রেষ্ঠ শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া ভূমিতে বা রৌদ্রে স্থাপন করিলে পূজক দন্দশূক (সর্প) যোনিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৭৬

শিবলিঙ্গের পূজা করিয়া তাহা জলমধ্যে স্থাপন করিলে দন্দশূকযোনি ভোগ করিতে হয় না। ৭৭

১। অথবা স্থাপয়েত্তোয়ে দন্দশূকং ব্রজেন্নরঃ। ইতি পাঠান্তরম্।
২। শম্ভুং ভাগীরথীজলং বিনা ন জলে কূপোদকে পূজয়েৎ। ইতি পাঠান্তরম্।

পূজয়েচ্ছম্ভুং ভাগীরথীজলং বিনা। ইতি যামলে। ত্রিপুরানন্দেন মদ্গুরুণা ব্যাখ্যাতম্। পূজনে গঙ্গাজলে বিল্বপত্রাদিভির্বিনাপি ন চ সামান্যজলে। জলে সামান্যজলে ন স্থাপয়েৎ। মুদ্রাদর্শনাদিভির্ন পূজয়েদিত্যর্থঃ। তথা তারানিগমে মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে চ—

পার্থিবং নার্চ্চয়িত্বা তু কালীং তারাঞ্চ সুন্দরীম্।
অর্চ্চয়েদ্ যস্ত্রিলোকস্থঃ স গচ্ছেদ্ যমযাতনাম্ ॥ ৭৮

এতেনাদৌ মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং বদন্তি, তন্ন। লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং।

মহাবিদ্যাং পূজয়িত্বা শিবপূজাং সমাচরেৎ।
অন্যথাকরণাদ্দেবি ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৯

ইতি মহাবিদ্যানাং প্রশংসার্থং শিববাক্যম্। তথাচ ত্রিপুরাকল্পে—

যাবন্ন পূজয়েল্লিঙ্গং পার্থিবং সাধকাধমঃ।
তস্য পূজাং ন গৃহ্ণাতি সুন্দরী তারকাসিতা ॥ ৮০

যে-যে স্থলে নরকশ্রুতি বর্ণিত আছে, উত্তমবুদ্ধিশালী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হইবে না অর্থাৎ সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবে না। অধিকন্তু যাহাতে দরিদ্র হইতে না হয় তদনুরূপ অনুষ্ঠানও করিবেন। কিন্তু মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে উভয়ত্রই দোষশ্রবণ আছে। অতএব ভূমিতেই রাখিবে। তদভাবে জলে নিক্ষেপ করিবে। ভাগীরথী জল বিনা মহাদেবের পূজা করিবে না। যামলে এইরূপ বলিয়াছেন। মদীয় গুরুদেব ত্রিপুরানন্দ ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা—বিল্বপত্রাদি না হইলেও ভাগীরথীর জলে শিবের পূজা করা যাইতে পারে, কিন্তু সামান্য (বিশিষ্টতাহীন) জলে নহে। জলে অর্থাৎ সামান্য জলে শিবলিঙ্গ নিক্ষেপ করিবে না। মুদ্রাপ্রদর্শনাদি দ্বারাও পূজা করিবে না। তারানিগম এবং মহালিঙ্গেশ্বরতন্ত্রে এইরূপ বলিয়াছেন, পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা না করিয়া ত্রিভুবনমধ্যে যে ব্যক্তি কালী, তারা ও সুন্দরীর অর্চনা করে তাহাকে যমযাতনা ভোগ করিতে হয়। ৭৮

কেহ কেহ বলেন, প্রথমে মহাবিদ্যার পূজা করিয়া শিবপূজা করিতে হইবে, এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকায় কিন্তু এইরূপ নির্দেশ নাই। তবে যে বলিয়াছেন, মহাবিদ্যার পূজা করিয়া, শিবপূজা করিবে; অন্যথায় পূজাফল প্রাপ্তি হয় না। ৭৯

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে
তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
দ্বিতীয়পটলে শিবলিঙ্গপূজনম্ ॥ ২

ইহা কেবল মহাবিদ্যা সকলের প্রশংসার্থ, বুঝিতে হইবে। ত্রিপুরাকল্পে বলিয়াছেন, সাধকাধম ব্যক্তি যাবৎ পার্থিব লিঙ্গের পূজা না করে তাবৎ সুন্দরী, তারা ও অসিতা তাহার পূজা গ্রহণ করেন না। ৮০

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূর্ত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসম্বাদে
দ্বিতীয়পটলে শিবলিঙ্গপূজন পটল।

৩—অথ অন্তর্যাগপ্রকরণম্

তত্রাদৌ শক্তিসারে—

প্রাতঃকৃত্যং চরেদাদৌ প্রাতঃসন্ধ্যাং ততঃ পরম্।
ততঃ স্নানং বিধায়াথ সন্ধ্যাং মাধ্যাহ্নিকীং তথা ॥ ৮১
শিবপূজাং ততঃ কুর্য্যাৎ তথান্তর্যজনং শিব।
ততঃ পূজা বিধাতব্যা ততো হোমং সমাচরেৎ ॥ ৮২
বলিং দত্ত্বাত্ততো দেব্যৈ ষোঢ়াং[1] কুর্য্যাত্ততঃ পরম্।
ভোগং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ সায়ংসন্ধ্যাং সমাচরেৎ ॥ ৮৩
ততো যোগো বিধাতব্যস্ততঃ সাধনমুত্তমম্।
এবং প্রকারমাসাদ্য তারকাং সাধয়েদ্ যদি।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি নান্যথা কল্পকোটিভিঃ ॥ ৮৪
স্তবঞ্চ কবচঞ্চাপি সহস্রাখ্যং পঠেত্ততঃ।
প্রপঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠস্ত্রিসন্ধ্যং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৮৫

এতেন শিবপূজান্তর্যজনস্য কর্ত্তব্যত্বম্। তদেব লিখ্যতে তারাসারে নিগমে চ—

ন পূজাফলমাপ্নোতি বিনান্তর্যজনং শিব।
তস্মাদর্চ্চনতঃ পূর্ব্বমন্তর্যাগং সমাচরেৎ ॥ ৮৬

শক্তিসারে বলিয়াছেন, প্রথমে প্রাতঃকৃত্য করিয়া পরে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। অনন্তর স্নানান্তে মাধ্যাহ্নিকী সন্ধ্যা করত, পরে শিবপূজা এবং তৎপরে অন্তর্যজনে প্রবৃত্ত হইবে। ৮১

তদনন্তর পূজা শেষে হোম ও তৎপরে দেবীকে বলি প্রদানান্তর ষোঢ়ান্যাস (তন্ত্রোক্ত ষড়বিধ মন্ত্রাদির প্রয়োগ) করিবে। ৮২

অনন্তর মহাদেবীকে ভোগ (ভোগ্যবস্তু) প্রদান করিয়া সায়ংসন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইবে। তৎপরে যোগবিধানপূর্ব্বক সাধন করিবে। ৮৩

এইপ্রকার নিয়মানুসরণ করিয়া, তারার সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা করিলে, কল্পকোটি বৎসরেও সিদ্ধিলাভ হয় না। ৮৪

অনন্তর সাধক সহস্রনামাখ্য স্তব ও কবচ পাঠ করিবেন। সাধকশ্রেষ্ঠ কার্য্যসিদ্ধির জন্য তিন সন্ধ্যা ঐরূপ করিবে। ৮৫

১। হোমং—ইতি পাঠান্তরম্।

তথাচৈকজটাপক্ষে—
স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্ ।
রত্নদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময়ম্ । ৮৭
পারিজাতবনং তত্র রত্নানাঞ্চাপি মন্দিরম্ ।
শ্মশানং তত্র সংচিন্ত্য তত্র কল্পদ্রুমং স্মরেৎ ।। ৮৮
তন্মধ্যে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্ ।
চতুর্দ্দিক্ষু শবা মুণ্ডা[1]শ্চিতাঙ্গারাস্থিভূষণম্ ॥ ৮৯
বিভাব্য যত্নতো মন্ত্রী তত্তদ্বীপে[2] বসেৎ স্বয়ম্ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সদা ধ্যায়েন্মহাদেবং জগদ্‌গুরুম্ ।। ৯০
তস্য বামস্থিতাং দেবীং তারাং তারস্বরূপিণীম্ ।
বিভাব্য প্রণমেদ্বিদ্যাং প্রাতঃকৃতিরিতীরিতা ।। ৯১
ব্রহ্মরন্ধ্রে বিন্দুরূপং পুষ্করং তীর্থমুত্তমম্ ।
প্রকুর্য্যাৎ সাধকস্তত্র স্নানং সর্ব্বমলাপহম্ ।। ৯২

ইহা দ্বারা শিবপূজা সময়ে অন্তর্যজন যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহাই লিখিত হইয়াছে। আর তারাসারে ও নিগমে কথিত আছে, অন্তর্যজন ব্যতিরেকে পূজার ফল লাভ করা যায় না। সেইজন্য পূজা করিবার পূর্ব্বে অন্তর্যজনে (আধ্যাত্মিক ধ্যানযোগে) অবশ্য প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ৮৬

একজটাপক্ষেও বলিয়াছেন, স্বকীয় হৃদয়ে সুধাসাগরের ধ্যান করিবে। তন্মধ্যে সুবর্ণবালুকাময় রত্নদ্বীপ, পারিজাত বন, রত্নসকলের মন্দির ও শ্মশানের চিন্তা করিয়া, কল্পবৃক্ষের চিন্তা করিতে হইবে। ৮৭-৮৮

তন্মধ্যে নানামণিবিভূষিত মণিপীঠ এবং চতুর্দিকে শব মুণ্ড অঙ্গার ও অস্থি ভূষণ ভাবনা করিয়া, যত্নসহকারে স্বয়ং সেই দ্বীপে বাস করিবে। সর্ব্বদা ব্রহ্মরন্ধ্রে জগদ্‌গুরু মহাদেবের ধ্যান করিতে হইবে। ৮৯-৯০

তাঁহার বামভাগে বিরাজমানা তারাস্বরূপিণী দেবী তারার ধ্যান করিয়া, ওঁকার-রূপিণী মূলবিদ্যা তারাকে প্রণাম করিবে। ইহা প্রাতঃকালীন কৃত্য বলা হইল। ৯১

ব্রহ্মরন্ধ্রে বিন্দুরূপ পুষ্করতীর্থের কল্পনা করিয়া, সাধক তাহাতে সর্ব্বমল-

১। শবৈর্মুণ্ডৈশ্চিতাঙ্গারাস্থিভূষিতম্ ইতি পাঠান্তরম্। ২। তত্বদ্বীপে ইতি পাঠান্তরম্।

বধূবীজস্বরূপে চ শিবতীর্থং হৃদি ন্যসেৎ ।
মধ্যে সুষুম্নানাড্যাস্তু স্নায়াৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ৯৩
ইতি স্নানম্ ।
স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সিংহাসনমনন্যধীঃ ।
তত্র সংভাব্যতে শয্যা জ্ঞানানন্দস্বরূপিণী ॥ ৯৪
শিবং তত্র বিভাব্যাথ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতম্ ।
দিগম্বরং মহাকায়মুন্মত্তং কামভাবতঃ ॥ ৯৫
শয্যায়ামূর্দ্ধলিঙ্গঞ্চ ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ।
ভাবয়েচ্চ ততো দেবীমমৃতানন্দরূপিণীম্ ॥ ৯৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং স্ত্র্যলঙ্কারবিভূষিতাম্[১] ।
পারিজাতান্বিতাং দেব্যাঃ কবরীং পরিভাবয়েৎ ॥ ৯৭
ত্রিসন্ধ্যং সন্ধ্যা কর্ত্তব্যা মন্ত্রসিদ্ধিমভীপ্সতা ।
মাতা কামেশ্বরী দেবী পিতা কামেশ্বরঃ শিবঃ ।
শ্রদ্ধাবান্ ভাবয়িত্বা চ অষ্টসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ৯৮
ইতি সন্ধ্যা ।
সর্ব্বতেজোময়ীং দেবীং শিবশক্তিং যতাত্মিকাম্ ।
জ্বলৎসূর্য্যাগ্নিচন্দ্রাভাং তড়িৎকোটিসমপ্রভাম্ ॥ ৯৯

বিনাশন স্নান ও বধূবীজস্বরূপ হৃদয়ে শিবতীর্থের ন্যাস কল্পনা করিয়া সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে স্নান করিবে। ইহাই স্নান বিধি। ৯২-৯৩

সাধক অনন্যচিত্তে স্বকীয় হৃদয়ে সিংহাসন ধ্যান করিয়া তাহাতে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপিণী শয্যা ও সেই শয্যায় সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, দিগম্বর, কামভাবে উন্মত্ত, মহাকায়, ঊর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর অমৃতানন্দ-রূপিণী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণশালিনী, স্ত্রীজনোচিত-অলঙ্কার-শোভিনী দেবীর চিন্তা করিয়া, তাঁহার পারিজাত-কুসুমযুক্ত কবরীর ধ্যান করিবে। ৯৪-৯৭

মন্ত্রসিদ্ধির কামনা থাকিলে, ত্রিসন্ধ্য সন্ধ্যা করিতে হইবে। কামেশ্বরী দেবী মাতা ও কামেশ্বর শিব পিতা। সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে উভয়ের ভাবনা করিয়া, অষ্টবিধ সিদ্ধির অধিনায়ক হইবে। ইহাই সন্ধ্যা। ৯৮

১। নানালঙ্কারভূষিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভাবয়েৎ সাধকো যস্তু ধ্যানযোগেশ্বরশ্চ যঃ[১] ।
ইতি ধ্যানং বিধাতব্যং সাধকৈর্মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥ ১০০
ইতি ধ্যানম্ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রচন্দ্রপাত্রাত্তর্পয়েত্তারিণীং পরাম্ ।
তত্রস্থসূর্য্যপাত্রাচ্চ[২] অর্ঘ্যং দত্তান্মনোহরম্ ॥ ১০১
দয়াজ্ঞানং ক্ষমাপুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহম্[৩] ।
জ্ঞানদানং[৪] পুণ্যপুষ্পমহিংসাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ১০২
আচারপুষ্পং মে নাথ[৫] স্বয়ম্ভূপুষ্পমুত্তমম্ ।
আনন্দপুষ্পং দাতব্যং পুষ্পঞ্চ সাধকার্চ্চনম্ । ১০৩
দশপুষ্পং যঃ প্রদত্তাৎ স গচ্ছেত্তারকাপদম্ ।
ত্রিলোকস্থভদ্রদ্রব্যৈঃ[৬] পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১০৪
তত্ত্বং দত্তাত্তারকায়ৈ মৎস্যমাংসসমন্বিতম্ ।
তদা সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন জপান্ন কুলার্চ্চনাৎ ॥ ১০৫
ইতি পূজা ।

ধ্যানযোগেশ্বর সাধক সর্ব্বতেজোময়ী যতাত্মিকা (সংযতমনা) দেবী শিব-শক্তির ভাবনা করিবে। তড়িৎকোটির ন্যায় তাঁহার প্রভা এবং প্রজ্বলিত সূর্য্য, অগ্নি ও চন্দ্রের ন্যায় তাঁহার কান্তি। সাধক মন্ত্রসিদ্ধির জন্য এই প্রকারে ধ্যান করিবে। ইহাই ধ্যান। ৯৯-১০০

ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চন্দ্রপাত্র দ্বারা পরমস্বরূপিণী তারিণীর তর্পণ ও তত্রত্য সূর্য্যপাত্র হইতে মনোহর অর্ঘ্য দান করিবে। ১০১

দয়া, জ্ঞান ও ক্ষমারূপ পুষ্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ পুষ্প, জ্ঞানদানরূপ পরম পবিত্রপুষ্প, অহিংসারূপ উৎকৃষ্ট পুষ্প, আচাররূপ পুষ্প, অত্যুৎকৃষ্ট স্বয়ম্ভূপুষ্প, আনন্দরূপ পরম পবিত্র পুষ্প এবং সাধকার্চ্চনরূপ পুষ্প, যে সাধক এই দশ পুষ্প যত্নসহকারে দান করে সে তারাপদ প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ব্যতীত, ত্রিলোকের যাবতীয় ভদ্র (উৎকৃষ্ট) দ্রব্য দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। ১০২-১০৪

১। ধ্যানযোগেন নিশ্চলঃ ইতি পাঠভেদঃ। ২। তত্রস্থসূর্য্যপাত্রেণ চার্ঘ্যং ইত্যপি পাঠান্তরম্। ৩। দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং ইতি পাঠশ্চ দৃশ্যতে। ৪। জ্ঞানপুষ্পমিতি পাঠান্তরম্। ৫। মে দেবি! ইত্যপি পাঠঃ। ৬। শুভদ্রব্যৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।

প্রজপেদ্ বর্ণমালাভি র্ন্যাসপূর্ব্বং কুলেশ্বরঃ।
হৃৎপদ্মে ষোড়শারঞ্চ বিন্যসেৎ ষোড়শস্বরম্ ॥ ১০৬
পূর্ব্বাদিতঃ সমারভ্য বহ্নিকোণান্তপত্রতঃ।
আধারে বিন্যসেদ্বিদ্বান্ ককারাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ১০৭
পশ্চিমাদিদলে ন্যস্য উত্তরান্তং[১] সুসাধকঃ।
লিঙ্গমূলে ন্যসেৎ পদ্মে ষড়্দলে চোত্তরক্রমাৎ ॥ ১০৮
ঙকারাদি-ঞকারান্তং ষড়্বর্ণং সাধকোত্তমঃ।
নাভিমূলে ন্যসেদ্বর্ণং টাদি-ঢান্তং মনোহরম্ ॥ ১০৯
দক্ষিণাদিক্রমান্ন্যাসান্[২] বর্ণরূপান্মহামনূন্।
বিন্যসেত্তালুমূলে চ চতুর্দ্দশদলান্বিতে ॥ ১১০
ধকারাদি-সকারান্তমিন্দ্রবর্ণং ন্যসেদ্ বুধঃ।
ললাটে চ ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষৌ বর্ণৌ ন্যসেৎ সদা ॥ ১১১

দেবী তারাকে মৎস্যমাংসসমন্বিত তত্ত্ব দান করিতে হইবে। তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে। নতুবা, কেবল জপ বা কেবল কুলার্চ্চনা দ্বারা সিদ্ধিসংঘটন হয় না। ইহাই পূজাবিধি। ১০৫

কুলেশ্বর সাধক ন্যাসপূর্ব্বক বর্ণমালা দ্বারা যত্নসহকারে জপ করিয়া, হৃৎপদ্মে ষোড়শ স্বরশোভিত ষোড়শার পদ্ম বিন্যস্ত করিবে, অর্থাৎ হৃৎপদ্মের ষোড়শ দলে ষোড়শ স্বর বিন্যস্ত করিতে হইবে। ১০৬

এই স্বর-বিন্যাসের বিধি এই যে পূর্ব্বাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিকোণান্ত পত্র পর্য্যন্ত আধার মধ্যে ক-কারাদি বর্ণচতুষ্টয় পশ্চিমাদি দলে উত্তরান্ত ন্যস্ত করিয়া, লিঙ্গমূলস্থ ষড়্দল পদ্মে উত্তরাদিক্রমে ঙ-কার হইতে ঞ-কার পর্য্যন্ত ছয়টি বর্ণ সন্নিবিষ্ট করিবে। অনন্তর নাভিমূলে ট হইতে ঢ পর্য্যন্ত মনোহর বর্ণচতুষ্টয় বিন্যস্ত করত দক্ষিণাদিক্রমে বর্ণরূপ মহামনুসকলের ন্যাস করিতে হইবে। পরে চতুর্দ্দশদলান্বিত তালুমূলস্থ কমলে ধ-কার হইতে স-কার পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বর্ণ বিন্যস্ত করত, ললাটে ভ্রূদ্বয় মধ্যে হ ও ক্ষ এই দুই বর্ণের ন্যাস করিবে। ১০৭-১১১

১। চোত্তরান্তং ইতি পাঠান্তরম্।
২। দক্ষিণাদিক্রমান্ন্যস্য ইত্যপি পাঠঃ।

আদৌ দক্ষে তথা বামে শুক্রপত্রে সুনিশ্চিতম্ ।
দ্বাদশার্ণে ন্যসেদ্বিদ্বান্ কাদি-ঠান্তান্ সুসিদ্ধয়ে ।
ডকারাদি-বিসর্গান্তান্ সহস্রারে ন্যসেৎ সদা ।
এবঞ্চান্তর্ম্মাতৃকানাং বিনা ন্যাসেন পার্ব্বতি ॥ ১১২
অন্তঃপূজাং চরেদ্ যস্তু স গচ্ছেদ্ যমসাদনম্ ॥ ১১৩
ইতি মাতৃকান্তন্ন্যাসং কৃত্বা বর্ণমালয়া জপেৎ । যথা তু—
অকারাদি-ক্ষকারান্তং হক্ষয়োর্লঞ্চ[১] মধ্যতঃ ।
নাদবিন্দুসমাযুক্তং বর্ণান্তে প্রজপেন্মনুম্ ॥ ১১৪
অনুলোমবিলোমেন জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ।
অ কু চু টু তু পু যু শু অষ্টবর্গেষু সংজপেৎ ॥ ১১৫

অ অবর্গ° ষোড়শস্বরবর্ণঃ । কু কবর্গঃ, চু চবর্গঃ, টু টবর্গঃ, তু তবর্গঃ, পু পবর্গঃ, যু যবর্গশ্চতুর্ব্বর্ণঃ, শু শবর্গঃ ষড়্বর্ণঃ ।

অনন্তর আদিতে বাম ও দক্ষিণভাগে দ্বাদশার্ণবিভূষিত শুক্রপত্রে সম্যগ্‌রূপ সিদ্ধি-সংঘটন নিমিত্ত ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বিন্যস্ত করিবে। প্রথমে দক্ষিণদিকে পরে বামদিকে এই বর্ণবিন্যাস করিবে। পরে সহস্রারে সর্ব্বদা ড হইতে বিসর্গ পর্য্যন্ত বর্ণসকল বিন্যস্ত করিতে হইবে। অয়ি পার্ব্বতি ! যে সাধক এইরূপে অন্তর্ম্মাতৃকাগণের ন্যাস না করিয়া অন্তঃপূজায় প্রবৃত্ত হয়, সে যমসদনে গমন করে। ১১২-১১৩

এইরূপে মাতৃকান্ত ন্যাস করিয়া, বর্ণমালা দ্বারা জপ করিতে হইবে। অ-কার হইতে ক্ষ-কার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। হ এবং ক্ষ অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে একটি ল-কার পাঠ করিতে হইবে। এই প্রকারে বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে জপ করিবে এবং অনুলোম-বিলোম ক্রমে অর্থাৎ অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত, আবার বিপরীতভাবে ক্ষ হইতে অ পর্য্যন্ত শতজপ করিয়া অ, কু, চু, টু, তু, পু, যু, শু এই অষ্টবর্গে অষ্টবার জপ কবিতে হইবে। ১১৪-১১৫

অ শব্দে অবর্গ অর্থাৎ ষোড়শ স্বরবর্ণ, কু শব্দে কবর্গ, চু শব্দে চবর্গ, টু শব্দে টবর্গ, তু শব্দে তবর্গ, পু শব্দে পবর্গ, যু শব্দে যবর্গস্থ চারিবর্ণ অর্থাৎ য হইতে ব

১। হক্ষবর্ণৌ চ ইত্যপি পাঠঃ।

তারার্ণবে—

নাদবিন্দুসমোপেতং সর্ব্ববর্ণে[1] ব্যবস্থিতম্ ।

স্ত্রী-শূদ্রয়োরেতদেব নাদবিন্দুবিবর্জ্জিতম্ ।

নাদবিন্দুসমাযুক্তং জপ্যে ন্যাসে চ মোক্ষদম্ ॥ ১১৬

এতেন মোক্ষশ্রবণাৎ সর্ব্ববর্ণানামর্দ্ধচন্দ্রখণ্ডভূষিতবর্ণজপে ন্যাসে চাধিকারঃ। স্ত্রীশূদ্রয়োস্তু বিসর্গৌকারবিন্দূনাং ন চন্দ্রখণ্ডযোগঃ ॥ তথা চ তারাসারে—

নিশ্চন্দ্রং ন চরেদ্বর্ণং জপে ন্যাসে চ শূলধৃক্ ।

অন্যথাকরণান্মূঢ়ো নরকং যাতি নিশ্চিতম্ ॥ ১১৭

স্বকীয়হৃদয়ে ধ্যায়েদ্ যোনিমণ্ডলমুত্তমম্ ।

রাজভিশ্চ সমোপেতং ত্রিকোণং সর্ব্ববর্ণকম্ ॥ ১১৮

কামাখ্যাযোনিং সংভাব্য নীলপদ্মমনুস্মরন্ ।

হুনেৎ ষোড়শবারঞ্চ ঘৃতৈর্লিঙ্গোত্থবৈর্ধিয়া ॥ ১১৯

পর্য্যন্ত এবং ও শব্দে শবর্গ অর্থাৎ শ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত ষড়্‌বর্ণ যুক্ত করিয়া জপ করিবে।

তারার্ণবে উল্লিখিত আছে যে—সর্ব্ববর্ণেরই নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া বর্ণজপ করা বিধেয়, কিন্তু স্ত্রী ও শূদ্র পক্ষে ইহা নহে। তাহাদের পক্ষে নাদবিন্দু বর্জ্জন করিতে হইবে। বর্ণরূপে এবং ন্যাসে নাদবিন্দু সংযুক্ত করিয়া জপ ও ন্যাস করিলে মোক্ষলাভ হয়। ১১৬

এই প্রবচনে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে এই প্রকার শ্রবণ (শ্রুতি) প্রযুক্ত (উল্লেখ) থাকায় ন্যাস ও বর্ণরূপে সকল বর্ণেরই অর্দ্ধচন্দ্রখণ্ড বিভূষিত বর্ণোচ্চারণপূর্ব্বক জপ ও ন্যাস করিবার অধিকার উপপাদিত (যুক্তিতর্ক সমর্থিত সিদ্ধান্তীকৃত) হইল। কিন্তু কেবল স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বিসর্গ, ও-কার এবং বিন্দুর মধ্যে চন্দ্রখণ্ড (চন্দ্রবিন্দু) যোগ করা বিহিত নহে (নিষিদ্ধ)।

তারাসারেও বলিয়াছেন, জপ বা ন্যাস সময়ে অর্দ্ধচন্দ্র বিহীন বর্ণ যোজনা করিবে না। ইহার অন্যথাচরণ করিলে, মূঢ় ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইতে হয়। ১১৭

আপনার হৃদয়ে কোণত্রয়ভূষিত, সর্ব্ববর্ণবিমণ্ডিত, উত্তম যোনিমণ্ডল ধ্যান

১। সর্ব্ববর্ণ ইত্যপি পাঠঃ।

ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যান্মানসেন শিবাং ত্রয়ম্ ।
ইত্যন্তর্যজনং মূঢ়ো মা কৃত্বা[1] পূজয়েৎ পরাম্ ।
ন পূজাফলমাপ্নোতি তারায়াঃ কোটিজন্মতঃ ॥ ১২০
ইত্যন্তর্যজনম্ ।

অথোগ্রতারান্তর্যাগঃ ।

অথ উগ্রতারায়াশ্চ অন্তর্যাগং বদাম্যাহম্ ।
স্বকীয়ে হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্ ॥ ১২১
হৃৎপদ্মে ষোড়শারে চ তর্পয়েদুগ্রতারিণীম্ ।
দলে দলে মহাদেবীং মূলমন্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ১২২
তস্যা যোনৌ হুনেদ্বৎস মন্ত্রেণানেন সাম্প্রতম্ ।
ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ॥ ১২৩
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ।
প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনী[2]স্রুচা ।
ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহ-পূর্ণবহ্নৌ জুহোম্যহম্ ॥ ১২৪

করিয়া, পরে কামাখ্যাযোনির ভাবনা ও নীলপদ্মের অনুস্মরণপূর্ব্বক বুদ্ধি-সহকারে লিঙ্গ সমুদ্ভূত ঘৃত দ্বারা ষোড়শবার হোম করিবে। ১১৮-১৯

পরে মনে মনে শিবাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। যে মূঢ় ব্যক্তি এই প্রকারে অন্তর্যজন না করিয়া, তারা দেবীর পূজা করে, সে কোটি জন্মেও পূজার ফল পাইবে না। ইহাই অন্তর্যজন। ১২০

অনন্তর উগ্রতারার অন্তর্যাগ কথিত হইতেছে। আমি একণে উগ্রতারার 'অন্তর্যাগ' কীর্ত্তন করিতেছি। স্বকীয় হৃদয়ে স্বর্গীয় সুমনোহর সুন্দর সুধা-সাগরের চিন্তা করিয়া হৃৎপদ্মের ষোড়শদলের প্রত্যেক দলে মহাদেবী এবং মূলমন্ত্রের ধ্যান করত হৃৎপদ্মের ষোড়শ পত্রে উগ্রতারিণীর তর্পণ করিতে হইবে। বৎস! তদনন্তর তদীয় যোনিতে ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিতে হইবে। ১২১-২৪

১। মূঢ়োঽকৃত্বা যঃ ইতি পাঠভেদঃ।
২। 'প্রকাশকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনাঃ' ইত্যপি পাঠঃ।

ততশ্চ বর্ণমালাভির্জ্জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য ততঃ প্রণিপত্য সুখঞ্চরেৎ ॥ ১২৫
ইত্যুগ্রতারান্তর্যজনম্।

অথ নীলসরস্বত্যন্তর্যজনম্

স্বকীয়ে হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সারদাং[১] নীলরূপিণীম্।
প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥ ১২৬
হাস্যবক্ত্রাং মহাঘোরাং যজেন্নীলসরস্বতীম্।
বিপরীতরতাসক্তাং বাগীশত্বপ্রদায়িনীম্ ॥ ১২৭
পায়য়িত্বা সুধাধারাং মৎস্যমাংসসমন্বিতাম্।
চসকেন দদেদ্বক্ত্রে চাসবং মাংসসংযুতম্ ॥ ১২৮
মহাহৃদি পরং ধ্যায়েন্নীলবাণীং সুরেশ্বরীম্।
আসবোন্মত্তহৃদয়া শিববক্ত্রে পুনঃ পুনঃ ॥ ১২৯

অনন্তর বর্ণমালা দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপপ্রদক্ষিণানন্তর প্রণামের পর যথাসুখে বিচরণ করিবে। ইহাই উগ্রতারার অন্তর্যজন। ১২৫

এক্ষণে নীলসরস্বতীর অন্তর্যজন বিধি কথিত হইতেছে। স্বকীয় হৃদয়ে নীলরূপিণী সারদার ধ্যান করিবে। তিনি প্রত্যালীঢ়পদা অর্থাৎ বামপদ সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দক্ষিণসঙ্কোচনপূর্ব্বক অবস্থিতা, তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মের দ্বারা আবৃত। ১২৬

তাঁহার বদনমণ্ডল হাস্যবিকসিত। তিনি অতীব ঘোরপ্রকৃতি ভীমরূপিণী, বিপরীত রতাসক্তা; ইঁহার অর্চ্চনা করিলে ইনি বাগীশত্ব প্রদান করেন। ১২৭

এইরূপে তাঁহার ধ্যান ও অর্চ্চনা করিয়া, মৎস্যমাংস-সমন্বিত সুধাধারা পান করাইয়া, চসক (সুরাপান পাত্র) দ্বারা তদীয় বক্ত্রে মাংসসংযুত আসব দান করিবে। ১২৮

অনন্তর মহাহৃদয়ে সুরেশ্বরী নীলসরস্বতীর ধ্যান করিতে হইবে। তিনি আসবোন্মত্ত হৃদয়ে শিবের বদনমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ পতিতা হইয়া বায়ুসহযোগে চুম্বন করিয়া থাকেন। ১২৯

১। শারদাম্—ইতি পাঠান্তরম্।

পপাত বাতযোগেন চুম্বনঞ্চ করোতি হি।
পাদপদ্মং মহাদেবি বিধৃত্য নিজহস্ততঃ ॥ ১৩০
উত্থায় তারিণীবক্ত্রং স চুম্বতি পুনঃ পুনঃ।
তস্য বক্ত্রে প্রদদ্যাচ্চ মৎস্যদগ্ধং[১] মহাসবম্ ॥ ১৩১
দগ্ধমৎস্যং দগ্ধমাংসং শোণিতং পশুদেহতঃ।
শূকরস্যৌষ্ঠমাংসঞ্চ ভগলিঙ্গামৃতন্তথা ॥ ১৩২
দত্ত্বানীলসরস্বত্যৈ উচ্ছিষ্টং[২] হরবক্ত্রকে।
পুনঃ পুনঃ পূজয়িত্বা পূজয়েদ্ বর্ণমালয়া।
ইত্যন্তর্যজনং প্রোক্তং নীলবাণ্যাঃ সুশোভনম্ ॥ ১৩৩
যোঽর্চ্চয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা হস্তে তস্য সদা ভবেৎ[৩]।
সর্ব্বসিদ্ধির্ম্মহাদেবি বক্ত্রে বাণী বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪
দিবারাত্রৌ কুলাচারে এবং[৪] যস্তু বিভাবয়েৎ।
তস্য ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ ইচ্ছাসিদ্ধিঃ[৫] করে বসেৎ ॥ ১৩৫
ইতি নীলসরস্বত্যা অন্তর্যজনম্।

মহাদেবও নিজ হস্তে তদীয় পাদপদ্ম যত্নসহকারে ধারণ করিয়া, উত্থান-পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার বদন চুম্বন করিতেছেন এবং তদীয় বদনে মৎস্যদগ্ধ মহাসব, দগ্ধ মৎস্য, দগ্ধ মাংস, পশু দেহের শোণিত, শূকরের ওষ্ঠমাংস ও ভগলিঙ্গামৃত দান করিতে হইবে। ১৩০-১৩২

তৎকালে নীলসরস্বতীকে ঐ সকল দান করিয়া হরবক্ত্রে তাহার উচ্ছিষ্ট প্রদান ও বারম্বার পূজা করিয়া, পুনরায় বর্ণমালা দ্বারা পূজা করিবে। ১৩৩ ইহাই নীলসরস্বতীর সর্ব্বশোভন অন্তর্যজন কথিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি পরমভক্তিসহকারে পূজা করে, অয়ি মহাদেবি! সকল সিদ্ধি তাহার হস্তগত ও স্বয়ং বাণী তাহার বদনবাসিনী হইয়া থাকেন। ১৩৪

যে ব্যক্তি কুলাচারে প্রবৃত্ত হইয়া দিবারাত্র এই প্রকার ভাবনা করে, ভোগ মুক্তি এবং ইচ্ছাসিদ্ধি, তাহার করতলে বাস করিয়া থাকে। ইহাই নীলসরস্বতীর অন্তর্যজন। ১৩৫

১। মৎস্যং দগ্ধং ইতি পাঠান্তরম্।
২। চোষ্যজল্পং ইতি পাঠঃ।
৩। বসেৎ ইত্যপি পাঠঃ।
৪। চৈবং ইত্যপি পাঠঃ।
৫। বাঞ্ছাসিদ্ধিঃ ইত্যপি পাঠঃ।

৪—অথ মন্ত্রোদ্ধারপ্রকরণম্

অথ একজটামন্ত্রোদ্ধারঃ—

ব্রাহ্মণেতরবর্ণানাং ষট্‌কোণং কর্ণিকাগতম্।
ব্রাহ্মণানাং সদা লেখ্যং ত্রিকোণং কর্ণিকাগতম্ ॥ ১৩৬
মধ্যে কূর্চ্চং লিখেদ্বিদ্বান্ বৃত্তদ্বয়মতঃ পরম্।
ততশ্চাষ্টদলং লেখ্যং চতুর্ব্বীজসমন্বিতম্ ॥ ১৩৭
পূর্ব্বে লজ্জা বধূর্দ্দক্ষে উত্তরে ফঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
পশ্চিমে টং সমাখ্যাতং কোণে চ রেণুকাযুতম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং লিখেদ্ যন্ত্রং সুশোভনম্ ॥ ১৩৮
এবং যন্ত্রং পরিত্যজ্য ভিন্নযন্ত্রে প্রপূজয়েৎ।
তস্মৈ দত্ত্বা রুষা শাপং দেবী যাতি হরং প্রতি ॥ ১৩৯
অস্যা ভেদেন তারায়া বক্ষ্যামি তদনন্তরম্।
ত্রিকোণঞ্চ ত্রিবৃত্তঞ্চ লিখেচ্চাপি চতুর্দ্দলম্ ॥ ১৪০
ততশ্চাষ্টদলম্ লেখ্যং দ্বিবৃত্তং তদনন্তরম্।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং কামতারাপ্রপূজনে ॥ ১৪১

ইদানীং একজটার মন্ত্রোদ্ধার কথিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণসকলের কর্ণিকাগত ষট্‌কোণ, আর ব্রাহ্মণ সকলের সর্ব্বদা কর্ণিকাগত ত্রিকোণ লিখিতে হইবে। ১৩৬

বিদ্বান সাধক মধ্যে কূর্চ্চ (হুঁ) লিখিয়া, পরে বৃত্তদ্বয়, তৎপরে চতুর্বীজ-সমন্বিত অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। ১৩৭

পূর্ব্ব দলে লজ্জাবীজ (হ্রীঁ), দক্ষিণে বধূবীজ (স্ত্রীঁ), উত্তরে ফ ও পশ্চিমে ট বিন্যস্ত করিয়া কোণে রেণুকাযুক্ত (সূক্ষ্ম গন্ধদ্রব্য চূর্ণ বা কণা) চতুষ্কোণ ও চতুর্দ্বার সমন্বিত সুশোভন যন্ত্র অঙ্কিত করিবে। ১৩৮

যে ব্যক্তি সেই যন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য যন্ত্রে পূজা করে, দেবী তাহাকে শাপ দিয়া, ক্রোধভরে হরের নিকট গমন করিয়া থাকেন। ১৩৯

কিন্তু তারার (কামতারা) পূজায় ভিন্নরূপ ব্যবস্থা। ত্রিকোণ, ত্রিবৃত্ত ও চতুর্দ্দল লিখিয়া, পরে অষ্টদল ও তৎপরে দ্বিবৃত্ত এবং চতুরস্র ও চতুর্দ্বার লিখিতে হইবে। কামতারার পূজার এইরূপ বিধি বিহিত হইয়া থাকে। ১৪০-১৪১

এতাসাং ধারণযন্ত্রং যথা—

ত্রিকোণং সাধকাখ্যাঢ্যং[1] ষট্‌কোণং তদনন্তরম্‌ ।

লিখেদষ্টদলং পদ্মং ষোড়শস্বরসংবৃতম্‌ ॥ ১৪২

পদ্মাবত্যাশ্চ মন্ত্রেণ সপ্তবর্ণেন বেষ্টয়েৎ ।

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং কোণে বজ্রসমন্বিতম্‌ ॥ ইতি । ১৪৩

৫—অথ যন্ত্রসংস্কারপ্রকরণম্‌

অথোগ্রতারাযন্ত্রম্‌—

নবকোণং লিখেদাদৌ পঞ্চপত্রসমন্বিতম্‌ ।

দ্বিবৃত্তং দ্বিগুণং পদ্মং সর্ব্বত্র রেণুভূষিতম্‌ ॥ ১৪৪

চতুরস্রং চতুর্দ্বারং উগ্রতারাপ্রপূজনে ।

ষট্‌কোণঞ্চ চতুষ্কোণং পঞ্চবৃত্তসমন্বিতম্‌ ॥ ১৪৫

লিখেদষ্টদলং পদ্মং চতুরস্রাদিকন্তথা ।

বর্ত্তুলং বিন্দুসংযুক্তং ষট্‌কোণং তদনন্তরম্‌ ।

লিখেদষ্টদলং পদ্মং ভূগৃহং তদনন্তরং ॥ ১৪৬

অথ নীলতারিণীযন্ত্রম্‌—

ত্রিত্রিকোণং সমং লেখ্যং মধ্যে বিন্দুসমন্বিতম্‌ ।

দ্বিবৃত্তং ষড়্‌দলং বিদ্ধি ত্রিবৃত্তং দ্বাদশং দলম্‌ ॥ ১৪৭

ইঁহাদের ধারণযন্ত্র যথা,—প্রথমে সাধকের নাম লিখিয়া ত্রিকোণ ও পরে ষট্‌কোণ, তদনন্তর ষোড়শ-স্বরসংযুক্ত অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া, পদ্মাবতীর সপ্তবর্ণ মন্ত্রে তাহাকে বেষ্টন এবং কোণে বজ্রসমন্বিত চতুরস্র ও চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিবে। ১৪২-৪৩

উগ্রতারার যন্ত্র যথা—প্রথমে পঞ্চপত্রসমন্বিত নবকোণ লিখিয়া, পরে সর্ব্বত্র রেণুভূষিত দ্বিগুণ-দ্বিবৃত্ত অর্থাৎ চতুর্বৃত্ত পদ্ম এবং চতুরস্র ও চতুর্দ্বার সন্নিবদ্ধ করিবে। ১৪৪

পুনরায় পঞ্চবৃত্তসমন্বিত ষট্‌কোণ, চতুষ্কোণ ও চতুরস্রাদি অঙ্কিত করিয়া, অষ্টদল পদ্ম লিখিয়া, পরে বিন্দুসংযুক্ত বর্ত্তুল, ষট্‌কোণ, অষ্টদল পদ্ম ও তৎপরে ভূ-গৃহ রচনা করিবে। ১৪৫-৪৬

১। সাধকাখ্যঞ্চ—ইতি পাঠান্তরম্‌।

পুনর্বৃত্তত্রয়ং লেখ্যং চতুর্দ্বারাত্মকং গৃহম্ ।
দ্বিত্রিকোণঞ্চ ষট্‌কোণং বৃত্তং চাষ্টদলন্তথা ।
পুনর্বৃত্তং কলাপত্রং চতুর্দ্বারাত্মকং গৃহম্ ॥ ১৪৮
সাধারণযন্ত্রমেকজটাপ্রকরণোক্তং সর্ব্বত্র ইতি নবযন্ত্রোদ্ধারঃ* ॥

অথ যন্ত্রসংস্কারাঃ

তারানিগমে—
তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানে কাষ্ঠনির্ম্মিতে ।
স্বর্ণে রৌপ্যেঽথবা লৌহে যন্ত্রং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ ॥ ১৪৯
সংস্কারস্য নিত্যতামাহ তারাসারে—
অসংস্কৃতে তু যে যন্ত্রে পূজয়ন্তি নরাধমাঃ ।
জ্ঞানং পুণ্যং ন চেৎ পুত্রঃ সাধনে সিদ্ধয়ঃ কথং[১] ॥ ১৫০
যন্ত্রং লিখিত্বা যে পূজাং ন কুর্ব্বন্তি দিনে দিনে ।
তেষাং পূজাং ন গৃহ্নন্তি দেবাশ্চ চাসুরায় তৎ[২] ॥ ১৫১

নীলতারিণীর যন্ত্র, যথা—মধ্যে বিন্দুসংযুক্ত সম ও নবকোণ পদ্ম লিখিয়া, পরে দ্বিবৃত্ত ষড়্‌দল, তৎপর ত্রিবৃত্ত দ্বাদশদল ও পরে পুনরায় বৃত্তত্রয় ও চতুর্দ্বারাত্মক গৃহ অঙ্কিত করিবে । ১৪৭

পুনরায় দ্বি-ত্রিকোণ (দুইটি ত্রিকোণ), ষট্‌কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল, পরে বৃত্ত, ষোড়শদল ও চতুর্দ্বারাত্মক গৃহ অঙ্কিত করিতে হইবে । সর্ব্বত্রই একজটা-প্রকরণোক্ত সাধারণ যন্ত্র বিহিত । এই নবযন্ত্র উদ্ধৃত হইল । ১৪৮

অতঃপর যন্ত্রসংস্কারবিধি কথিত হইতেছে । তারানিগমে বলিয়াছেন । যথা—তাম্রপাত্র, কপাল, শ্মশান কাষ্ঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা লৌহ, এই সকলের কোন এক পাত্রে যথাবিধানে যন্ত্র অঙ্কিত করিবে । ১৪৯

তারাসারে সংস্কারের নিত্যতা বলিয়াছেন । যথা—যাহারা অসংস্কৃত যন্ত্রে পূজা করে তাহারা নরাধম , তাহাদের জ্ঞান ও পুণ্য সকলই নষ্ট হয় ; সিদ্ধির কথা আর বক্তব্য নহে । ১৫০

যাহারা যন্ত্র লিখিয়া প্রতিদিন পূজা না করে, দেবগণ তাহাদের পূজা গ্রহণ করেন না । সেই পূজা অসুরগণের ভোগ্য । ১৫১

* নবযন্ত্রোদ্ধারঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।
১ । পুণ্যজ্ঞানযুতৈর্হীনাঃ সাধনে সিদ্ধয়ঃ কথম্ । ইতি পাঠান্তরম্ ॥
২ । তেষাং পূজাং ন গৃহ্নন্তি দেবাঃ সিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ইতি পাঠান্তরম্ ।

তত্রৈব—

যন্ত্রস্য লেখনেঽশক্তঃ পুষ্পযন্ত্রে প্রপূজয়েৎ।
অপরায়াং জবায়াঞ্চ দ্রোণে চ করবীরকে ॥ ১৫২
গৌরীপট্টে শিবস্যাপি তত্ত্বপাত্রেঽথবা পুনঃ।
অভাবে সর্ব্বযন্ত্রাণাং শালগ্রামে জলেঽর্চ্চয়েৎ ॥ ১৫৩
সুমর্ত্ত্যাং সর্ব্ববর্ণাঞ্চ তদ্‌যন্ত্রে চ প্রপূজয়েৎ।
শালগ্রামেতরে যন্ত্রে শস্যতে শূদ্রযোষিতঃ।
গৌরীপট্টে তু পূজায়াং পাষাণাদৌ ন পার্থিবে ॥ ১৫৪

তথা শক্তিযামলে—

পার্থিবে যোনিবেত্তাস্তু পূজনে রেণুনাশকৃৎ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে ন মোক্ষঃ কোটিজন্মতঃ ॥ ইতি। ১৫৫
রক্তাসনস্থিতো বীর কামাখ্যামুখ এব চ।
লিখেদষ্টদলং পদ্মং কুঙ্কুমেন সুসিদ্ধয়ে ॥ ১৫৬
তত্র সংস্থাপয়েদ্‌ যন্ত্রং পঞ্চগব্যেন সেচয়েৎ।
বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ অস্ত্রেণ পুষ্পতাড়নম্‌ ॥ ১৫৭
মূলেন নিক্ষিপেদ্বিন্দূন্‌ লেপয়েচ্চন্দনেন চ।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্যন্ত্রং সমভ্যর্চ্চ্য বিলোকয়েৎ ॥ ১৫৮

তারাসারেই লিখিত আছে, যন্ত্রলেখনে অশক্ত হইলে, পুষ্পযন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। অপরাজিতা, জবা, দ্রোণ, করবীর এবং শিবলিঙ্গের গৌরীপট্ট, শিবের তত্ত্বপাত্র, ইহাদের অভাবে, শালগ্রামে বা জলে সকল যন্ত্রের অর্চনা করিবে। ১৫২-৫৩

শালগ্রাম ভিন্ন অন্য যন্ত্রে শূদ্র ও স্ত্রীর পূজা করা প্রশস্ত। গৌরীপট্টে পূজা করিতে হইলে, পাষাণাদিতে করিবে, পার্থিবে নহে। ১৫৪

শক্তিযামলে বলিয়াছেন, শিবলিঙ্গে যোনিপীঠে পার্থিব পূজা করিলে রেণুনাশ হয় এবং ঘোর নরকে পচিতে হয়; কোটিজন্মেও তাঁহার মোক্ষলাভ হয় না। ১৫৫

বীরসাধক রক্তাসনে আসীন হইয়া, কামাখ্যার মুখে পূর্ব্বমুখে সিদ্ধি-কামনায় কুঙ্কুম দ্বারা অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ১৫৬

সেই পদ্মে যন্ত্রস্থাপন করিয়া, পঞ্চগব্য দ্বারা তাহার অভিষেক করিবে।

ওঁ যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে সর্ব্বাধারায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ।
এতয়া বাপি গায়ত্র্যা শতৈস্তমভিমন্ত্রয়েৎ।
দেবতাভাবমাসাদ্য মূলমন্ত্রশতং জপেৎ ॥ ১৫৯
প্রতিষ্ঠোক্তক্রমেণাপি প্রতিষ্ঠাপ্য নিরীক্ষয়েৎ।
গায়ত্র্যা দেবতায়াস্তু শতং তমভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ১৬০
দেবীং তত্র সমাবাহ্য দশমূলেন মন্ত্রয়েৎ।
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা চোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ১৬১
কলাভির্দ্দশভির্ব্বাপি পঞ্চভির্ব্বাপ্যশক্তিতঃ।
তর্পণন্তু ততঃ কৃত্বা শতমষ্টোত্তরং হুনেৎ ॥ ১৬২
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ।
প্রণম্য ধার্য্যং তদ্‌যন্ত্রং সদা সদ্ভাবসিদ্ধয়ে।
গুরুণা কারয়েদ্বাপি স্বয়ং বাপি বিশোধয়েৎ ॥ ১৬৩
ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং হরসুন্দরি।
যোষিতামপি শূদ্রাণাং চাধিকারোঽত্র সন্নিধৌ ॥ ১৬৪

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যন্ত্র দর্শন, ফট্ মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা উহার তাড়ন, মূলমন্ত্রে উহাতে বিন্দু দিয়া চন্দন দ্বারা উহা লিপ্ত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা সম্যগ্ বিধানে যন্ত্রের অর্চ্চনা করত, পরে তাহা বিলোকন করিবে। ১৫৭-১৫৮

তৎপরে, ওঁ যন্ত্ররাজায় ইত্যাদি গায়ত্রী দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবতাভাব-সন্ধারণপূর্ব্বক শতবার মূলমন্ত্র জপ এবং প্রতিষ্ঠোক্ত ক্রমানুসারে প্রতিষ্ঠাপন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে হইবে। ১৫৯-১৬০

তৎপর দেবতার গায়ত্রী দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রণ করিয়া, দেবীকে তাহাতে সমাবাহনপূর্ব্বক দশবার মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিবে। ১৬১

পরে আটবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, নানাপ্রকার উপচার দ্বারা পূজা করত, দশ অথবা অশক্ত হইলে পঞ্চ কলা দ্বারাও তর্পণ ও তৎপর অষ্টোত্তর শত হোম করিতে হইবে। ১৬২

হোম করিতে অশক্ত হইলে, দ্বিগুণ জপ করিবে। অনন্তর প্রণাম করিয়া সর্ব্বদা সদ্ভাবসিদ্ধির জন্য সেই যন্ত্র ধারণ করিতে হইবে। গুরুর দ্বারা যন্ত্রের শোধন করাইবে, অথবা স্বয়ং শোধন করিয়া লইবে। ১৬৩

সর্ব্বত্র হোমে পূজায়াং সংস্কারে বালকস্য চ।
প্রয়োগে যত্র সংশুদ্ধৌ স্রজঃ সংস্কারকর্ম্মণি॥ ১৬৫
শবানাঞ্চ চিতানাঞ্চ লতানাঞ্চাপি সাধনে।
লজ্জা তু প্রণবস্থানে হ্রীঁ বীজং বহ্নিবল্লভা॥ ১৬৬
সেতুস্থানে কূর্চ্চবীজং ঘোঢ়ায়াঃ[1] কামবীজকম্।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শূদ্রযোষিতঃ॥ ১৬৭

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে
তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
দ্বিতীয়পটলে যন্ত্রসংস্কারঃ।

অয়ি হরসুন্দরি! এইরূপ সদানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও স্ত্রী সকলেরই অধিকার আছে। ১৬৪

শূদ্র ও স্ত্রীগণের পক্ষে সর্ব্ববিধ হোম, পূজা, বালকের সংস্কার, মালা প্রয়োগ, সংশোধন, মালাসংস্করণ, শবসাধন চিতাসাধন ও লতাসাধন সর্ব্বত্রই প্রণবস্থানে লজ্জাবীজ, সেতুস্থানে কূর্চ্চবীজ (হুঁ) ও ঘোঢ়ায় কামবীজ (ক্লীঁ), বিন্যস্ত করিলে, স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। ১৬৫-৬৭

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে
দ্বিতীয় পটলে যন্ত্রসংস্কার সমাপ্ত।

১। ঘোঢ়ায়াং ইতি পাঠঃ।

৬—অথ মালাপ্রকরণম্

তারানিগমে—

নৃকপালস্য খণ্ডেন রচিতা জপমালিকা।

মহাশঙ্খময়ী মালা অকস্মাৎ সিদ্ধিদা স্মৃতা ॥ ১৬৮

দন্তৈর্বা প্রকর্ত্তব্যা তথা চাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ।

কালী তারা মহাবিদ্যা যন্ত্রে তিষ্ঠত্যতন্দ্রিতা ॥ ১৬৯

অভাবে স্ফাটিকী মালা মহাশঙ্খস্য শঙ্কর।

শোধয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৭০

মহাশঙ্খজপাদ্বৎস অকস্মাৎ সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।

মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্ফাটিকে স্যাদ্রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধিভাক্ ॥ ১৭১

কুশগ্রন্থিঃ শান্তিকে স্যাৎ খরদন্তা চ মারণে।

উচ্চাটনে চাশ্বদন্তা বশ্যে প্রবালমালিকা ॥ ১৭২

বিদ্যায়াঞ্চ ধনে চাপি স্ত্রিয়ামাকর্ষণে তথা।

শত্রূণাং স্তম্ভনে বাপি মালা রৌপ্যময়ী তথা ॥ ১৭৩

এক্ষণে মালাপ্রকরণ লিখিত হইতেছে। তারানিগমে উক্ত হইয়াছে, নর-কপালখণ্ডে বিরচিত জপমালা এবং মহাশঙ্খময়ী মালা শীঘ্র সিদ্ধি দিয়া থাকে। ১৬৮

দন্ত দ্বারা অথবা অঙ্গুলিপর্ব্ব দ্বারা জপমালা নির্ম্মাণ করিতে হইবে। কালী ও তারা এই মহাবিদ্যাদ্বিতয় যন্ত্রমধ্যে অতন্দ্রিতভাবে (তন্দ্রাহীনভাবে সতত জাগ্রত) শোভমানা হইয়া বিদ্যমান থাকেন। ১৬৯

মহাশঙ্খের অভাবে স্ফটিকনির্ম্মিত মালা শোধন করিয়া তাহা দ্বারা জপ করিলে সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধি হয়। ১৭০

স্ফটিকের মালা বিশেষরূপে শোধন করিয়া জপ করিতে হইবে। হে বৎস! মহাশঙ্খের মালায় জপ করিলে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধিভাক্ হওয়া যায়। ১৭১

স্ফটিক মালায় জপ করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয়; রুদ্রাক্ষে সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে; শান্তিকার্য্যে কুশগ্রন্থি, মারণে গর্দ্দভের দন্ত, উচ্চাটনে অশ্বের দন্ত এবং বশ্যে প্রবালের মালিকা প্রশস্ত। ১৭২

আর বিদ্যা, ধন, স্ত্রীগণের আকর্ষণ, শত্রুগণের স্তম্ভন—এই সকল কার্য্যে রৌপ্যের মালা ব্যবহার করিবে। ১৭৩

সংস্কারে নিত্যতামাহ—

অসংস্কৃতমালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ[১]।
তস্মৈ দত্ত্বা রুষা পাপং দেবী যাতি হরং প্রতি ॥ ১৭৪
ত্রিকোণং সংলিখেদ্ভূমৌ মালাং তত্র নিধাপয়েৎ।
দেবপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ তত্র দেবীং প্রতিষ্ঠয়েৎ ॥ ১৭৫
সংস্কৃত্য তত্ত্বং তেনৈব সহস্রবিন্দুকং ক্ষিপেৎ।
সিন্দুরকরবীরাদ্যৈঃ পূজয়েত্তারিণীং পরাম্ ॥ ১৭৬
তুলসীগোময়াস্পৃষ্টাং গঙ্গাস্পষ্টাঞ্চ মালিকাম্।
গোপয়েদ্বহুযত্নেন গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥ ১৭৭
অপমৃত্যুগতস্যাপি চাস্থি বিপ্রেতরস্য চ।
স্ত্রীকর্ণবেধে দেবেশি চাস্থি চাদায় যত্নতঃ।
ধমন্যা গ্রথযেন্মালাং রক্তসূত্রেণ বা পুনঃ ॥ ১৭৮
ইতি মহাশঙ্খমালা।

মালা সংস্কারের নিত্যতা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি মালা সংস্কার না করিয়া, তদ্দ্বারা মন্ত্র জপ করে, তাহা হইলে দেবী কুপিতা হইয়া তাহাকে অভিসম্পাত করত শিব সন্নিধানে গমন করিয়া থাকেন। ১৭৪

ভূমিতে ত্রিকোণ লিখিয়া, তাহাতে মালা সন্নিবেশিত ও দেবপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রে উহাতে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে। ১৭৫

তৎপর তত্ত্বসংস্করণপূর্ব্বক উহাতে সহস্রবিন্দু নিক্ষেপ করিয়া সিন্দূর ও করবীরাদি দ্বারা তারিণীর পূজা করিবে। ১৭৬

মালাকে তুলসী বা গোময় স্পর্শ করাইবে না এবং গঙ্গাজলও স্পৃষ্ট না করাইয়া বহুযত্নে গোপনে রাখিবে; এমন কি, গুরুকেও দেখাইবে না। ১৭৭

যাহার অপমৃত্যু হইয়াছে, এরূপ ব্রাহ্মণেতর বর্ণের অস্থি এবং যাহার কর্ণবেধ হয় নাই, এরূপ স্ত্রীর অস্থি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিয়া ধমনী দ্বারা, অথবা রক্তবর্ণ সূত্র দ্বারা মালা গাথিয়া লইবে। ইহাই মহাশঙ্খমালা। ১৭৮

১। যশ্চাসংস্কৃতমালাভির্মন্ত্রং জপতি মানবঃ ইতি পাঠান্তরম্।

অথ সামান্যমালা।

মারণে পঞ্চদশকমষ্টাদশ সদোচ্চটে।

অষ্টাবিংশতিমালাভির্ব্বশ্যেঽপ্যাকর্ষণে তথা ॥ ১৭৯

ধনার্থং ত্রিংশতা জপ্যং সিদ্ধৌ স্যাৎ পঞ্চবিংশতিঃ।

একপঞ্চাশন্মনুভিঃ সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৮০

ব্রাহ্মণীক ন্যকা যা তু অনূঢ়া স্যাৎ কলেবরে।

কৃতসূত্রৈশ্চ কর্ত্তব্যং স্রজং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ১৮১

শান্তিকে কর্পসূত্রং স্যাৎ সিদ্ধৌ স্যাদ্রক্তসূত্রকম্।

বর্ণরূপে জ্ঞানসূত্রং কৃষ্ণসূত্রন্তু মারণে[১] ॥ ১৮২

আকর্ষণে নীলসূত্রং ধমনী সর্ব্বসিদ্ধিদা।

ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতম্ ॥ ১৮৩

সার্দ্ধদ্বয়াবেষ্টনেন গ্রন্থিং কুর্য্যাদ্ যথা দৃঢ়ম্।

ব্রহ্মগ্রন্থিযুতাং কুর্য্যাদ্ গ্রন্থিং বাপি ত্রিবেষ্টিতাম্ ॥ ১৮৪

সামান্যমালা, যথা—মারণে পঞ্চদশ, উচ্চাটনে অষ্টাদশ, বশ্যে ও আকর্ষণে অষ্টাবিংশতি, ধনার্থে ত্রিংশৎ ও সিদ্ধিবিষয়ে পঞ্চবিংশতি বার মন্ত্র মালা দ্বারা জপ করিবে। একপঞ্চাশৎ মন্ত্রজপ দ্বারা সকল প্রকার সিদ্ধিই সংগৃহীত হইয়া থাকে। ১৭৯-১৮০

যাহার রাজোদর্শন হয় নাই, এরূপ অনূঢ়া ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা সূত্র কাটাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা মালা গ্রথিত করিলে, সর্ব্ববিধ সুখজনক হইয়া থাকে। ১৮১

শান্তি কার্যে কার্পাস সূত্র প্রশস্ত; সিদ্ধিতে রক্তবর্ণ সূত্র, বর্ণরূপে জ্ঞানসূত্র, মারণে কৃষ্ণসূত্র ও আকর্ষণে নীলসূত্র এবং ধমনী দ্বারা মালা গাঁথিলে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিই সংগৃহীত (সমাহৃত) হয়। ১৮২-১৮৩

দৃঢ়সূত্র নবগুণ করিয়া সার্দ্ধদ্বয় (আড়াই) বেষ্টনপূর্ব্বক, দৃঢ়রূপে ব্রহ্মগ্রন্থি প্রদান করিতে হইবে। অথবা গ্রন্থিকে আবার ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত ও ত্রিবেষ্টিত করিয়া গ্রন্থি হইবে। ১৮৪

১। শান্তৌ কার্পাসসূত্রং স্যাৎ সিদ্ধৌ স্যাদ্রক্তসূত্রকম্।
জ্ঞানসূত্রং বর্ণরূপে কৃষ্ণসূত্রন্তু মারণে। ইতি পাঠান্তরম্।

অথবা গ্রন্থিকং তত্র দৃঢ়রজ্জুসমন্বিতম্ ।
এষা পুণ্যময়ী মালা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা মতা ॥ ১৮৫
অথ শোধনম্ ।
অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পক্ষাকারন্তু কারয়েৎ ।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকামূলমুচ্চরন্ ।
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ ॥ ১৮৬
বামদেবস্তু মহাকুলার্ণবে—
ওঁ বামদেবায় সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরায় সর্ব্বপাপহরায় সর্ব্বমালিকেশ্বরায়
ওঁ হুঁ ওঁ ঐঁ ক্রূঁ ফট্ ইত্যনেন চন্দনকুঙ্কুমগোরোচনাদিভির্ঘর্ষয়েৎ ।
তত্ত্বাজ্ঞৈর্ন তু নেতব্যো বামদেবস্তু বৈদিকঃ ।
কুলাচারবিহীনানাং ন বেদাঃ ফলদায়কাঃ ॥ ১৮৭
লজ্জা তু সুভগা চৈব বাগ্‌ভবং কাম এব চ ।
এতেন বীক্ষণং কুর্য্যাত্তারামন্ত্রসুসিদ্ধয়ে ॥ ১৮৮
ইতি বীক্ষয়েৎ ।

অথবা যে প্রকারে গ্রন্থি দৃঢ় হয় সেই প্রকার গ্রন্থি করিতে হইবে এবং গ্রন্থিকে দৃঢ়সূত্র রজ্জু দ্বারা সংযুক্ত করিবে । ইহাই পুণ্যময়ী মালা এবং সর্ব্ববিধ সিদ্ধি প্রদান করে । ১৮৫

এক্ষণে শোধন বিধি বর্ণিত হইতেছে । নয়টি অশ্বত্থ পত্র দ্বারা পক্ষাকার করিয়া, মাতৃকা-মূলোচ্চারণপূর্ব্বক তন্মধ্যে মালাকে স্থাপন এবং পঞ্চগব্য দ্বারা ক্ষালন ও বামদেব মন্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিবে । ১৮৬

বামদেব মন্ত্র । যথা, মহাকুলার্ণবে বলিয়াছেন, ওঁ বামদেবায় সর্ব্ব-সিদ্ধীশ্বরায়......ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া চন্দন, কুঙ্কুম ও গোরোচনাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিতে হইবে ।

যাহারা তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা বৈদিক বামদেব গ্রহণ করিবেন না । কেননা, কুলাচারবিহীনদিগের পক্ষে বেদ (বৈদিক মন্ত্র) ফলদায়ক হয় না । ১৮৭

লজ্জাবীজ (হ্রীং) সুন্দর, বাগ্‌ভবা বীজ (ঐঁ) কামরূপ । তারামন্ত্র সুসিদ্ধির জন্য ওঁ হ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ এই কয়টি মন্ত্র বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক বিশেষভাবে বীক্ষণ (নিরীক্ষণ) করিতে হইবে । ১৮৮

ততঃ শতাভিমন্ত্রিতং মূলেন কুর্য্যাৎ। ততো মাতৃকাবর্ণৈঃ প্রত্যেক-বিন্দুং নিক্ষিপেৎ প্রতিমাসু মূলেন দেবীং তর্পয়েৎ।

মূলেন স্নাপয়েন্মালাং কুঙ্কুমেনাপি লেপয়েৎ।
ঘর্ষয়েদ্বিধিবোধেন কামবীজেন পূজয়েৎ ॥ ১৮৯
ততশ্চ মূলমন্ত্রং হি মালোপরি শতং জপেৎ।
তত্র দেবীং প্রতিষ্ঠোক্তবিধিনা প্রতিষ্ঠাপয়েৎ ॥ ১৯০

তত আবাহনমুদ্রাভিরাবাহয়েৎ। ততঃ ষোড়শোপচারৈঃ পঞ্চোপ-চারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। তত অষ্টোত্তরশতং হুনেৎ। তদশক্তৌ দ্বিগুণজপঃ। ততঃ সপ্ত প্রদক্ষিণং কৃত্বা প্রাণায়ামং কৃত্বা করাঙ্গষড়ঙ্গন্যাসৌ বিন্যস্য মালাং শিরসি সংবেষ্ট্য গোপয়েৎ।

মুখে মুখন্তু সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিযোজয়েৎ।
মুখতঃ প্রজপেন্মন্ত্রী পুচ্ছতো ন কদাচন ॥ ১৯১
পুচ্ছতঃ প্রজপিত্বা তু শোকদুঃখভয়াদিকম্।
কৃতাঞ্জলির্যস্য দেবী তস্যাপি নারকং কিল ॥ ১৯২

অনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা শতবার অভিমন্ত্রিত (আবাহন, আমন্ত্রণ) করিয়া পরে মাতৃকাবর্ণ দ্বারা প্রতিমা সকলে প্রত্যেক বিন্দু নিক্ষেপ ও মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীর তর্পণ করিতে হইবে। পরে মূল মন্ত্র দ্বারা মালাকে স্নান করাইয়া, কুঙ্কুম দ্বারা লেপন করিতে হইবে। অনন্তর বিধিবোধানুসারে ঘর্ষণ ও কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ১৮৯

পরে মালার উপরে শত মূল মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনন্তর তাহাতে প্রতিষ্ঠোক্ত বিধানানুসারে দেবীকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে। ১৯০

তারপরে আবাহন মুদ্রা দ্বারা আবাহন, তৎপশ্চাৎ ষোড়শ উপচারে অথবা পঞ্চ উপচার দ্বারা পূজার পরে অষ্টোত্তর শত হোম—তাহাতে অশক্ত হইলে, দ্বিগুণ জপ করিয়া সাতবার প্রদক্ষিণ ও প্রাণায়াম করত করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। পরে মালাকে মস্তকে সবিশেষ বিধানে বেষ্টন করিতে হইবে।

অতঃপর মুখে মুখ সংযোজনপূর্ব্বক পুচ্ছে পুচ্ছ নিয়োজন করিয়া, মুখ হইতে জপ করিবে; পুচ্ছ হইতে কখন জপ করিবে না। ১৯১

পুচ্ছ হইতে জপ করিলে শোক, দুঃখ ও ভয়াদি ভোগ করিতে হয়। দেবী যাহার বশবর্ত্তিনী, তাহারও নরক হয়। ১৯২

ন সদ্গতির্ন বৈ সিদ্ধির্বিঘ্নস্তস্য সদা ভবেৎ।
শব্দে জাতে ভবেদ্রোগো ধূননং বহুদুঃখদম্।
হেলনাৎ সিদ্ধিহানিঃ স্যাত্তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ॥ ১৯৩
ইতি মালাসংস্কারঃ।

৭—অথ হোমপ্রকরণম্

প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো রেখা বিলেখয়েৎ।
তন্মধ্যে চ চতুঃকোষ্ঠং লেপং কুর্য্যাদ্বিধানতঃ॥ ১৯৪
ত্রিকোণমাদৌ লিখ্যাথ মধ্যে লজ্জাসমন্বিতম্।
বৃত্তং ততশ্চ ষট্কোণং কোণবজ্রচতুষ্টয়ম্॥ ১৯৫
গজকুম্ভং বাহ্যকোণে দ্বারে যোনিদ্বয়ং দ্বয়ম্।
অষ্টযোনিযুতং চক্রং গজকুম্ভচতুষ্টয়ম্॥ ১৯৬
এবং কুণ্ডং স্থণ্ডিলং বা কৃত্বা দেবীং বিভাবয়েৎ।
অগ্নৌ প্রপূজয়েদ্বিষ্ণুং ঐশান্যাং শূলধারিণম্॥ ১৯৭
বায়ব্যাঞ্চাপি ব্রহ্মাণং নৈঋর্ত্যামিন্দ্রমেব চ।
লক্ষ্মীং সরস্বতীং পূর্ব্বে দ্বে ত্রিকোণে প্রপূজয়েৎ॥ ১৯৮

তাহার সদ্গতি হয় না, পদে পদেই বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। জপ করিবার সময় শব্দ হইলে, রোগ ভোগ করিতে হয়; ধূনন (কম্পন) করিলে বহুক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে; মালা হেলিয়া পড়িলে, সিদ্ধির ব্যাঘাত হয়। সেইজন্য সাধককে যত্নপরায়ণ হইয়া জপ করিতে হইবে। ইহাই মালা-সংস্কার। ১৯৩

হোম যথা,—পূর্ব্বদিকে বা উত্তরদিকে মুখ করিয়া, তিনটি রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। তন্মধ্যে বিধানানুসারে চারিটি কোষ্ঠ লেপন করিয়া প্রথমে ত্রিকোণ লিখিয়া, মধ্যে লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) সমন্বিত বৃত্ত, পরে ষট্কোণ, কোণে বজ্রচতুষ্টয়, বাহ্যকোণে গজকুম্ভ, দ্বারদেশে যোনিদ্বয়, অষ্টযোনিযুত চক্র ও গজকুম্ভচতুষ্টয় সন্নিবিষ্ট করিবে। ১৯৪-১৯৬

এইরূপে কুণ্ড বা স্থণ্ডিল রচনা করিয়া দেবীকে ভাবনা করিতে হইবে। অনন্তর অগ্নিকোণে বিষ্ণুর, ঈশানকোণে শূলধারীর, বায়ুকোণে ব্রহ্মার, নৈঋতে

শচীং কৃষ্ণাং চোত্তরস্যাং ছায়াং গঙ্গাঞ্চ পশ্চিমে।
দুর্গাং দেবীঞ্চ ত্রিপুটাং দক্ষিণস্যাং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৯৯
প্রাগগ্রেষু যজেদ্দেবান্ মুকুন্দেশ-পুরন্দরান্।
যজেদ্বা চোত্তরাগ্রেষু ব্রহ্মবৈবস্বতেন্দুকান্ ॥ ২০০
দেবীং প্রপূজয়েৎ পশ্চাৎ ষট্‌কোণেষু সদাশিব।
দুর্গাং কাঞ্চীং তথা কালীং ত্রিপুরাং ভৈরবীস্তথা ॥ ২০১
অসিতাং পূজয়েৎ কোণে তারিণীং মোক্ষদায়িনীম্।
মধ্যে প্রপূজয়েদ্বৎস যথাশক্ত্যুপচারকৈঃ ॥ ২০২
দেব্যা যোনিং বিভাব্যাথ ভাবয়েচ্চ রজোবৃতাম্।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা কাষ্ঠং তত্র নিপাতয়েৎ ॥ ২০৩
ততো বহ্নিং সমানীয় কাংস্যপাত্রে স্থিতং শুভম্।
ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যনেন ত্যজেদ্ বুধঃ ॥ ২০৪
পুনর্ম্মূলেন চানীয় যোনিমধ্যে নিধাপয়েৎ।
যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্যাথ মূলমন্ত্র জপেদ্দশ ॥ ২০৫
তত্র দেবীং চিন্তয়িত্বা রজসা যোনিমণ্ডলম্।
গন্ধপুষ্পেণ সংপূজ্য দেবীং সর্ব্বার্থসাধিনীম্ ॥ ২০৬

ইন্দ্রের, পূর্ব্ব দুই কোণে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর, উত্তর দুই কোণে কৃষ্ণা ও শচীর, পশ্চিমে গঙ্গা ও ছায়ার, দক্ষিণে দেবী দুর্গা ও ত্রিপুটার বিশেষরূপে পূজা করিয়া প্রাগগ্ররেখায় মুকুন্দ, মহেশ ও পুরন্দরের অর্চ্চনা এবং উত্তরাগ্ররেখায় ব্রহ্মা, বৈবস্বত ও চন্দ্রের আরাধনাপূর্ব্বক, পরে ছয়কোণে দেবী দুর্গা, কাঞ্চী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী, অসিতা ও মোক্ষদায়িনী তারিণীর যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পরে দেবীর যোনি ভাবনা এবং উহা রজোযুক্তা চিন্তা করিতে হইবে। ১৯৭-২০২

অনন্তর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে কুণ্ডমধ্যে কাষ্ঠনিপাতন-পূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন ও কাংস্যপাত্রস্থিত সেই শুভ বহ্নিকে, ওঁ ক্রব্যাদেভ্যো, ইত্যাদি বলিয়া, ক্রব্যাদংশ ত্যাগ করিতে হইবে। ২০৩-২০৪

পুনরায় মূলমন্ত্রে আনয়ন ও যোনিমধ্যে সংস্থাপন এবং যোনিমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে মূলমন্ত্র দশবার জপ করিবে। ২০৫

অনন্তর তাহাতে দেবীর চিন্তা করিয়া, রজোযুক্ত যোনিমণ্ডল চিন্তা করিয়া

ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিধ্বংসয় মম সত্বান্ শত্রূন্ গ্রস গ্রস দুষ্টান্ পাপান্ পিব পিব অনেন হোমেন সর্ব্বাজ্ঞাং জ্ঞাপয় মম সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয় স্বাহা ইতি পঠিত্বা বহ্নিং ধ্মাপয়েৎ।

(ধ্যানম্)

রজোগুণসমুদ্ভূতং রক্তবর্ণং ত্রিলোচনম্।
দ্বিভুজং সর্ব্বপাপঘ্নং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।
নানালঙ্কারসংযুক্তং বহুজিহ্বাসমন্বিতম্॥ ২০৭

এবং ধ্যাত্বা অগ্নে ত্বং বরদনামাসি ইতি নাম কৃত্বা বরদনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা। ইত্যাবাহয়েৎ

ততো মূলেন নমস্কুর্য্যাৎ। এবং আজ্যস্যাপি স্রুবস্য চ। আজ্যপাত্রস্য দক্ষিণভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা মূলেন অগ্নের্দক্ষিনেত্রে জুহুয়াৎ। তথা বামভাগাদাজ্যং গৃহীত্বা বামনেত্রে। মধ্যতো মধ্যনেত্রে।

গন্ধপুষ্প দ্বারা সর্ব্বার্থসাধিনী দেবীর সম্যগ্রূপে পূজা করত ওঁ চিৎ পিঙ্গল, ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে। ২০৬

অনন্তর, অগ্নিকে রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত, রক্তবর্ণ, ত্রিলোচন, দ্বিভুজ, সর্ব্ব-পাপঘ্ন, সমিদ্ধ (জ্বালিত—উদ্ভাসিত), বিশ্বমুখ, বিবিধ অলঙ্কারভূষিত, বহু-জিহ্বা-সমন্বিত, এইরূপে অগ্নির ধ্যান করিবে। ২০৭

অগ্নে! তুমি বরদনামা, এই বলিয়া, অগ্নির নামকরণ করিয়া, হে বরদনামক অগ্নি! এখানে আগমন কর—আগমন কর; এখানে অবস্থিতি কর—অবস্থিতি কর, আমার সমুদায় কার্য্য নিষ্পাদন কর, এইরূপ উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহার আবাহন করিতে হইবে।

তৎপরে মূলমন্ত্রে নমস্কার করিয়া, পরে আজ্য ও স্রুবেরও আবাহনাদি-সাধনপূর্ব্বক আজ্য পাত্রের দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া মূল দ্বারা অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে হোম করিবে। তদনন্তর বাম ভাগ হইতেও সেইরূপ আজ্য গ্রহণ করিয়া বামনেত্রে ও মধ্য হইতে গ্রহণ করিয়া মধ্যনেত্রে হোম করিতে হইবে।

ততো মহাব্যাহৃতিভিঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ স্বাহা। ইতি স্ত্রীশূদ্রয়োর্ব্বিনা।

ততো মূলেন একাদশাহুতী হুত্বা শ্রীতারাদেব্যাঃ পীঠদেবতাভ্যঃ স্বাহা। ততঃ অক্ষোভ্যঋষয়ে।

ততঃ কাম্যকর্ম্ম চেৎ সঙ্কল্প্য নিত্যঞ্চেন্ন তথা। ত্রিমধ্বন্বিতেন প্রকৃতহোমং সমাপ্য স্ত্রীশূদ্রেতরো মহাব্যাহৃতিভির্হুত্বা আবরণদেবতাভ্য অষ্টাহুতীর্হুত্বা বহ্নিং গন্ধপুষ্পমাল্যতাম্বূলৈরভ্যর্চ্চ্য শ্রীসদাশিবং পূর্ব্বস্রুবাহুতিত্রয়ং দত্বা মূলেন পূর্ণাহুতিং দত্বা বহ্নিং প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণম্য কাম্যে দক্ষিণাদিঃ। তিলকন্তু মূলেন সংহারমুদ্রয়া ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ। ইতি হোমঃ॥

যত্রান্তে কমলা কৃতাঞ্জলিপরা বীণাধরা সারদা,
তারাবাক্যমনুস্মরন্ প্রিয়তমং বামাবচঃ কারণম্।

অনন্তর, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। এই মন্ত্রদ্বারা মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হইবে। স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে মহাব্যাহৃতি হোম নিষিদ্ধ। তারপর মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ আহুতি প্রদান করত শ্রীতারাদেব্যাঃ পীঠদেবতাভ্যঃ স্বাহা মন্ত্রে পীঠদেবতাগণের উদ্দেশে আহুতি প্রদানানন্তর অক্ষোভ্যঃ ঋষয়ে স্বাহা মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি দিতে হইবে।

তৎপর কাম্য কর্ম্ম হইলে সংকল্প করিয়া এবং নিত্য কর্ম্ম হইলে সঙ্কল্প ব্যতিরেকে হোম করিতে হইবে। ত্রিমধুযুক্ত হোমীয় দ্রব্য দ্বারা প্রকৃত হোম সমাপন করত স্ত্রী ও শূদ্রেতর ব্যক্তিগণ মহাব্যাহৃতি দ্বারা হোম, আবরণ দেবতাগণের উদ্দেশে অষ্ট আহুতি দান, গন্ধ পুষ্প মাল্য ও তাম্বূল দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া পূর্ব্বস্রুব দ্বারা শ্রীসদাশিবকে আহুতিত্রয় প্রদান, মূলমন্ত্র সহযোগে পূর্ণাহুতি প্রদান ও বহ্নিকে প্রদক্ষিণ করণানন্তর প্রণাম করিতে হইবে। কাম্যকর্ম্ম হইলে দক্ষিণাদি দান করিতে হইবে। অতঃপর মূলমন্ত্রে তিলক ধারণ করিয়া সংহারমুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক 'ক্ষমস্ব'—ক্ষমা কর বলিয়া, অগ্নির বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই হোম।

যাঁহার সমীপে স্বয়ং কমলা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিয়াছেন, সারস্বত প্রদাত্রী সারদা (সরস্বতী) বীণাধারিণী হইয়া যাহাকে সেবা করেন,

ব্রহ্মানন্দকৃতৌ সুসাধনবিধৌ তারারহস্যে শুভে,
দীক্ষাদৌ পটলো দ্বিতীয়ঃ শুভদঃ সত্যঃ সুসিদ্ধিপ্রদঃ[১] ॥ ২০৮

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ॥ ২ ॥

সেই তারাদেবীর স্মরণমননপূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী ভাবে কাজ করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরমবাক্য সম্পদ লাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃত সুসাধন বিধিসমন্বিত তারারহস্যে শুভ ও সুসিদ্ধিপ্রদ দীক্ষাদি বিধিসংযুক্ত দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত হইল। ২০৮

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত সর্ব্ব-রহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে দ্বিতীয় পটল সমাপ্ত ॥ ২ ॥

১। দীক্ষাদ্যঃ পটলো দ্বিতীয় ইতি সংসিদ্ধিপ্রদঃ সত্বরম্। ইতি পাঠান্তরম্।

তৃতীয়ঃ পটলঃ।

১—অথ মন্ত্রবিস্মরণ-প্রায়শ্চিত্তম্—

তারানিগমে তারার্ণবে চ। অন্যাসাং ব্যবস্থান্যত্রৈব[1]।

তত্রাদৌ মন্ত্রবিস্মরণে প্রায়শ্চিত্তম্—

কালীতারাসু বিদ্যাসু যদি স্যান্মন্ত্রবিভ্রমঃ।
তারাপূজাং ততঃ কৃত্বা চৈকলিঙ্গে শিবালয়ে ॥ ১
কুশাসনস্থিতো বীরো জপেৎ পদ্মাবতীমনুম্।
একাদশসহস্রাণি ততো মন্ত্রস্মৃতির্ভবেৎ ॥ ২
কালীতারাসু বিদ্যাসু চক্রচিন্তা ন বিদ্যতে।
অরিদোষাদিদোষাদ্যৈর্ন লোকো লিপ্যতে কচিৎ ॥ ৩
যদি ভাগ্যবশাদ্দেবি তারামন্ত্রং প্রলভ্যতে।
ঋণিধন্যাদিকং[2] চক্রং ন চ তত্র পরীক্ষয়েৎ ॥ ৪
তারাবিদ্যা চক্রমধ্যে ন কদাচিদ্ধনী ভবেৎ।
মহাচীনক্রমং প্রাপ্য সর্ব্বস্যৈব ঋণী ভবেৎ ॥ ৫

মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া গেলে, যে প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, এক্ষণে তাহা কথিত হইতেছে। তারানিগম ও তারার্ণবে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অন্যান্য দেবীগণের মন্ত্রবিস্মরণের প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা অন্যান্য তন্ত্রে বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কালী ও তারা এই উভয় বিদ্যার মন্ত্র যদি ভুলিয়া যাওয়া হয়, তাহা হইলে একলিঙ্গে শিবালয়ে কুশাসনে আসীন হইয়া তারার পূজা করিয়া পদ্মাবতী মন্ত্র জপ করিবে। একাদশ সহস্রবার জপ করিলে, মন্ত্র স্মরণপথে উপস্থিত হইবে। ১-২

কালী ও তারামন্ত্রে চক্রচিন্তার বিধান নাই। অরিদোষাদির দোষাদিতেও কোন স্থলে লোকের (উপাসকের) লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ৩

হে দেবি! যদি ভাগ্যবশে তারামন্ত্র লাভ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে ঋণীধনী প্রভৃতি চক্রের পরীক্ষা করিবে না। ৪

১। ব্যবস্থাপ্যত্রৈব ইতি পাঠান্তরম্।
২। ঋণধন্যাদিকম্ ইতি পাঠান্তরম্।

তস্মাদ্দেব্যাশ্চ তারায়াঃ প্রাণান্তেঽপি চ সাধকঃ।
সাধনে পূজনে বাপি মহাচীনং ত্যজেন্ন চ ॥ ৬
মহাচীনং মহানীলং ন সাধয়তি যো নরঃ।
ন তস্য সাধনে শক্তিঃ কুম্ভীপাকে মহীয়তে ॥ ৭
বামাচারং পরিত্যজ্য পূজনং বা জপঞ্চরেৎ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ৮
বামাচারং বিনা দেবি তারায়াঃ পরিপূজনম্।
শোকায় মরণায়েহ পরে চ নরকায় চ ॥ ৯
ন পূজা ন জপো যস্য ন সন্ধ্যা ন চ তর্পণম্।
মহাচীনক্রমং কৃত্বা স গচ্ছেত্তারকাপদম্ ॥ ১০
পঞ্চতত্ত্বং বিনা দেবি ব্রাহ্মণঃ শূদ্রতামিয়াৎ।
পঞ্চতত্ত্বযুতো'দেবি শূদ্রোঽপি বিপ্রতাং ব্রজেৎ ॥ ১১
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈবান্ত্যজাস্তথা।
মহাচীনক্রমং কৃত্বা শিবঃ সাক্ষাদ্ ভবেৎ স্বয়ম ॥ ১২

তারাবিদ্যা চক্রমধ্যে পঠিত হইলে কখন ধনী হয় না। মহাচীনক্রম প্রাপ্ত হইলে, তারাবিদ্যা সকলেরই ঋণী হইয়া থাকে। ৫

সেইজন্য তারা দেবী সাধন ও পূজনে সাধক প্রাণান্তেও কখনও মহাচীনক্রম ত্যাগ করিবে না। ৬

যে ব্যক্তি মহাচীন* ও মহানীল সাধন না করে, তাহার সাধনে শক্তি নাই। তাহাকে কুম্ভীপাক নরকে বাস করিতে হয়। ৭

বামাচার ত্যাগ করিয়া জপ বা পূজা করিলেও, যাবৎ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের অধিকার (রাজত্ব) থাকে, তাবৎ ঘোর নরক ভোগ করিতে হয়। ৮

দেবি! বামাচার ব্যতিরেকে দেবী তারার বিশেষরূপে পূজা করিলেও, নরক, শোক ও দুঃখসংঘটন হইয়া থাকে। ৯

যাহার পূজা নাই, জপ নাই, সন্ধ্যা নাই, তর্পণ নাই, সে একমাত্র মহাচীনক্রম বিধান করিয়া, দেবী তারার পদ প্রাপ্ত হয়। ১০

দেবি! পঞ্চতত্ত্ব ব্যতিরেকে সাধন করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্র হইয়া থাকে। আবার পঞ্চতত্ত্বযুক্ত হইলে, শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। ১১

* মহাচীন পদ্ধতি—ইহা চীন দেশীও অথবা তিব্বত প্রদেশীয় পদ্ধতি। বুদ্ধ ইহা খণ্ডন করেন, কেন না উহা অবৈদিক পদ্ধতি।

কৌলং দৃষ্ট্বা যদা কৌলস্তস্য পূজাং ন কারয়েৎ।
চক্রে স্থিত্বাঽথবা মন্ত্রী লতাযোগং সমাচরেৎ ॥ ১৩
মধ্যে চক্রে স্থিতঃ কৌলঃ শক্তিভ্যঃ সাধকায় চ।
দাতুং নৈব মনশ্চক্রে স্বয়ং নেতুং প্রচক্ষতে[১] ॥ ১৪
অথবা দিবসং প্রাপ্য কুলপূজাং চরেন্ন চ।
সাধকানপি শক্তিঞ্চ স্বেচ্ছাচারৈর্ন তোষয়েৎ ॥ ১৫
প্রসন্নমনসা বাপি সৎকৌলায় প্রদীয়তে।
স্বয়ং স্বীয়কুলৈঃ সার্দ্ধং ক্রিয়তে চ কুলক্রিয়া ॥ ১৬
তস্য যন্ত্রশ্চ মালা চ পূজাপদ্ধতিরেব চ।
ধারণস্যাপি কবচং হ্রীয়তে যোগিনীগণৈঃ[২] ॥ ১৭
বহ্নিনা দহ্যতে বাপি জলে বাপি প্রলীয়তে।
চৌরৈর্ব্বা নীয়তে কশ্চিৎ তৎ সর্ব্বং যোগিনীগণৈঃ[৩] ॥ ১৮

বলিতে কি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজগণ সকলেই মহাচীনক্রম বিধান করিয়া, স্বয়ং সাক্ষাৎ শিব হইয়া থাকে। ১২

কৌলকে* দর্শন করিয়া, কৌল যদি তাহার পূজা না করে, অথবা সাধক যদি চক্রে থাকিয়া লতাযোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অথবা কৌল যদি চক্রমধ্যে অবস্থিতি করিয়া শক্তিদিগকে ও সাধককে তত্ত্ব দান না করিয়া স্বয়ং গ্রহণ করিতে অভিলাষী হয়। ১৩-১৪

অথবা বিহিত দিবস প্রাপ্ত হইয়া, যদি কুলপূজায় প্রবৃত্ত না হয়, অথবা যদি স্বেচ্ছাচারসহকারে (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক বা খেয়ালখুসীমত) সাধক ও শক্তি-সকলের সন্তোষ সম্পাদন না করে। ১৫

অথবা যদি প্রসন্নচিত্তে সকলকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়, অথবা যদি স্বয়ং স্বীয় কুলবর্গের সহিত কুলক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে। ১৬

যোগিনীগণ তাহার যন্ত্র, মালা, পূজাপদ্ধতি এবং ধারণের কবচ, সমুদায়ই হরণ করেন। ১৭

১। প্রবর্ত্ততে ইতি চ পাঠঃ।
২। ধারিতং কবচং তস্য হ্রীয়তে যোগিনীগণৈঃ ইতি পাঠান্তরম্।
৩। চৌরৈর্ব্বা নীয়তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদ্বা যোগিনীগণৈঃ। ইতি পাঠান্তরম্।
* কৌল—ব্রহ্মজ্ঞানী। 'দিব্যভাবরতঃ কৌলঃ সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ'—কুলার্ণবতন্ত্র।

এবঞ্চেজ্জায়তে বৎস মন্ত্রাদিহরণং[১] শিব।
পঞ্চ কৌলান্ সমানীয় কুমারীঞ্চ বিশেষতঃ॥ ১৯
গন্ধাক্ষতৈশ্চ সংপূজ্য বন্দয়েচ্ছিরসা নতঃ।
হোমং কুর্য্যাৎ সহস্রন্তু চক্রমধ্যে সুসাধকঃ॥ ২০
অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাত্তর্পণং সাধকোত্তমঃ।
দগ্ধমীনাসবেনাপি সর্ব্বদোষৈর্ন লিপ্যতে॥ ২১
যন্ত্রাদিনাশে চৈতত্তু প্রায়শ্চিত্তং শিবোক্তিতঃ।
প্রজপেদ্বর্ণমালাভিরষ্টোত্তরশতং মতম্॥ ২২
ইতি প্রায়শ্চিত্তনামকং প্রথমং প্রকরণম॥

২—অথ পঞ্চতত্ত্বসংস্কার-প্রকরণম্-

লাক্ষারুণগৃহে বাপি কামাখ্যাবদনে জনঃ।
সর্ব্বং শৃঙ্গারবেশঞ্চ কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥ ২৩
সিন্দূরং কুঙ্কুমং বাপি ধারণং কুলচন্দনম্।
বামভাগে কৃতা[২] শক্তিঃ সর্ব্বাভরণশোভনা॥ ২৪

অথবা অগ্নি কর্তৃক তৎসমস্ত দগ্ধ হয়; কিম্বা জলমধ্যে প্রলীন হইয়া থাকে; অথবা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। ১৮

যদি এইরূপে যন্ত্রাদির অপহরণ হয়, তাহা হইলে, পাঁচজন কৌল; বিশেষত একজন কুমারীকে আনয়ন ও গন্ধাক্ষত দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিয়া নত হইয়া, মস্তক দ্বারা বন্দনা করিবে। পরে চক্রমধ্যে সহস্র হোম করিয়া অষ্টোত্তরশত তর্পণকরণে প্রবৃত্ত হইবে। ১৯-২০

দগ্ধ মৎস্য ও আসব দ্বারা তর্পণ সমাধান করিবে। তাহা হইলে সমুদায় দোষের পরিহার হইবে। ২১

স্বয়ং শিব যন্ত্রাদির বিনাশে এবম্বিধ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎকালে বর্ণমালার দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিতে হইবে। ২২

ইতি প্রায়শ্চিত্ত নামক প্রথম প্রকরণ।

লাক্ষারুণ গৃহে অথবা কামাখ্যার বদনে সর্ব্ববিধ শৃঙ্গার বেশ বিধান

১। মন্ত্রাদিহরণং ইত্যপি পাঠঃ।
২। বামভাগকৃতা ইতি পাঠান্তরম্।

গন্ধপুষ্পাক্ষতৈস্তাস্ত পূজয়িত্বা তু সাধকঃ।
ষট্‌কোণং বিন্দুসংযুক্তং বৃত্তঞ্চাপি ত্রিকোণকম্ ॥ ২৫
পুনর্বৃত্তং চতুষ্কোণং কুঙ্কুমেন বিলেখয়েৎ।
রক্তচন্দনসংলিপ্তং রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥ ২৬
মূলমন্ত্রেণ সংবীক্ষ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
দেবতাং ভাবয়েত্তত্র পরমানন্দরূপিণীম্ ॥ ২৭
প্রণমেৎ পঞ্চমুদ্রাভিঃ কারণাধারমুত্তমম্।
হ্রীঁ নমো যোনিমুদ্রাদৌ ক্ষং নমশ্চ কৃতাঞ্জলৌ ॥ ২৮
ম্লুঁ নমঃ কুলমুদ্রায়াং গ্লৌং নমো মৎস্যরূপকে।
হৌং নমঃ সংপুটাকারে পঞ্চমুদ্রাঃ সমীরিতাঃ ॥ ২৯
প্রোক্ষয়েন্মূলমন্ত্রেণ ধূপয়েত্তেন কারণম্।
গন্ধপুষ্পং ততো দত্ত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৩০
ঋষ্যাদিন্যাসং কৃত্বা তু করাঙ্গঞ্চ ষড়ঙ্গকম্।
বর্ণন্যাসং ততঃ কৃত্বা পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥ ৩১
ধেনুং যোনিঞ্চ মৎস্যঞ্চ শঙ্খং খড়্গমতঃ পরম্।
হস্তং দত্ত্বা ততঃ পাত্রে পঠেন্মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ৩২

(সম্পাদন) করিয়া সিন্দুর, কুঙ্কুম অথবা কুলচন্দন ধারণ এবং সর্ব্বাভরণশোভনা শক্তিকে বাম ভাগে স্থাপন ও গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া, ষট্‌কোণ বিন্দুসংযুক্ত বৃত্ত, ত্রিকোণ ও পুনর্ব্বার চতুষ্কোণ বৃত্ত কুঙ্কুম দ্বারা অঙ্কিত করিবে। ২৩-২৫

অনন্তর তাহাকে রক্তচন্দনে বিলেপন পূর্ব্বক রক্তবস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া, মূলমন্ত্রে সংবীক্ষণপূর্ব্বক (পাঠ করিয়া) যোনিমুদ্রা প্রদর্শন ও তাহাতে পরমানন্দরূপিণী ইষ্ট দেবতার ভাবনা করিয়া, পঞ্চমুদ্রা দ্বারা উত্তম কারণাধারকে প্রণাম করিতে হইবে। ২১-২৭

অতঃপর পঞ্চতত্ত্বসংস্কার বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চমুদ্রা যথা—হ্রীং নমঃ ইত্যাদি। অনন্তর মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ ও তদ্দ্বারা কারণকে ধূপিত করিয়া গন্ধপুষ্পপ্রদান পূর্ব্বক প্রাণায়াম কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ২৮-৩০

পরে ঋষ্যাদিন্যাস, করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গন্যাস এবং বর্ণন্যাস (সম্পাদন) করিয়া ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, মৎস্যমুদ্রা, শঙ্খমুদ্রা ও খড়্গমুদ্রা, এই পঞ্চ মুদ্রা প্রদর্শন

ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবম্ ।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং যেন তে নাশয়াম্যহম্ ॥ ৩৩
ওঁ সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে ।
অমাবীজময়ি দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্ ॥ ৩৪
ওঁ দেবানাং প্রণবো বীজং ব্রহ্মানন্দময়ং যদি ।
তেন সত্যেন দেবেশি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥ ৩৫

ওঁ বাং বীং বুং বৈং বৌং বঃ ব্রহ্মশাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ ॥ ইতি দশধা জপেৎ ॥

ককারো রেফসংযুক্তং ষড়্দীর্ঘৈশ্চন্দ্রসংযুতঃ ।
সুধাকৃষ্ণশাপং মোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা[১] ॥
ইতি দশধা জপেৎ ॥

ওঁ ছাঁ ছীঁ ছূঁ ছৈঁ ছৌঁ ছঃ ছুরিকা ভবশোভিনি । সর্ব্বপশুজনমনশ্চক্ষুংষীন্দ্রিয়াণি স্তম্ভয় স্তম্ভয় নাশয় নাশয় ঘাতয় ঘাতয় ইতি ত্রিঃ ।
ওঁ পরমস্বামিনি ! পরমাকাশশূন্যবাহিনি ! চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণি ! পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা । ইতি ত্রিঃ ।

অথ ধ্যানম্ ।

তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং অমৃতানন্দনন্দিনীম্[২] ।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশাং চন্দ্রকোটিসুশীতলাম্ ॥ ৩৬

করিয়া সেই পাত্রে হস্ত প্রদান করত ওঁ একমেব পরং ব্রহ্ম... ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে । ৩১-৩৫

ওঁ বাঁং বীঁ বূঁ বৈঁ... সুধাদেব্যৈ নমঃ জপ করিয়া ক-কারে রেফ সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ ওঁ ক্রাঁং ক্রীঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা দশবার জপান্তে ওঁ ছাঁ ছীঁ ছূঁ ছৈঁ...ঘাতয় ঘাতয় স্বাহা মন্ত্র বারত্রয় জপ করিতে হইবে । তদনন্তর ওঁ পরমস্বামিনি .....পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা তিনবার জপের পর তন্মধ্যে (তত্তমধ্যে) দেবীর ভাবনা করিতে হইবে । যথা—তিনি অমৃতানন্দনন্দিনী, সূর্য্যকোটির সমান প্রভাবশালিনী, চন্দ্রকোটির সমান পরমশীতলস্বরূপিণী । ৩৬

১। ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রূং ক্রৈং ক্রৌং ক্রঃ । সুধাদেব্যাঃ কৃষ্ণশাপং মোচয় মোচয় অমৃতং শ্রাবয় শ্রাবয় স্বাহা । ইতি পাঠান্তরম্ ।
২। অমৃতানন্দরূপিণীম্ ইত্যপি পাঠান্তরম্ ।

রক্তবস্ত্রপরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ।
রত্নকেয়ূরাঙ্গদাদ্যৈঃ শোভিতাং সর্ব্বরূপিণীম্ ॥ ৩৭ ইতি ধ্যানম্ ।
বিধাতব্যং সুধামধ্যে সাধনঞ্চ সুসাধকৈঃ ।
পূজয়েদ্বিল্বপত্রাদ্যৈ-রমৃতানন্দনন্দিনীম্ ॥ ৩৮
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবং ভৈরবং ভৈরবীপ্রিয়ম্ ।
অমৃতার্ণবমধ্যস্থং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩৯
বৃষারূঢ়ং নীলকণ্ঠং সর্ব্বাভরণভূষিতম্ ।
অষ্টাদশভুজৈর্যুক্তং গদামুষলধারিণম্ ॥ ৪০
খড়্গখেটকপট্টীশমুদ্গরং শূলদণ্ডকম্ ।
পাশাঙ্কুশশরং চাপং মুদ্রাং বিদ্যাঞ্চ মালিকাম্ ॥ ৪১
মৃগং কপালং নাগঞ্চ বিভ্রত' সর্ব্বরূপিণম্ ।
জটামণ্ডলমধ্যস্থং সুধামধ্যে বিভাবয়েৎ ।
পূজয়েদ্‌গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্দ্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ৪২

ওঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহি তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ইতি দশধা জপেৎ। তদুপরি মূলং একবিংশতিবারং

রক্তবর্ণবসনধারিণী, সর্ব্ববিধভূষণশালিনী ও সর্ব্বরূপিণী এবং রত্ন, কেয়ূর ও অঙ্গদাদি দ্বারা নিরতিশয় শোভাবিস্তারকারিণী, এই প্রকারে ধ্যান করিতে হইবে। ৩৭

এইরূপ ধ্যানধারণান্তর সুধামধ্যে সুসাধকবর্গ সাধন বিধান করিয়া বিল্বপত্রাদি দ্বারা অমৃতানন্দনন্দিনীর পূজা ও তন্মধ্যে ভৈরবী-প্রিয় ভৈরবের ভাবনা করিবেন। সেই সুধাসাগর মধ্যে ধ্যান—যথা, তিনি অমৃতসাগরের মধ্যে বিরাজমান, পঞ্চবদনে শোভমান ও লোচনত্রয়ে দীপ্যমান। বৃষ তাঁহার বাহন। তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ। তাঁহার কলেবর সর্ব্বাভরণে ভূষিত। তাঁহার অষ্টাদশ বাহু। ৩৮-৪০

তাঁহার হস্তে গদা ও মুষল, খড়্গ ও খেটক, পট্টিশ ও মুদ্গর, শূল ও দণ্ড, পাশ ও অঙ্কুশ, শর ও ধনু, মুদ্রা ও বিদ্যা, মালিকা ও মৃগ, কপাল ও নাগ। ৪১

তিনি সর্ব্বস্বরূপ ও জটামণ্ডলমধ্যস্থ। এইরূপে সুধামধ্যে তাঁহার ভাবনা করিয়া গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্বারা সেই দেবদেব মহেশ্বরের পূজা করিবে। ৪২

বং ইতি সুধাবীজং একবিংশতিবারং চ জপেৎ। মূলেন ত্রির্গন্ধং গৃহ্নীয়াৎ।

স্থধামধ্যে লিখেদ্ যোনিং যোনিমধ্যে হলৌ ততঃ।
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং তারিণীং সিদ্ধিদায়িনীম্ ॥ ৪৩
স্ববামে লেখয়েদ্বিদ্বান্ বিন্দুযুক্তং মনোহরম্।
ত্রিকোণং বাহ্যবৃত্তঞ্চ ষট্‌কোণং বৃত্তমেব চ ॥ ৪৪
অষ্টকোণং লিখেদ্ ভদ্রং মূলেন পরিপূজ্য চ।
শ্রীপাত্রং তত্র সংস্থাপ্য সুধাং কিঞ্চিৎ[১] সমানয়েৎ ॥ ৪৫
স্বল্পপাত্রে ততো নীত্বা সুধাং কিঞ্চিৎ সমানয়েৎ।
পাত্রান্তরগৃহীতঞ্চ শুদ্ধিঞ্চাপি নিবেদয়েৎ ॥ ৪৬

ওঁ সর্ব্বপথিকদেবতা মম কল্যাণং কুর্ব্বন্তু হোঁ ক্ষেঁ স্বাহা॥ ইতি পঠিত্বা বৃহৎপাত্রোপরি ত্রিঃ পরিভ্রাময্যিত্বা শ্রীপাত্রে ভ্রাময়িত্বা বিল্বমূলে চতুষ্পথে নদ্যাং তড়াগে বেশ্যাগারে বা ক্ষিপেৎ॥ ততস্তত্র দেবীং সমাবাহ্য স্বকল্পোক্তবিধিনা পরাদেবতাং সংপূজ্য সামান্যার্ঘ্য-বিশেষার্ঘ্যাদ্যৈঃ।

অনন্তর; ওঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে… প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, তদুপরি মূলমন্ত্র একবিংশতিবার ও সুধাবীজ একবিংশতিবার জপ করিতে হইবে। ৪৩

পরে মূলমন্ত্রে তিনবার গন্ধ গ্রহণ করিয়া, সুধামধ্যে যোনি লিখিয়া, যোনি-মধ্যে হ ও ল অঙ্কিত করত তন্মধ্যে সিদ্ধিদায়িনী দেবী তারিণীর ভাবনা করিতে হইবে। ৪৪

অনন্তর স্বীয় বামে বিন্দুযুক্ত মনোহর ত্রিকোণ বহির্ভাগে বৃত্ত ও ষট্‌কোণ বৃত্ত লিখিয়া, পরে অষ্টকোণ ও অঙ্কিত করিয়া সমাঙ্কনসহকারে মূলমন্ত্রে পূজা করিয়া তাহাতে শ্রীপাত্রস্থাপনপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুধা সমানয়ন সম্যকভাবে আনয়ন করিবে। অনন্তর কিঞ্চিৎ পাত্রান্তরে গ্রহণ ও শুদ্ধি নিবেদন করিতে হইবে। ৪৫-৪৬

ওঁ সর্ব্বপথিক দেবতা…স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া বৃহৎ পাত্রের উপর শুদ্ধি তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া, পুনরায় শ্রীপাত্রে পরিভ্রামিত করত, বিল্ব-মূলে, চতুষ্পথে, নদীতে, তড়াগে অথবা বেশ্যাগারে নিক্ষেপ করিবে।

১। তত্র ইতি পাঠান্তরম্।

ততো ভাবয়েচ্চ সুধাদেবীং[১] অমৃতানন্দনন্দিনীম্ ।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাম্ ॥ ৪৭
রক্তাভরণশোভাঢ্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।
কামদেবেন চোন্মত্তাং কন্যকারূপধারিণীম্ ॥ ৪৮
সদাশিবময়ীং দেবীং রত্যুল্লাসহৃদান্বিতাম্ ।
মহামোদপ্রদাং দেবীং ভাবয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ ॥ ৪৯

ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তত্তৎকল্পোক্তন্যাসাদিকং কৃত্বা কুঙ্কুমকর্পূর-গন্ধচন্দনৈ র্নানানন্দজনকপরদেবতায়া মন্ত্রং তত্র ভাবয়েৎ[২] । দ্রব্যাণি দাপয়েৎ । ততঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।

ওঁ নমস্তস্যৈ সুধাদেব্যৈ তারকাসিদ্ধিনিত্যতাং[৩] ।
দাত্রে পুণ্যপ্রদায়ৈ চ ভুক্ত্যৈ মুক্ত্যৈ মহেশ্বরি ॥ ৫০

অনন্তর তাহাতে দেবীর সম্যক্‌রূপে আবাহন ও স্বকল্পোক্ত বিধানে সামান্য অর্ঘ্য ও বিশেষ অর্ঘ্যাদি দ্বারা পরদেবতার অভ্যর্চ্চনা করিয়া, পরে অমৃতানন্দ-নন্দিনী সুধাদেবীর ভাবনায় প্রবৃত্ত হইবে। তিনি সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, প্রসন্ন-বদনা, লোচনত্রয়-বিভূষণা। ৪৭

তিনি রক্তাভরণশোভমানা, বিবিধ অলঙ্কারে বিরাজমানা, কামভাবে উন্মত্তা, কন্যকারূপধারিণী। ৪৮

সদাশিবময়ী, স্বপ্রকাশস্বরূপিণী, রত্যুল্লাসা আনন্দহৃদয়া ও মহামোদ-প্রদায়িনী। ৪৯

এইরূপে দেবীকে ভাবনা করিয়া, পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ তত্তৎ কল্পোক্ত ন্যাসাদি বিধানপূর্ব্বক তাহাতে কুঙ্কুম, গন্ধ, চন্দন, কর্পূর ইত্যাদি নানানন্দজনক দ্রব্যাদি প্রদান করত পরদেবতার মন্ত্র ভাবনা করিতে হইবে।

অনন্তর দ্রব্যদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, ওঁ নমস্তস্যৈ সুধাদেব্যৈ···মহেশ্বরি এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সুধাদেবীকে নমস্কার ও বিশেষতঃ কামেশ্বরী মহাদেবীকে চিন্তা করিবে। ৫০

১। দেবীং ইতি চ পাঠঃ।

২। মন্ত্রং তত্র শ্রাবয়েৎ ইতি চ প্রকারান্তরম্।

৩। ওঁ নমস্তস্যৈ······তারকসিদ্ধিদায়িনম্।
দাত্রে ·····মহেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ইতি চ পাঠান্তরম্।

ভাবয়িত্বা মহাদেব্যৈ কামেশ্বর্যৈ বিশেষতঃ[১] ।
মাতা কামেশ্বরী দেবী পিতা কামেশ্বরশ্চ সঃ ॥ ৫১
দ্বয়োর্যোগং বিভাব্যাথ পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ।
কালিকাং তারকাং বাপি যোঽর্চ্চয়েৎ স নরোত্তমঃ ॥ ৫২
মহাচীনক্রমেণৈব এতদেব হি শোধনম্ ।
যে চ মূঢ়াশ্চরন্ত্যন্যাং তত্তৎ সর্ব্বং বৃথা ভবেৎ ॥ ৫৩
ইতি তত্ত্বসংস্কারঃ ॥

৩ অথ শক্তিসাধন-প্রকরণম্

অথ মাংসসংস্কারঃ ।
মাংসং তত্র সমানীয় শোধয়েন্মূলমন্ত্রতঃ ।
সাধয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ইদং মন্ত্রং[২] সমুচ্চরন্ ॥ ৫৪
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে । বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥
ওঁ কোলমাংসং মহামাংসং মাংসং ছাগাদিকস্য চ ।
যোষাবর্জ্জং সর্ব্বমাংসং তারায়াঃ শুদ্ধিহেতবে ॥ ৫৫

দেবী কামেশ্বরীই সকলের মাতা এবং দেব কামেশ্বর সকলের পিতা। তাঁহাদের উভয়ের সংযোগ ভাবনা করিয়া পরদেবতার পূজা করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তৎকালে কালিকা বা তারকার পূজা করে সে-ই নরোত্তম, নরশ্রেষ্ঠ। ৫১-৫২

মহাচীনক্রমানুসারে এইরূপেই শোধন করিতে হয়। যাহারা মোহের বশতাপন্ন হইয়া অন্যরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সে সকলই বৃথা হইয়া থাকে। ইহাই তত্ত্বসংস্কার। ৫৩

এক্ষণে মাংস শোধনের পদ্ধতি বলা হইতেছে।

প্রথমে তথায় মাংস আনয়ন করিয়া, মূলমন্ত্রে শোধন করিতে হইবে। তৎকালে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করত, পরমভক্তিসহকারে সাধন করিবে। ৫৪

যথা.—ওঁ তদ্‌বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ…হৌঁ ক্রোঁ স্বাহা। ইহাই মাংসশুদ্ধি।

১। ভাবয়িত্বা মহাদেবং কামেশ্বরীং বিশেষতঃ।

২। মন্ত্রমেতৎ ইতি পাঠান্তরম্।

পরমানন্দদঞ্চৈব মাংসং পরমকারণম্ ।
তারায়াশ্চ প্রিয়ং দ্রব্যং সর্ব্বদোষং বিহায় চ[১] ॥ ৫৬
ওঁ হৌঁ ক্ষোঁ মাংসং মহামাংসং শোধয় শোধয় ওঁ হৌঁ ক্ষোঁ স্বাহা ॥ ইতি মাংসশুদ্ধিঃ ।

অথ মীনশুদ্ধিঃ ।

অথ হিরণ্যরূপঞ্চ বিষ্ণুরূপিণমণ্ডজম্ ।
মহাহিবলয়ং দেবং মৎস্যরূপিণমব্যয়ম্ ।
মহামহেতি বিখ্যাতং মীনং তারাপ্রিয়ং সদা ॥ ৫৭
ওঁ দ্রীঁ ক্লং মৌং ব্লুং সঃ সঃ সঃ ইমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা[২] । ইতি মীনশুদ্ধিঃ ॥

যোনিমুদ্রাং ততো দৃষ্ট্বা বদ্ধা চ যোনিমুদ্রিকাম্ ॥
পঠেদিমং মনুং বৎস সর্ব্বকর্ম্মসুসিদ্ধয়ে[৩] ॥ ৫৮
যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং কামাখ্যাং কামদায়িনীম্ ।
তত্ত্বশুদ্ধিপ্রদাং[৪] দেবীং কামবীজাদিকাং পরাম্ ॥ ৫৯

অনন্তর মীনশুদ্ধি করিতে হইবে ।

অথ হিরণ্যরূপঞ্চ... । ইমং মীনং শোধয় শোধয় স্বাহা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৎস্য শোধন করিতে হইবে । ইহাই মৎস্য বা মীনশুদ্ধি ।

প্রথমে যোনিমুদ্রিকা বন্ধনপূর্ব্বক উহা দর্শন করত সর্ব্বকর্ম্মসিদ্ধির জন্য ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং...যোনিমুক্তা কুরু কুরু স্বাহা, মন্ত্রপাঠ করিয়া মুদ্রা-শোধন করিবে । ৫৮

ইহার নাম মহাবিদ্যা এবং কামদায়িনী কামাখ্যা । ইহা দ্বারা তত্ত্বশুদ্ধি হয় । ৫৯

১। সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্ ।
২। ওঁ হ্রীঁ ক্লীং...ব্লং......স্বাহা । ইত্যপি প্রকারান্তরম্ ।
৩। যোনিমুদ্রাং ততো বদ্ধা দৃষ্ট্বা চ যোনিমুদ্রিকাম্ ।
পঠেদিমং মনুং বৎস ! সর্ব্বকর্ম্মসুসিদ্ধয়ে । ইতি চ পাঠান্তরম্
৪। কামসিদ্ধিপ্রদাং ইতি পাঠান্তরম্ ।

ওঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহামায়ে ক্লীঁ কালিকায়ৈ নমঃ।

ওঁ যোনিবিদ্যাং মহাবিদ্যাং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।

কলাকলাম্বু বিজ্ঞানং তারানামন্তরোর্দ্ধতে ॥ ৬০

ওঁ ক্ষৌঁ ব্লুঁ দ্রোঁ দ্রঃ[১]

যোনিবিদ্যে যোনিসিদ্ধে যোনিকারণকারিকে।

কামদা কামদা জ্ঞেয়া তত্ত্বমধ্যে মহামহা ॥ ৬১

ওঁ সৌং বালে বালে ত্রিপুরসুন্দরি যোনিরূপে মম সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি দেহি যোনিমুক্তাং[২] কুরু কুরু স্বাহা। ইতি মুদ্রাশুদ্ধিঃ।

ততঃ শক্তিশোধনম্।

ওঁ ঐঁ ক্লীঁ ত্রিপুরাদেবি সর্ব্বশক্তি শবত্ব দেহি দেহি ওঁ ঔঁ ইতি তস্যাঃ শীর্ষে দশধা জপ্ত্বা, তস্যা দেহে মাতৃকান্যাসং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিন্যসেৎ।[৩] মূলং তদ্ধৃদয়ে শতং জপেৎ। ইতি শক্তিসংস্কারঃ।

মূলং চোক্ত্বা স্ববামে তু ত্রিকোণং বিলিখেদ্বুধঃ।

তত্র মধ্যে লিখেল্লজ্জাং কামতত্ত্বস্বরূপিণীম্।

তত্র পূজা বিধাতব্যা গন্ধপুষ্পাক্ষতৈরপি।

সাধকাংশ্চাপি শক্তীংশ্চ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩

অনন্তর শক্তিশোধনে প্রবৃত্ত হইবে।

ওঁ ঐঁ ক্লীং কুরু কুরু স্বাহা মন্ত্র শীর্ষে দশবার জপ ও তাঁহার দেহে মাতৃকান্যাস করিয়া, পরে ঋষ্যাদিন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করত, তদীয় হৃদয়ে মূলমন্ত্র শতবার জপ করিবে। ইহাই শক্তিসংস্কার।

অনন্তর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া আপনার বামভাগে ত্রিকোণ লিখিয়া তন্মধ্যে কামতত্ত্বস্বরূপিণী লজ্জা বীজ (হ্রীঁ) অঙ্কিত করিবে। ৬২

তাহাতে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া সাধক ও শক্তি সকলকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিবে। ৬৩

১। ওঁ ক্ষৌঁ ব্লুং দ্রোং দ্রঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

২। যোনিমুদ্রাং। ইতি পাঠান্তরম্।

৩। ওঁ ঐঁ ক্লীঁ ত্রিপুরদেবি। সর্ব্বশক্তিকে। শিবত্বং দেহি দেহি ওঁ ঐঁ ঔঁ ইতি তস্যাঃ শীর্ষে দশধা জপ্ত্বা তস্যা দেহে মাতৃকান্যাসং কৃত্বা ঋষ্যাদিন্যাসং করাঙ্গন্যাসৌ চ বিন্যসেৎ। ইতি চ প্রকারান্তরম্।

লজ্জাপূর্ব্বে জলং দত্ত্বা চাজ্ঞাং নীত্বা তু সাধকাৎ।
তর্পয়ামীতি চোক্ত্বা তু তর্পয়ন্ সমানয়ন্।
বামহস্তানামিকয়াঽপ্যঙ্গুষ্ঠযোগমাশ্রয়েৎ ॥ ৬৪

হ স ক্ষ ম ল ব র যূং আনন্দভৈরবীং তর্পয়ামি স্বাহা ইতি শুদ্ধযুক্তাসবেন ব্রহ্মরন্ধ্রে ত্রিস্তর্পয়েৎ। এবং গুরুং পরমগুরুং পরাপরগুরুং পরমেষ্ঠিগুরুং হ স ক্ষ ম ল ব র যূং আনন্দভৈরবং স্বাহা ইতি ত্রিঃ। ততো হৃদয়ে তদ্রূপেণ মূলমুচ্চার্য্য ভীমামেকজটাং পরমদাত্রীং[১] তারাদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা। এবং সর্ব্বত্র দেবীবিষয়ে।

তথাচ তারানিগমে—
তর্পয়েত্তু যদা তারাং তর্পয়েৎ কালিকাং পরাম্।
তর্পয়েৎ ষোড়শীং দেবীং হ্যন্যথা নিষ্ফলা ক্রিয়া ॥ ৬৫
যত্ত্বে কালী পরা প্রোক্তা সা তারা পরিস্ফুপ্রভা[২]।
সৈব শ্রীষোড়শী দেবী মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৬৬
অভেদং ভাবয়েদ্ যস্তু স এব শ্রীসদাশিবঃ।
অন্যথা ভাবয়েদ্ যস্তু স মূঢ়োঽভূন্মহেশ্বর ॥ ৬৭

লজ্জা বীজ (হ্রীঁ) উচ্চারণ করিয়া জলদান ও সাধকের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বামহস্তের অনামিকা দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিয়া তাহাতে তর্পণ করিবে। ৬৪

অনন্তর হ স ক্ষ ম ল…স্বাহা মন্ত্রে শুদ্ধিযুক্ত আসব দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে তিনবার তর্পণ করিয়া, গুরুং পরমগুরুং পরাপরগুরুং, পরমেষ্ঠিগুরুং…আনন্দভৈরবং স্বাহা তিনবার বলিয়া পরে হৃদয়ে তদ্রূপে পূর্ব্বোক্তক্রমে মূলোচ্চারণ সহকারে, ভীমামেকজটাং…তর্পয়ামি স্বাহা বলিতে হইবে। দেবীবিষয়ে সর্ব্বত্রই একরূপ। তাহা হইলেও তারানিগমে বলিয়াছেন, যে সময়ে তারার তর্পণ করিবে সেই সময়ে দেবী কালিকা এবং দেবী ষোড়শীরও তর্পণ করিতে হইবে। ইহার অন্যথাকরণে ক্রিয়া পণ্ড হইয়া থাকে। ৬৫

আমি তোমার নিকট যে কালীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তিনিই সর্ব্বলোক প্রকাশিনী বা সর্ব্বচৈতন্যস্বরূপিণী তারা এবং তিনিই দেবী ষোড়শী ও তিনিই ত্রিপুরসুন্দরী। ৬৬

১। পরমপদদাত্রীং ইতি পাঠান্তরম্।
২। যত্ত্বে কালী…পরিকীর্ত্তিতা। ইত্যপি পাঠঃ। ৬৬

স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যঃ পাদযুগমাশ্রয়েৎ।
স ভবেৎ কল্পপাদপো[1] মহামোক্ষানুকূলকঃ ॥ ৬৮
যত্রাস্তি ভোগো ন চ তত্র মোক্ষো, যত্রাস্তি মোক্ষো ন চ তত্র ভোগঃ।
শ্রীসুন্দরীতর্পণতৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥ ৬৯

ততঃ স্বদক্ষিণকরতলে ত্রিকোণং বিলিখ্য শুদ্ধিযুক্তাসবং ত্রিকোণমধ্যে সংস্থাপ্য লজ্জাবীজং দশধা জপ্ত্বা। ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রুঁ। হ্রীঁ অঁ আঁ ইঁ ঈঁ উঁ ঊঁ ঋঁ ৠঁ ঌঁ ৡঁ এঁ ঐঁ ওঁ ঔঁ অঁ অঁঃ। বীজতত্ত্বং অধঃ-কোণস্থপরমতত্ত্বেন শোধয়ামি স্বাহা। ইতি শুদ্ধিখণ্ডং বামহস্তে নীত্বা গৃহ্ণীয়াৎ।

বামখণ্ডং নীত্বা ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রুঁ। হ্রীঁ কঁ খঁ গঁ ঘঁ ঙঁ চঁ ছঁ জঁ ঝঁ ঞঁ টঁ ঠঁ ডঁ ঢঁ ণঁ তঁ থঁ বামতত্ত্বস্থ-পরমতত্ত্বেন শোধয়ামি স্বাহা। ইতি পূর্ব্ববৎ।

ততো দক্ষিণখণ্ডং নীত্বা ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রুঁ হ্রীঁ দঁ ধঁ নঁ পঁ ফঁ বঁ ভঁ মঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ দক্ষকোণস্থতত্ত্বেন শক্তিতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা। ইতি পূর্ব্ববৎ।

যে ব্যক্তি অভেদ ভাবনা করে, সেই শ্রীসদাশিব। যে ব্যক্তি অভেদ ভাবনা করে না, সে-ই মূর্খ। ৬৭

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা পাতালে যে ব্যক্তি তাঁহার পাদযুগল আশ্রয় করে, সে-ই মহামোক্ষানুকূলক কল্পপাদপ হইয়া থাকে। ৬৮

যেখানে ভোগ আছে, সেখানে মোক্ষ নাই; আবার যেখানে মোক্ষ আছে সেখানে ভোগ নাই। কিন্তু শ্রীসুন্দরীর তর্পণে নিরন্তর তৎপর ব্যক্তির ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করগত হইয়া থাকে। ৬৯

অনন্তর আপন দক্ষিণ করতলে ত্রিকোণ অঙ্কন করিয়া, তন্মধ্যে শুদ্ধিযুক্ত আসব স্থাপন ও লজ্জা (হ্রীঁ বীজ) জপান্তে ওঁ হ্রুঁ হৌঁ ইত্যাদি বলিয়া বামহস্তে শুদ্ধিখণ্ড লইয়া গ্রহণ করিবে। পরে বামখণ্ড লইয়া ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করত যথাপূর্ব্ব শোধন করিতে হইবে। তদনন্তর দক্ষিণ খণ্ড

১। স ভবেৎ কল্পবৃক্ষশ্চ…ইতি পাঠান্তরম্। ৬৮

ততো মধ্যখণ্ডং নীত্বা ওঁ হ্রীঁ হৌঁ হ্রাঁ হ্রীঁ ঁ ক্ষঁ মায়াতত্ত্বেন মায়াতত্ত্বং শোধয়ামি স্বাহা। ইতি পূর্ব্ববৎ।

ততশ্চ সাধকেভ্যঃ শক্তিভ্যশ্চ পাত্রং শুদ্ধিঞ্চ দদ্যাৎ। সর্ব্বে যথাবিধি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি। ততঃ কুণ্ডলিনীমুখে পাত্রং গ্রহীতব্যম্।

পাত্রোপরি জপেন্মন্ত্রং সপ্তধা সাধকোত্তমঃ।
গুরুং স্মৃত্বা পিবেন্মদ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্॥ ৭০

ততঃ কুণ্ডলিনীমুখে মন্ত্রপূর্ব্বকং জুহুয়াৎ। প্রথমপাত্রং নীত্বা দ্বিতীয়পাত্রে শক্ত্যুচ্ছিষ্টং নীত্বা পিবেৎ। তথা চ—

শক্ত্যুচ্ছিষ্টং পিবেন্মদ্যং বীরোচ্ছিষ্টন্তু চর্ব্বণম্।
বীরোচ্ছিষ্টাৎ পৃথক্ পানে পশুপানং প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৭১
নিন্দা শ্রুতিঃ সাধকানাং হিংসাজ্ঞানং কুলে যতঃ।
নিন্দা বা শক্তিকৌলানাং সাধকানাং ন পূজনম্॥ ৭২
অনিচ্ছয়া শক্তিযোগং চক্রে বাপি চ মৈথুনম্।
কামতঃ শক্তিযোগং বা ন ধ্যানং দৈবতে ন বা॥ ৭৩

লইয়া, ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি বলিয়া পূর্ব্ববৎ শোধন করণান্তে মধ্যখণ্ড লইবে এবং ওঁ হ্রীঁ ইত্যাদি যথা পূর্ব্ব শোধন করিয়া, পরে সাধক ও শক্তি সকলকে পাত্র ও শুদ্ধি দান করিবে। তখন সকলে যথাবিধি কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে এবং পরে কুণ্ডলিনীমুখে পাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। পরে পাত্রের উপর সপ্তবার মন্ত্র জপান্তে গুরুর স্মরণপূর্ব্বক সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ মদ্য পান করিবে। ৭০

অনন্তর কুণ্ডলিনীর মুখে মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে হোম করিয়া, প্রথম পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিতীয় পাত্রে শক্তির উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করত পান করিতে হইবে। তথাচ বলিয়াছেন, শক্তির উচ্ছিষ্ট মদ্য পান ও বীরের চর্ব্বিত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে। বীরের উচ্ছিষ্ট পৃথক্‌ভাবে পান করিলে তাহাকে পশুপান বলে। ৭১

ইহাতে শক্তিসাধকগণের কুলে হিংসাজ্ঞান-প্রযুক্ত সাধকগণের নিন্দা শ্রুত হইয়া থাকে। আবার শক্তি ও কৌলগণের পূজা না করাও সাধকগণের সাক্ষাৎ নিন্দাস্বরূপ হইয়া থাকে। ৭২

অনিচ্ছাক্রমে চক্রমধ্যে শক্তিযোগ ও মিথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অথবা

জপহোমবিহীনং যস্তু ক্তিহীনং কুলার্চ্চনম্‌ ।
প্রকটং সাধকানাঞ্চ অসন্তুষ্টশ্চ সাধকঃ ॥ ৭৪
এবং ধর্ম্মযুতঃ কৌলো ভ্রষ্টঃ কৌলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
পঞ্চমং পুরতঃ কৃত্বা চতুর্থে জপমাচরেৎ ।
জপপূজাং বিনা পানং পশুপানং প্রকীর্ত্তিতম্‌ ॥ ৭৫

অথ পাত্রবন্দনমন্ত্রাঃ—

শ্রীমদ্ভৈরবশেখর-প্রবিলসচ্চন্দ্রামৃতপ্লাবিতং,
ক্ষেত্রাধিষ্ঠিতযোগিভির্জ্জনগণৈঃ সিদ্ধৈঃ সমারাধিতম্‌ ।
আনন্দার্ণবকং মহাত্মকমিদং সাক্ষাত্রিখণ্ডামৃতং,
বন্দে শ্রীপ্রথমং করাম্বুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্‌ ॥ ৭৬
হৈমং নীলকলান্বিতং সুমহিমাযোগং মহামাংসকং,
কিঞ্চিন্নেত্রবিচঞ্চলং রবিকরচ্ছায়াপদং শাশ্বতম্‌ ।
আনন্দাদিমহার্ণবে বিগলিতং জ্ঞানং মহামোক্ষদং,
বন্দে পাত্রমহং দ্বিতীয়মধুনা স্বাত্মাববোধক্ষমম্‌ ॥ ৭৭

কামবশতঃ অর্থাৎ কামার্ত্ত হইয়া শক্তিযুক্ত হওয়া এবং দৈবত বিধানে ধ্যান না করিলেও, সাধকগণের নিন্দার বিষয় হইয়া থাকে। ৭৩

আবার জপ ও হোম না করিয়া অথবা ভক্তি-বিরহিত হইয়া কুলার্চ্চন এবং সাধকগণের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া অতিমাত্র নিন্দার কারণ। ৭৪

যে কৌল সাধক এরূপ ধর্ম্মযুক্ত, তাহাকে ভ্রষ্ট কৌল বলা হইয়া থাকে। পুরোভাগে পঞ্চম স্থাপন করিয়া, চতুর্থে জপ করিতে হইবে। জপ পূজা না করিয়া পান করিলে তাহাকে পশুপান বলে। ৭৫

পাত্রবন্দনের মন্ত্র যথা—শ্রীমদ্ভৈরবের শেখরদেশে বিরাজমান শশধর হইতে বিগলিত অমৃতধারায় প্লাবিত, সকলের শুদ্ধিপ্রদ, ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত যোগী ও সিদ্ধগণ কর্তৃক আরাধিত, আনন্দের সাগরস্বরূপ, সাক্ষাৎ ত্রিখণ্ডামৃত ও করপদ্মে বিরাজিত পরম মহান এই শ্রীপ্রথম পাত্রের বন্দনা করিতেছি। ৭৬

এক্ষণে আনন্দাদি মহার্ণবে বিগলিত, জ্ঞানস্বরূপ, মহামোক্ষপ্রদ, সুবর্ণে বিনির্মিত, নীলকলাসমন্বিত, পরমমহিমাযোগবিরাজিত ও স্বাত্মার অববোধ-সম্পাদনে সবিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন, এই দ্বিতীয় পাত্রের বন্দনা করিতেছি। ৭৭

মহাপদ্মে করে পদ্মে যোনিমালোকয়ন্ ধিয়া।
দগ্ধমীনসমোপেতং বন্দে পাত্রং তৃতীয়কম্ ॥ ৭৮
মুদ্রারূপাং যোনিমুদ্রাং সিদ্ধিদাং সিদ্ধিরূপিণীম্।
ভজামি পরয়া ভক্ত্যা চতুর্থং পারয়াম্যহম্ ॥ ৭৯
যোনিনা লিঙ্গমাপ্রোতং[১] পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্।
তত্ত্বভূতেনামৃতেন কল্পয়ামীহ পঞ্চমম্ ॥ ৮০
সদানন্দপ্রদং দ্রব্যং মহানন্দপ্রদায়কম্।
গুরুপাদগতে দানে ষষ্ঠে পাত্রং নমাম্যহম্ ॥ ৮১
সমুদ্রসপ্তসম্ভূতং সমুদ্রবারিজং শুভম্।
সমুদ্রে নিগমে প্রাপ্তে গৃহ্ণামি সপ্তমীং সুধাম্ ॥ ৮২
অষ্টদুর্গা শক্তিরূপা মহিষাসুরনাশিনী।
পুনাতি সা জগদ্ধাত্রী নবমে শঙ্করপ্রিয়া ॥ ৮৩
মহাবিদ্যা দশ প্রোক্তা মহতী সিদ্ধিদায়িনী[২]।
মহামোহবিনাশঞ্চ মোহিনী দশমে করে ॥ ৮৪

অতঃপর মনে মনে যোনি বিলোকন করিয়া, (মহাপদ্ম করপদ্মে শোভমান,) দগ্ধমীন-সমাযুক্ত তৃতীয় পাত্রের বন্দনা করিতেছি। ৭৮

পরে পরম ভক্তিসহকারে চতুর্থ পাত্রের ভজনা করিতেছি। এই পাত্র সিদ্ধিরূপিণী ও সিদ্ধিসম্পাদিনী যোনিমুদ্রা স্বরূপ। ৭৯

এই পঞ্চমপাত্র যোনি দ্বারা আপ্রোত লিঙ্গস্বরূপ। তত্ত্বভূত অমৃত দ্বারাই ইহার কল্পনা করিতেছি। ৮০

এই ষষ্ঠ পাত্র সদানন্দ ও মহানন্দপ্রদ সাক্ষাৎ দ্রব্যস্বরূপ। গুরুপাদপদ্মে দান করিয়া ইঁহার প্রণাম করিতেছি। ৮১

এই সপ্তমী সুধা সপ্তসমুদ্র হইতে সম্ভূত হইয়াছে এবং সাগরসলিলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহাকে গ্রহণ করিতেছি। ৮২

অষ্টম পাত্র সাক্ষাৎ মহিষমর্দ্দিনী শক্তিরূপা দুর্গাস্বরূপ। নবমে তিনি জগদ্ধাত্রীরূপে সকলের পবিত্রতা বিধান করেন। ৮৩

দশমে পাত্রসিদ্ধিদায়িনী মহাবিদ্যা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ইহা

১। লিঙ্গমাপ্রোতং ইতি পাঠান্তরম্।
২। মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী ইত্যপি পাঠঃ।

একাদশ মহারুদ্রা বসুসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
চতুঃষষ্টিসিদ্ধিদাংস্তান্ বন্দে চৈকাদশে করে ॥ ৮৫
দ্বাদশে দ্বাদশাদিত্যাঃ সদা তর্পণতৎপরাঃ।
বামনেত্রস্বরূপেণ দ্বাদশং বন্দয়াম্যহম্ ॥ ৮৬
ত্রয়োদশে মহাবিদ্যা সারদা পরিভূয়তে।
বাচাং সিদ্ধিপ্রদাং দেবীং বন্দে পাত্রে ত্রয়োদশে ॥ ৮৭

ইতি ত্রয়োদশপাত্রবন্দনং সদা সুখদম্। অন্যদ্ যৎপ্রকারান্তরং পাত্রবন্দনং গ্রন্থান্তরে দৃশ্যতে তৎ কালীতারাসুন্দরীত্রিপুরেতর-বিষয়ম্।

যাবন্ন চলতে চক্ষুর্যাবন্ন চলতে মনঃ।
তাবৎ পানং প্রকর্ত্তব্যং মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৮৮
পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮৯

দ্বারা মহামোহ বিনাশ হয়। এই করস্থ দশম পাত্রে মোহিনীরূপে বিরাজমান্ সুধা গ্রহণ করিতেছি। ৮৪

একাদশ পাত্র সাক্ষাৎ অষ্টবিধসিদ্ধিদায়ক মহারুদ্রগণস্বরূপ; ইঁহারা চতুঃষষ্টি সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন। এই করস্থিত একাদশ পাত্রে তাঁহাদের বন্দনা করি। ৮৫

দ্বাদশ পাত্রে দ্বাদশ আদিত্য সর্বদা তর্পণ-তৎপর হইয়া বিরাজ করিতেছেন। বামনেত্র স্বরূপে এই দ্বাদশের বন্দনা করি। ৮৬

ত্রয়োদশ পাত্রে মহাবিদ্যা সারদা পরিভূতা (অভিভূতা) হইয়া থাকেন। বাক্‌সিদ্ধি তিনি প্রদান করেন। সেই দেবীকে বন্দনা করি। ৮৭

এইরূপে ত্রয়োদশ পাত্র বন্দনা করিলে, সর্বদা সুখ দান করে। গ্রন্থান্তরে যে অন্যবিধ প্রকারান্তর পাত্রবন্দন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কালী, তারা, সুন্দরী ও ত্রিপুরা হইতে ভিন্নবিষয়ক। যাবৎ চক্ষু চলিত না হয় এবং মনও যাবৎ চঞ্চলতায় আবিষ্ট না হয় তাবৎ পান করিবে। ঐরূপ পানই মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকে। ৮৮

বারম্বার পান করিয়া পুনরায় পান করত ভূতলে পতিত হইবে। উত্থান করিয়া, পুনরায় পান করিলে, পুনর্ব্বার আর জন্মিতে হয় না। ৮৯

অথ তারানিগমোক্ত-কেবল-শ্রীতারাবিষয়ে সর্ব্বপাত্রবন্দনমন্ত্রশ্চৈক-ত্রৈব—

ওঁ নাহং কর্ত্তা কারয়িতা ন চ মে কার্য্যং, নাহং ভোক্তা ভোজয়িতা বা ন চ ভোজ্যং। অহং চিদাত্মা স্বয়মেব তেজঃ, স্বয়ং গুরুর্ব্বিষ্ণুরহং স্বরূপঃ।

নান্যং স্মরেন্ন চ ভজেৎ পরিহায় চাদ্যাং, নান্যাং তপো ন চ গতিঃ পরিহায় চাদ্যাম্।

ইতি পানং সর্ব্বত্র শুদ্ধিযুক্তেন। প্রথমং যথাশক্তি পিবেৎ। ততঃ পঞ্চতত্ত্বক্রমঃ।

প্রথমং বামহস্তে ত্রিকোণাকারপানমুদ্রয়া দ্রব্যং নীত্বা দক্ষিণহস্তে শুদ্ধিং নীত্বা মূলমুচ্চার্য্য—ইদং শুদ্ধিযুক্তাসবং শ্রীমত্তারা একজটামহা-দেব্যৈ নমঃ। সর্ব্বত্র শুদ্ধিসংস্কারে মূলমন্ত্রজপঃ ইতি। ততঃ বামহস্তে মাংসং ধৃত্বা মূলং সপ্তধা জপ্ত্বা—'এষা মাংসশুদ্ধিঃ শ্রীমত্তারা একজটা-দেব্যৈ নমঃ।' ততো মীনং বামহস্তে নীত্বা 'এষা মীনশুদ্ধিঃ শ্রীমত্তারা-একজটাদেব্যৈ নমঃ।' ততঃ শক্তিলিঙ্গমুদ্রাং প্রদর্শ্য 'এষা শক্তিঃ

তারানিগমোক্ত কেবল শ্রীতারাবিষয়েই সমুদায় পাত্রবন্ধনের মন্ত্র একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়।

আমি কর্ত্তাও নহি, কারয়িতাও নহি; আমার কার্য্যও নাই। আমি ভোক্তাও নহি, ভোজয়িতাও নহি এবং ভোজ্যও নহি। আমি স্বয়ং চিদাত্মা, স্বয়ং তেজস্বরূপ এবং সাক্ষাৎ গুরু ও বিষ্ণু।

আমি সকলের আদি সেই তারাকে পরিহার করিয়া, অন্য কাহারও স্মরণ করি না ও ভজনা করি না। তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া, আমার তপস্যাও নাই, গতিও নাই।

এবম্বিধ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র শুদ্ধিযুক্তবিধানে পান করিতে হইবে। প্রথমে যথাশক্তি পান করিয়া, পরে পঞ্চতত্ত্বক্রমে প্রবৃত্ত হইবে।

প্রথমে বামহস্তে ত্রিকোণাকার পানমুদ্রা দ্বারা দ্রব্য লইয়া, দক্ষিণহস্তে শুদ্ধি ধারণ করত, মূলোচ্চারণসহকারে, ইদং শুদ্ধিসংযুক্তাসবং…ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই শুদ্ধিসংস্কারসময়ে মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। বামহস্তে মাংস ধারণ ও সপ্তবার মূল জপ করিয়া, এষা মাংসশুদ্ধিঃ…ইত্যাদি উচ্চারণ

শ্রীমত্তারা একজটাদেবী মহানন্দকল্পনায় রক্ষ রক্ষ পশ্য পশ্য প্রসীদ প্রসীদ অস্যা যোনৌ মম সিদ্ধিং দেহি দেহি ওঁ ওঁ ওঁ স্বাহা' ইতি নিবেদ্য যথাযোগ্যমানন্দং কৃত্বা চক্রাদিতরস্থানে শক্তিং নীত্বা স্বপুরতঃ পুরোমুখীং সংস্থাপ্য তদুপরি বিন্দুবিনিক্ষেপং কৃত্বা যোনিলিঙ্গমুদ্রাং প্রদর্শ্য অদীক্ষিতা চেৎ কর্ণে লজ্জাবীজমুক্ত্বা কৃতাঞ্জলিঃ।

শক্তিরূপে মহাদেবি যোনিসিদ্ধিস্বরূপিণি।
প্রসীদ জগতাং সৃষ্টিকারিণি ব্রহ্মরূপিণি ॥ ৯০
যোনিরূপা মহাবিদ্যা যোনিসিদ্ধিপ্রদায়িনী।
সৃষ্টিঃ প্রজায়তে যস্মাৎ পুত্রত্বেনাপি পাল্যতে ॥ ৯১
পুনঃ প্রলীয়তে যোনৌ সৃষ্টিস্থিতিলয়ালয়ে।
সাধয়ামি মহামন্ত্রং তেন সিদ্ধিং বিধেহি মে ॥ ৯২

ওঁ হ্রৌঁ ত্রোঁ ক্লীঁ কামেশ্বরি মহাত্রিপুরে ত্রিপুরালয়ে মমৈব সিদ্ধিং দেহি দেহি স্বাহা। ইতি পঠিত্বা লিঙ্গে শাপমন্ত্রং সপ্তধা জপ্ত্বা দিগম্বরো ভূত্বা তাং দিগম্বরীং কৃত্বা পদ্মং দৃষ্ট্বা তথা[১] বিম্বং রবিবিম্বং চামরং সফরীঞ্চাপি শিখরং তথা নাভৌ শতং জপেৎ।

করত, পরে বামহস্তে মীন লইয়া, এষা মীনশুদ্ধিঃ..., ইত্যাদি এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিবে। অনন্তর শক্তিলিঙ্গমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক, এষা শক্তিঃ .., ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর নিবেদন ও যথাযোগ্য আনন্দ করিয়া, চক্র হইতে ভিন্ন স্থলে শক্তিকে লইয়া গিয়া, তদুপরি বিন্দু নিক্ষেপ ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন সহকারে, অদীক্ষিতা হইলে, পুনঃ পুনঃ তাহার কর্ণে লজ্জাবীজ হ্রীং উচ্চারিত করিতে হইবে। পরে কৃতাঞ্জলি পুটে এইরূপ বলিতে হইবে—হে মহাদেবি! তুমি শক্তি ও যোনিসিদ্ধিস্বরূপিণী। তুমি জগতের সৃষ্টিকারিণী ও ব্রহ্মরূপিণী, তুমি প্রসন্না হও। ৯০

তুমি যোনিরূপা মহাবিদ্যা। তুমি যোনিসিদ্ধিপ্রদায়িনী। এই যোনি হইতেই সৃষ্টি সমুদ্ভূত হয়। এই যোনিই পুত্ররূপে সকলের পালন করে। ৯১

এবং এই যোনিতেই সকলের লয় হইয়া থাকে। অধিক কি, এই যোনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের আলয়। আমি মহামন্ত্র সাধন করিতেছি। অতএব আমার সিদ্ধি বিধান কর। ৯২

১। তত্র ইতি পাঠান্তরম্।

যোনিমধ্যে শতং জপ্ত্বা প্রবেশং কারয়েদ্ধ্বজঃ ।
মহাযোনিময়ীং দেবীং পার্ব্বতীং পরিভাবয়েৎ ॥ ৯৩
স্বয়ং শিবস্বরূপঃ স্যাদাত্মানং শিবরূপিণম্ ।
ভাবয়িত্বা নির্ব্বিকারং স্বয়মাদ্যং বিধাতয়েৎ । ৯৪
সাধকো ভাবয়েদ্ যস্তু কামুকো বা প্রজায়তে ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে ন মোক্ষঃ কোটিজন্মতঃ ॥ ৯৫
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন নির্ব্বিকারো ভবেৎ স্বয়ম্ ।
অন্যথা সিদ্ধিহানিঃ স্যাৎ পততে নরকে স্বয়ম্ ॥ ৯৬
ওঁ নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা ।
জ্ঞানং প্রদীপ্যতে নিত্যমক্ষবৃত্তির্জ্জুহোম্যহম্ ॥ ৯৭
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্মহবৈর্দীপ্ত্বা[১] আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তির্জ্জুহোম্যহম্ ॥ ৯৮
ইতি ত্যজেৎ ।

অনন্তর, ওঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ ক্লাঁ ইত্যাদি পাঠপূর্ব্বক লিঙ্গে শাপমন্ত্র সাতবার জপ করিয়া স্বয়ং দিগম্বর হইয়া, শক্তিকে দিগম্বরী করিয়া, পদ্ম, বিম্ব, রবিবিম্ব, চামর, শফরী ও শিখর দর্শনপূর্ব্বক নাভিতে শতবার জপ করিবে।

পরে যোনিমধ্যে শতবার জপ করিয়া উহাতে মেঢ্র প্রবেশিত করিয়া, মহাযোনিস্বরূপিণী দেবী পার্ব্বতীর পরিভাবনায় প্রবৃত্ত হইবে। ৯৩

স্বয়ং শিবস্বরূপ হইয়া, আত্মাকে শিবস্বরূপ ভাবনা করিবে। তৎকালে সর্ব্বপ্রকার বিকার-রহিত চিত্তে এইরূপ করিতে থাকিবে। ৯৪

যে সাধক কামুক হইয়া ঐরূপ অনুষ্ঠান করে, তাহাকে নরকে পচিতে হয়; কোটি জন্মেও তাহার মোক্ষলাভ হয় না। ৯৫

সেইজন্য প্রথমে স্বয়ং নির্ব্বিকার হইতে হইবে। তাহা না হইলে, সিদ্ধিহানি ঘটে ও নরকে পতিত হইতে হয়। ৯৬

অনন্তর নাভিচৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা…ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে রেতঃ, ত্যাগ করিতে হইবে। পরে সেই আসনে অবস্থান করত সহস্রজপসমাধানান্তে পাত্র প্রক্ষালন এবং ঊর্দ্ধে ও জলে মায়াবীজ বিলিখনপূর্ব্বক তত্রস্থ মৃত্তিকা দ্বারা, ওঁ যং রং স্পৃশামি……ইত্যাদি মন্ত্রপাঠান্তে ললাটে টীকা অর্থাৎ (কপালে

১। দীপ্ত ইতি পাঠান্তরম্।

ততস্তত্রাসনে স্থিত্বা সহস্রং জপেৎ। ততঃ পাত্রং প্রক্ষাল্য উর্দ্ধে চ জলে মায়াবীজং বিলিখ্য তত্রস্থেন মৃদা।

ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদেন যো মাং পশ্যতি চক্ষুষা।
স এব দাসতাং যাতি যদি শক্রসমো ভবেৎ॥ ৯৯

ইতি ললাটে টীকাং নীত্বা বিহরেৎ। দ্রব্যং বারণাক্ষিতোলকমিতং পাত্রে সদাবেশয়েৎ।

সাধকেভ্যশ্চ শক্তিভ্যো দত্ত্বা পাত্রং সমানযেৎ।
সাধয়েত্রিবিধৈর্ভাবৈর্দ্দিব্যবীরপশুক্রমৈঃ॥ ১০০
দিব্যাস্তু দেববৎ প্রায়াঃ সদাচারপরায়ণাঃ।
ঋণাধানং তথা শাঠ্যং[1] হিংসাঞ্চৈব বিশেষতঃ॥ ১০১
স্নানং সন্ধ্যাঞ্চ পূজাঞ্চ দিবা কুর্য্যাত্রয়ং ত্রয়ম্।
পরস্ত্রীং মাতৃবদ্বুদ্ধ্যা[2] পুরং পুত্রবদিষ্যতে।
সদা সত্ত্বগুণং স্মৃত্বা ব্রহ্মচারী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ১০২
যোষাবক্ত্রং উরুঞ্চাপি কুচং বা [3]সাধকোত্তমঃ।
দৃষ্ট্বা মন্ত্রং জপেল্লক্ষং দ্বাদশ স্বর্ণমুৎসৃজেৎ॥ ১০৩

ফোঁটা তিলক) লইয়া সর্ব্বত্র সানন্দে বিচরণ করিবে। আমি যে যে ব্যক্তিকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিব, যে যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করিবে, সে যদি ইন্দ্রসম হয়, তাহা হইলেও আমার দাস হউক। ৯৭-৯৯

পাত্রমধ্যে বারণাক্ষি (অষ্টবিংশতি) তোলক পরিমাণে দ্রব্য আবিষ্ট করিয়া, সকল সাধক ও শক্তিগণকে সম্প্রদানপূর্ব্বক পাত্র সমানয়ন করিতে হইবে। দিব্য বীর ও পশু এই ত্রিবিধক্রমে সাধনা করিবে। ১০০

দিব্যাভাবালম্বীরা প্রায় দেবগণের ন্যায় সদাচার পরায়ণ। তাঁহারা ঋণাধান, শাঠ্য, বিশেষতঃ হিংসা পরিহার করিয়া থাকেন। ১০১

এই কারণে দিব্যসাধক দিবাভাগে তিন বার স্নান, সন্ধ্যা ও পূজা করিবে। পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবেন। পরকে পুত্রবৎ মনে করিয়া, সদা সত্ত্বগুণাবলম্বী ব্রহ্মচারী হইবেন। ১০২

১। পাঠ্যম্।
২। পুরস্ত্রীমাতৃবেবোধ্যাঃপরং......।
৩। যোষাবক্ত্রং কুচৌ বাপি উরুং......ইতি পাঠান্তরম্।

তর্পয়েৎ সুধয়া দেবীং তারাং তারকদায়িনীম্ ।
সাক্ষাদিন্দ্রো ভবেৎ সোঽপি যদি যোষাং ন চ স্পৃশেৎ ॥ ১০৪
যোষাস্পর্শনমাত্রেণ দিব্যভাবো বৃথা ভবেৎ ।
যাবত্তপস্যা কর্ত্তব্যা তাবদ্ যোষাং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১০৫
মৎস্যং মাংসং তথা তৈলং স্নিগ্ধান্নং মোদকন্তথা ।
স্ত্রীশূদ্রৌ নৈব দ্রষ্টব্যৌ চান্যথা পতনং ভবেৎ ॥ ১০৬
জাতে সিদ্ধে চ তপসি ঋতুকালে ব্রজেৎ স্ত্রিয়ম্ ।
পঞ্চপর্ব্বং* বর্জ্জয়িত্বা ন চেদ্ ভ্রষ্টো ভবিষ্যতি ॥ ১০৭

অত্রায়ং সংক্ষেপঃ ভাবসারাবল্যাং ব্যাখ্যাতো বীরাচারোঽপি সংক্ষেপতঃ কামাখ্যামূলে ব্যাখ্যাতঃ পশ্বাচারস্তু—

চিতীং বা কামিনীং বাপি শবং বা ন চ সাধয়েৎ ।
কালীতারাসু বিদ্যাসু নৈবান্তর্যজনঞ্চরেৎ ॥ ১০৮

স্ত্রীর মুখ, উরু ও কুচ দর্শন করিলে দ্বাদশ লক্ষ জপ ও স্বর্ণ দান করিবে। ১০৩

তারকদায়িনী দেবী তারাকে সুধা দ্বারা তর্পিত করিবে। যদি স্ত্রীকে স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমান হইয়া থাকে। ১০৪ স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবামাত্র দিব্যভাব ভ্রষ্ট (নষ্ট) হয়। যাবৎ তপস্যা করিতে হইবে তাবৎ স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকিবে না। ১০৫

মৎস্য, মাংস, তৈল, স্নিগ্ধান্ন, মোদক—এই সকলও বর্জন করিবে। স্ত্রী ও শূদ্রদিগকে অবলোকন করিবে না—করিলে পতন হইবে। ১০৬

তপঃসিদ্ধ হইলে, ঋতুকালে স্ত্রীসংসর্গ করিবে। কিন্তু পঞ্চপর্ব্ব বর্জ্জন করিতে হইবে। নতুবা, ভ্রষ্ট (পতিত) হইবে। ১০৭

ভাবসারাবলীতে সংক্ষেপে বীরাচার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর কামাখ্যা-মূলে পশ্বাচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

চিতি, কামিনী অথবা শবসাধন করিবে না। কালী ও তারাদিদশমহা-বিদ্যাদিতে অন্তর্যজন করিবে না। ১০৮

* পঞ্চপর্ব্ব—পাঁচটি তিথিকে আশ্রয় করত হিন্দুর পর্ব্বদিন নিরূপিত—সেই তিথিগুলি হইতেছে, যথা—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি।

পীঠস্থানং ভাবয়েন্ন পরযোষাং ন দর্শয়েৎ।
বীরভাবকুলো দিব্যস্তস্মাদ্দিব্যং প্রশস্যতে॥ ১০৯
অশক্তত্বাত্তবেদ্বীরো ন পশুশ্চ কলৌ কচিৎ।
যেন তেন প্রকারেণ পশুভাবং বিবর্জ্জয়েৎ।
স্বেচ্ছা যস্তক্ষণে চাস্তি কা সিদ্ধিস্তেন ভাবত[1] ॥ ১১০

অথ তারানিগমোক্তশ্লোকমেকং শান্তিস্তোত্রম্—

ওঁ পাহি ত্বং করুণাময়ি প্রিয়তমং সংসাধকং রক্ষতু[2]।
ভ্রষ্টান্নাশয় নাশয় প্রিয়তমাবক্ত্রারবিন্দং ময়া[3]।
নিত্যং দেবি সাধুসুধাচয়ময়ীং[4] সিদ্ধিং শিবে সিদ্ধিদাম্।
জ্ঞানং মোক্ষবিধায়কং কুরু শিবে সংহারিণি পাশবে॥ ১১১
শান্তিস্তোত্রং পঠিত্বা তু যথেচ্ছং বিহরেন্নরঃ।
চক্রমধ্যে ভবেদ্ যা সা বক্তব্যা ন চ কুত্রচিৎ॥ ১১২

পীঠস্থান ভাবনা করিবে না। পরস্ত্রী দর্শন করিবে না। দিব্যভাব বীরভাবের কুলস্বরূপ। সেইজন্য দিব্যভাবই প্রশস্ত। ১০৯

দিব্যভাবে অশক্ত হইলে, বীরভাব অবলম্বন করিবে। কলিতে পশুভাব নাই; সুতরাং যেন তেন প্রকারেণ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে পশুভাব বর্জ্জন করিতে হইবে। যথেচ্ছ ভক্ষণ করিলে তাহাতে আবার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কি? ১১০

অধুনা তারানিগমোক্ত শান্তিস্তোত্রবিষয়ক একটী শ্লোক লিখিত হইতেছে। যথা,—হে করুণাময়ি! তুমি আমাকে পালন কর, প্রিয়তম সংসাধকের প্রতিপালন কর; যাহারা ভ্রষ্ট, তাহাদের সকলকে বিনাশ কর—বিনাশ কর। যাহাতে সাধু সুধাচয় বিরাজমান, তাদৃশী সিদ্ধি নিত্য বিধান কর; যাহাতে সিদ্ধি ও মোক্ষ বিহিত হয়, সেই জ্ঞান প্রদান কর এবং পশুগণের সংহার কর। ১১১

এইরূপ শান্তিস্তোত্র পাঠ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিবে। চক্রমধ্যে যাহা ঘটিবে, তাহা কোথাও কাহাকে বলিবে না। ১১২

১। ভাবতে ইতি পাঠান্তরম্। ২। রক্ষ মাং। ৩। প্রিয়তমং বক্ত্রারবিন্দং মম।
৪। সুধাসুধাচয়ময়ীং।

কথা প্রাদুর্ভবেৎ সাপি নাশায় নরকায় চ।
চক্রাকারং চরেচ্চক্রং পংক্ত্যাকারমথাপি বা ॥ ১১৩
প্রবৃত্তে[1] ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে তথা সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১৪
গন্তং চক্রাৎ সমায়াতং নত্বা নত্বা পুনঃ পুনঃ।
অন্যথা মরণন্তস্য গতিঃ স্যাদ্ যমসাদনে ॥ ১১৫
অন্যচক্রঞ্চ দূরস্থং[2] স্বচক্রং বা সকৃৎ ব্রজন্।
স ভবেত্তারকাপুত্রো বসুসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১১৬
অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
লক্ষং বাপি তড়াগানাং চক্রং দৃষ্ট্বা লভেৎ ফলম্ ॥ ১১৭
যো দদাতি মহাদেব শক্তিভ্যঃ সাধকায় চ।
কলামাত্রেণ দেবেশু কোট্যশ্বমেধজং ফলম্ ॥ ১১৮
উপবাসং ভৃগোঃ পাতং সন্ধ্যা সব্রতধারণম্।
তীর্থপর্য্যটনঞ্চেষ কৌলঃ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১১৯

বলিলে, বিনষ্ট ও নরকে পতিত হইতে হইবে। পঙ্‌ক্তির আকারে অথবা চক্রের রেচনা চক্রের বিনিষ্পাদন করিবে। ১১৩

ভৈরবীচক্রে প্রবৃত্ত হইলে, সকল বর্ণই দ্বিজোত্তম হইয়া থাকে। আর, ভৈরবীচক্র হইতে নিবৃত্ত হইলে, সকল বর্ণ পৃথক্-পৃথক্ ভাব ধারণ করে। ১১৪

চক্র হইতে সমায়াত (সমাগত) অথবা চক্রগমনে উদ্যত ব্যক্তিকে বারম্বার প্রণাম করিবে। অন্যথা করিলে, মৃত্যু ও যমসদনে গমন করিতে হয়। ১১৫

আপনার চক্র বা অন্য চক্র দূরস্থ হইলে, এক-এক বার দর্শন করিবে। দর্শন করিলে, দেবী তারার পুত্র ও অষ্টবিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ১১৬

চক্র দর্শন করিলে, সহস্র সহস্র অশ্বমেধ, শত শত বাজপেয় ও লক্ষ লক্ষ তড়াগ খননের ফললাভ হইয়া থাকে। ১১৭

হে মহাদেব! যে ব্যক্তি সাধক ও শক্তিগণকে কলামাত্রও দান করে, সে কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। ১১৮

১। প্রবিষ্টে ইতি পাঠান্তরম্। ২। অন্যচক্রাচ্চ দূরস্থঃ ইতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

মহাপীঠং ব্রজেন্নিত্যং ন চেৎ পীঠমনুত্তমম্।
তারাপুরং মহাপীঠং গন্তব্যং যত্নতঃ সদা।
লক্ষত্রয়জপাদ্দেবি সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ ১২০
ঈশানে চক্রনাথস্য বৈদ্যনাথস্য পূর্ব্বতঃ।
তারাপুরমিদং খ্যাতং নগরং ভুবি দুর্ল্লভম্।
তত্র যত্নেন গন্তব্যং যত্র তারাশিবালয়ম্ ॥ ১২১
ইতি সংক্ষেপঃ।

ইতি শ্রীপমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে
তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে
তৃতীয়পটলে তত্ত্বাদিরহস্যম্।

উপবাস, শুক্রপাত, সন্ধ্যা, ব্রতানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন—কৌল সাধক এই পাঁচটি বর্জ্জন করিবে। ১১৯

(কৌলসাধক) নিত্য মহাপীঠে গমন করিবেন। তাহা না হইলে, পীঠস্থলে গমন করিবে। যত্নসহকারে তারাপুর মহাপীঠে সর্ব্বদা গমন করিবেন। দেবি! লক্ষত্রয় জপ করিলে, সর্ব্ববিধ সিদ্ধির অধীশ্বর হওয়া যায়। ১২০

চক্রনাথের ঈশানে ও বৈদ্যনাথের পূর্ব্বে তারাপুর নামক মহাপীঠ অবস্থিত। ঐ নগর পৃথিবীতে দুর্লভ। ঐ স্থানে তারা ও শিবালয় আছে। সেইজন্য যত্নসহকারে গমন করিবে। তথায় যাইবার জন্য অর্থাৎ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত সানুরাগ উদ্যম করিবে। এই সংক্ষেপে তত্ত্বাদি রহস্য বর্ণিত হইল। ১২১

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে
তৃতীয় পটলে তত্ত্বাদিরহস্য সমাপ্ত।

অথ পূজা-প্রকরণম্

অথ পূজা, তথাচ তারানিগমে তারাসারে চ—

আদৌ জলঞ্চ সংশোধ্য ক্ষালনং হস্তপাদয়োঃ।
মূলেন তিলকং কুর্য্যাদ্ বিভূত্যা তু ত্রিপুণ্ড্রকম্।
রক্তচন্দনটীকাং বা সিন্দূরস্যাপি বা পুনঃ। ১২২

ওঁ মণিধরি বজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি হুঁ ফট্ স্বাহা। ইত্যনেন শিখাং বদ্ধা ওঁ হ্রীঁ স্বাহেতি আচমনম্।

গুরুঃ প্রথমং পূজাগৃহদ্বারমাগত্য ওঁ বজ্রোদকে হুঁ ফট্ স্বাহা—ইতি জলমধিষ্ঠায়। ওঁ বিশুদ্ধধর্ম্মগায়[১]ত্রি সর্ব্বপাপানি শময়াশেষ-বিকল্পমপনীয় হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি হস্তৌ পাদৌ চ প্রক্ষাল্য। মূলেন তিলকং বিভূত্যা ত্রিপুণ্ড্রং সিন্দূরগোরোচনান্যতমটীকাং গৃহীত্বা। ওঁ মণিধরি বজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি শিখাং বদ্ধা ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইত্যাচম্য।

ততঃ পীঠং চিন্তয়েচ্চ কৃতাঞ্জলিপরো ভবেৎ।
আচমনং ততঃ কৃত্বা সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
বৈরোচনাদীন্ বিন্যস্য ভূমিং সংশোধয়েত্ততঃ॥ ১২৩

অধুনা পূজা প্রণালী বর্ণিত হইতেছে। তারানিগম ও তারাসারে উক্ত হইয়াছে—প্রথম জলশোধনকরত হস্তপাদ প্রক্ষালন, রক্তচন্দনের অথবা সিন্দুরের টীকা (তিলক) ধারণ করিবে। ১২২

মূলমন্ত্রে বিভূতি দ্বারা তিলক ও ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কন করিয়া ওঁ মণিধরি বজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি...ইত্যাদি বলিয়া আচমন করিবে। গুরু প্রথমে পূজাগৃহের দ্বারদেশে আগমন এবং ওঁ বজ্রোদকে...ইত্যাদি বলিয়া, উচ্চারিত মন্ত্রপ্রভাবে আবির্ভাব ও সন্নিধান করত, ওঁ বিশুদ্ধধর্ম্মগায়ত্রি সর্ব্বপাপানি...ইত্যাদি মন্ত্রে হস্ত ও পদদ্বয় প্রক্ষালন, তৎপরে মূলমন্ত্রে তিলক ও ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ এবং গোরোচনা ও সিন্দুর এতদুভয়ের অন্যতম দ্বারা টীকা গ্রহণ করিয়া ওঁ মণিধরি বজ্রিণি সর্ব্ববশঙ্করি...ইত্যাদি মন্ত্রে শিখাবন্ধন এবং ওঁ হ্রীঁ স্বাহা বলিয়া,

---

১। বিশুদ্ধধর্ম্মায় ত্রিসর্ব্বপাপানি ইতি পাঠান্তরম্।

ততশ্চ ভূমিং শোধয়েৎ[1] আসনাধস্ত্রিকোণকম্।
সংশোধ্যাসনং পশ্চাৎ সর্ব্ববিঘ্নান্ বিনাশয়েৎ ॥ ১২৪

ততঃ প্রয়োগঃ

শশ্মানং তত্র সংচিন্ত্য তত্র কল্পক্রমং স্মরেৎ।
তন্মধ্যে মণিপীঠঞ্চ নানামণিবিভূষিতম্ ॥ ১২৫
নানালঙ্কারসংযুক্তং মণিদেবৈর্ব্বিভূষিতম্।
শিবাভির্ব্বহুমাংসাস্থিমোদমানাঃ[2] সমন্ততঃ ॥ ১২৬
চতুর্দ্দিক্ষু শবা মুণ্ডাশ্চিতাঙ্গারাস্থিসংযুতম্[3]।
তন্মধ্যে ভাবয়েদ্দেবীং যথোক্তধ্যানযোগতঃ ॥ ১২৭

ততস্তারাচমনম্—
ওঁ উগ্রতারায়ৈ স্বাহা। ওঁ একজটায়ৈ স্বাহা। ওঁ নীলসরস্বত্যৈ

আচমন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পীঠ চিন্তা করিবেন। তৎপশ্চাৎ আচমন করিয়া সকল সিদ্ধির অধিনায়ক হইয়া থাকেন এবং বৈরোচনাদি ন্যাস ও ভূমি শোধন করিবে। ১২৩

অতঃপর আসনের অধস্থ ত্রিকোণ ভূমি সংশোধন করিতে হইবে। তৎপরে আসন শোধন করিয়া, পশ্চাৎ সমুদায় বিঘ্ন বিনাশ প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইবে। ১২৪

প্রথমে তথায় শ্মশান চিন্তা করিয়া, তাহাতে কল্পক্রমের স্মরণ করিবে। পরে তন্মধ্যে নানামণিবিভূষিত মণিপীঠ ভাবনা করিতে হইবে। ১২৫

ঐ মণিপীঠ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, মণিসমূহে অলঙ্কৃত। শিবাগণ বহুবিধ মাংস ও অস্থি ভক্ষণপূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া, তাহার সকলদিকে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ১২৬

এবং তাহার চতুর্দ্দিকে শব, মুণ্ড এবং চিতাঙ্গার ও অস্থিসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপে মণিপীঠের চিন্তা করিয়া, তন্মধ্যে যথোক্ত ধ্যানযোগ সহকারে দেবীর ভাবনা করিবে। ১২৭

অনন্তর আচমনে প্রবৃত্ত হইবে। ওঁ উগ্রতারায়ৈ স্বাহা, ওঁ একজটায়ৈ

১। সংশোধ্য চাসনাধ…ইতি পাঠান্তরম্। ২। …মোদমানং। ৩। শিবামুণ্ড-চিতা…।

স্বাহা। ইত্যাচম্য। ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ইতি করৌ সংশোধ্য বধূবীজেন কূর্চ্চেন ওষ্ঠৌ পরিশোধয়েৎ। পুনরস্ত্রেণ হস্তৌ চ ক্ষালয়েৎ।

মুখে ওঁ বৈরোচনায় নমঃ। নাসায়াং ওঁ শঙ্খপাণ্ডরায় নমঃ। ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ। চক্ষুষোঃ ওঁ অসিতাঙ্গায় নমঃ। ওঁ নানকায় নমঃ[১]। কর্ণয়োঃ ওঁ মামকায় নমঃ। ওঁ পাণ্ডবায় নমঃ। ওঁ তারকায় নমঃ। হৃদি ওঁ পদ্মান্তকায় নমঃ। শিরসি ওঁ যমান্তকায় নমঃ। বামবাহৌ ওঁ বিঘ্নান্তকায় নমঃ। দক্ষবাহৌ ওঁ নারান্তকায় নমঃ। ইতি তারাচমনম্।

ওঁ পবিত্রে ভূমে হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি যোনিমুদ্রয়া ভূমিমভিমন্ত্র্য। ওঁ রক্ষ রক্ষ মাং হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি জলসেকাদ্ভূমিং সংশোধ্য, ততঃ আসনাধস্ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাসনমভ্যর্চ্চ্য, ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ ইত্যাসনমভ্যর্চ্চ্য, ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাসনমভ্যর্চ্চয়েৎ।

স্বাহা...ইত্যাদি উচ্চারণপূর্ব্বক আচমন করত, ওঁ হ্রীঁ স্বাহা...ইত্যাদি পাঠসহকারে করদ্বয়সংশোধনপূর্ব্বক বধূবীজ (স্ত্রীং) ও কূর্চ্চবীজ (হুঁ) দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় পরিশোধন করিবে। পুনরায় অস্ত্র মন্ত্রে (ফট্) হস্তদ্বয় প্রক্ষালিত করিতে হইবে।

পুনরায় মুখে, নাসা, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি স্থানে ওঁ বৈরোচনায় নমঃ। ...... ইত্যাদি আচমন করিবে। ইহাই তারাচমন।

অনন্তর ওঁ পবিত্র ভূমে হুঁ......ইত্যাদি বলিয়া, যোনিমুদ্রা দ্বারা ভূমি অভিমন্ত্রিত করিয়া, ওঁ রক্ষ, রক্ষ মাং হুঁ...ইত্যাদি মন্ত্রপাঠসহকারে জলসেক দ্বারা ভূমি সংশোধন ও পরে আসনের অধোভাগে ত্রিকোণ লিখিয়া ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে......ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের অভ্যর্চ্চন, পরে পুনরায় ওঁ হ্রীঁ আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ......ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের আরাধনা এবং পুনরায় ওঁ সর্ব্ববিঘ্নান্ উৎসারয় হুঁ ফট্......ইত্যাদি মন্ত্রে আসনের পূজা করিতে হইবে।

১। নামকায় ইতি পাঠান্তরম্।

আসনং তারার্ণবে—

কোমলং বিষ্টরং বাপি চূড়কং মৃন্থকস্তথা।

অষ্টমাসান্তগর্ভস্য পতনং মৃন্থরুচ্যতে[১]।

চতুর্ব্বর্ষান্তরালঞ্চ চূড়কঞ্চ বিধীয়তে ॥ ১২৮

পঞ্চাশৎ কুশপত্রনির্ম্মিতং ভস্মবালুকাভিঃ শোধিতং মার্জ্জিতমিতি।

ততশ্চণ্ডালিনীগর্ভজাতঞ্চ ব্রাহ্মণৌরসাৎ।

ব্রাহ্মণীগর্ভজাতং বা চণ্ডালস্যাপি চৌরসাৎ।

কোমলাসনমিত্যুক্তং[২] মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১২৯

ইত্যাদি কোমলাসনং সংশোধ্য।

ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ স্বাহা ইতি পুষ্পাক্ষতক্ষেপৈর্ব্বিঘ্নান্নাশয়েৎ। দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনেন খেচরান্ বামপাদঘাতত্রয়েণ ভৌমান্ বিঘ্নানপসার্য্য—

গণেশাদীন্ প্রণম্যাথ দশদিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ।

করৌ চ গন্ধপুষ্পাভ্যাং শোধয়েত্তদনন্তরম্ ॥ ১৩০

তারার্ণবে আসনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা, কোমল, বিষ্টর, চূড়ক ও মৃন্থক—এই চারিপ্রকার আসন।

তন্মধ্যে অষ্টমাসান্ত গর্ভে থাকিয়া যাহার পতন হইয়াছে, তাহার নাম মৃন্থ। চতুর্ব্বর্ষের অন্তরালে (ব্যবধান) মরিয়াছে, এরূপ শবের নাম চূড়ক। ১২৮

পঞ্চাশৎ কুশপত্র দ্বারা নির্ম্মিত ও ভস্মবালুকা দ্বারা শোধিত আসনের নাম বিষ্টর আসন।

আর ব্রাহ্মণের ঔরসে চাণ্ডালিনীর গর্ভজাত, অথবা চাণ্ডালের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত ব্যক্তির শবকে কোমলাসন বলা হয়। ইহা মন্ত্রসিদ্ধি প্রদান করে। ১২৯

এই লক্ষণান্বিত কোমলাসন সংশোধনপূর্ব্বক ওঁ সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয়, হুঁ স্বাহা……ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণান্তে পুষ্প ও অক্ষত নিক্ষেপ করিয়া বিঘ্ননাশ করিতে হইবে।

পরে দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া, খেচর (আকাশগত) ও ভৌমী বিঘ্ন-

১। মৃন্থ চোচ্যতে। ২। কমলাসনমিত্যুক্তম্।

কড়িতি গন্ধপুষ্পাভ্যাং করৌ সংশোধ্য তালত্রয়ং দত্ত্বা ছোটিকাভির্দশদিগ্বন্ধনঞ্চরেৎ। বস্ত্রে গ্রন্থিং বন্ধয়িত্বা কায়বাক্চিত্তং বিশোধয়েৎ।

পুষ্পঞ্চ শোধয়িত্বা তু ভূতশুদ্ধিং সমাচরেৎ।
ততশ্চ কর্ত্তারং ধ্যাত্বা[1] মূলং শীর্ষে জপেদ্দশ। ১৩১
একাদশ প্রজপ্তব্যঃ প্রতিষ্ঠামন্ত্রেরেব চ।
মাতৃকান্যাসকং কৃত্বা মাতৃকায়াঃ ষড়ঙ্গকম্॥ ১৩২
করাঙ্গং মাতৃকায়াশ্চ যোনিদ্বাদশকং ন্যসেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাদৃষ্যাদিন্যাস এব চ॥ ১৩৩

ওঁ মণিধরি বজ্রিণি মহাপ্রতিসরে রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা। (ইতি বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিং বদ্ধা ওঁ আং হুঁ ফট্ স্বাহা[2])। ইতি কায়বাক্চিত্তং বিশোধয়েৎ॥

ওঁ পুষ্পকেতুরাজার্হতে শতায় সম্যক্সম্বন্ধায়। ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহা। ইতি সংশোধ্য ভূতশুদ্ধিং কুর্য্যাৎ।

সমূহ মাটিতে বারত্রয় পদদ্বারা আঘাত করত বিঘ্নাপসারণান্তে গণেশাদির প্রণামপূর্ব্বক দশদিগ্‌বন্ধন করিবে এবং গন্ধপুষ্প দ্বারা শোধন করিবে। ১৩০

অনন্তর ফট্ মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধ ও পুষ্প দ্বারা হস্তদ্বয় বন্ধন সংশোধন করিয়া তালত্রয়দানসহকারে ছোটিকাসমূহ* দ্বারা দশদিক্ বন্ধন ও বস্ত্রে গ্রন্থি বন্ধন করিয়া কায়, বাক্ ও চিত্ত বিশোধনে প্রবৃত্ত হইবে। পরে পুষ্পশোধন, ভূতশুদ্ধি, কর্ত্তার ধ্যান, মস্তকে দশবার মূলমন্ত্রের ও একাদশবার প্রতিষ্ঠামন্ত্রের জপ এবং পরে মাতৃকান্যাস, মাতৃকার ষড়ঙ্গ ও করাঙ্গ ন্যাস এবং যোনিদ্বাদশকন্যাস, তৎপর প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। ১৩১-৩৩

ওঁ মণিধরি বজ্রিণি...ইত্যাদি পাঠসহকারে কায়, বাক্য ও চিত্তের শোধন করিতে হইবে। পরে ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে...ইত্যাদি বলিয়া, পুষ্প সংশোধনপূর্ব্বক ভূতশুদ্ধি করিবে।

১। ততঃ কর্ত্তারমারাধ্য ইতি পাঠান্তরম্। ২। বন্ধনীমধ্যস্থ-পাঠঃ পুস্তকান্তরে ন দৃশ্যতে।

* ছোটিকা (চুটকা)—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলির ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন ধ্বনি বা শব্দকরণ, তুড়ি।

অথ স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হং স ইতি কুণ্ডলিনীং জীবাত্মানং চতুর্ব্বিশতিতত্ত্বানি সুষুম্নাবর্ত্মনা শিরোঽবস্থিতপরমাত্মনি শিবে সংযোজ্য স্ত্রীঁকারং রক্তবর্ণং নাভৌ ধ্যাত্বা তদুদ্ভূতেনাগ্নিনা লিঙ্গশরীরং সংদহ্য স্ত্রীঙ্কারং পীতবর্ণং হৃদি বিচিন্ত্য তদুদ্ভূতেন বায়ুনা ভস্ম প্রোৎসার্য্য হুঁকারং শ্বেতবর্ণং শিরসি বিচিন্ত্য তদুদ্ভূতেনামৃতেন তদস্থি প্লাবিতং কৃত্বা তস্মিন্ বিশ্বব্যাপকবারিণি আঃকারাদ্রক্তপঙ্কজং তদুপরি টিকারাৎ[১] শ্বেতপঙ্কজং তদুপরি হুঙ্কারং নীলসন্নিভং তদুপরি স্ত্রীঁ-বীজভূষিতাং মাতৃকাং ধ্যায়েৎ।

ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খড়্গকর্ত্রীসমাযোগে সব্যেতরভুজদ্বয়াম্ ॥ ১৩৪
কপালোৎপলসংযুক্ত-সব্যপাণিযুগান্বিতাম্।
পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্ ॥ ১৩৫
অক্ষোভ্যোদরীমূর্দ্ধন্য[২]স্ত্রিমূর্ত্তি র্নাগরূপধৃক্।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নাং মহাপানপ্রমত্তিকাম্ ॥ ১৩৬

স্বীয় অঙ্কে উত্তান(চিত) করদ্বয় স্থাপন এবং হং সঃ ইহা বলিয়া, কুণ্ডলিনী, জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকলকে সুষুম্নাবর্ত্ম দ্বারা মস্তকে অবস্থিত পরমাত্মা শিবে সংযোজিত করিয়া, নাভিতে রক্তবর্ণ স্ত্রীং-কারের ধ্যান ও তদুদ্ভূত অগ্নি দ্বারা লিঙ্গশরীরের দহন এবং হৃদয়ে পীতবর্ণ স্ত্রীং-কারের ভাবনা করিয়া, তদুদ্ভূত বায়ু দ্বারা ভস্মপ্রোৎসারণ ও মস্তকে শ্বেতবর্ণ হুঁ-কারের চিন্তা এবং তদুদ্ভূত অমৃত দ্বারা সেই অস্থির প্লাবন করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপক সলিলে আঃ-কার হইতে রক্তপদ্ম, তাহার উপরি টী-কার হইতে শ্বেতপদ্ম, তাহার উপরি নীলসন্নিভ হুঁ-কার এবং তাহার উপরি স্ত্রীং-বীজ বিভূষিত মাতৃকার ধ্যান করিবে। ১৩৪

তিনি প্রত্যালীঢ়পদা। তিনি ঘোরস্বরূপা ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। তাঁহার সব্যেতর (দক্ষিণ) ভুজদ্বয় খড়্গ ও কর্ত্রিকায় সুশোভিত। তাঁহার সব্য (বাম) পাণিযুগ্ম কমল ও কপাল সমন্বিত। নীল-পীত মিশ্রবর্ণাভা গাঢ়

১। টাঙ্কারাৎ ইতি পাঠান্তরম্। ২। অক্ষোভ্যো হরমূর্দ্ধন্য ইতি পাঠান্তরম্।

ইতি ধ্যাত্বা স্বশিরসি পুষ্পং দত্ত্বান্তর্যজনপ্রকারেণ মানসোপ-
চারৈরারাধ্য নমস্কুর্য্যাৎ।
ততঃ স্বশিরসি ওঁ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ[1] স্বাহা ইত্যেকাদশধা জপ্ত্বা ইতি
প্রতিষ্ঠাপ্য কৃতাঞ্জলিঃ—

অথ ধ্যানম্।

পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে। ১৩৭
ইতি মাতৃকাং ধ্যাত্বা মাতৃকান্যাসং কুর্য্যাৎ। যথা—

নীলবর্ণযুতা একমাত্রজটাধারিণী, অত্যুগ্রভীষণা, মস্তক তাঁহার শিবসদৃশ ফণিনাগ বিভূষিত এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্ত্তিপূত, সর্ব্বাবস্থায় অচঞ্চল, ক্ষোভ-রহিত অক্ষুব্ধমানসা চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিতেজঃসমানা ত্রিনয়না, রুদ্ররূপধারিণী, মহাপান (মদ্যপান) প্রমত্তিকা মূর্ত্তিতে তাঁহাকে মনন-ধ্যান করত সাধক স্বীয় মস্তকে পুষ্পদ্বারা অন্তর্যজন অর্থাৎ দিব্যভাবাবলম্বনে পূজন, অর্থাৎ মানস পূজা বিধানোক্ত পদ্ধতি অনুসরণপূর্ব্বক মানস উপচার দ্বারা আরাধনা করিয়া নমস্কার করিবে। ১৩৫-১৩৬

অনন্তর স্বীয় মস্তকে ওঁ আং হ্রীঁ ক্রোঁ... ইত্যাদি মন্ত্র একাদশ বার জপ এবং এই প্রকারে প্রতিষ্ঠাপন করিয়া, যুক্তপাণি হইয়া মাতৃকার ধ্যান করিবে।

পঞ্চাশৎ বর্ণ দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, পদ, কটি ও বক্ষঃস্থল বিভক্ত; তাঁহার পরম ভাস্বর (বিস্ময়-বিমোহন চমৎকারক আশ্চর্য্যসুন্দর) মস্তকে শশিখণ্ড নিবদ্ধ; তাঁহার স্তনযুগল পীনোন্নত; তাঁহার হস্তাম্বুজে মুদ্রা, অক্ষ, গুণ, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা বিরাজমান; তাঁহার দীপ্ত বর্ণাভা পরম নির্ম্মল এবং তিনটি নয়ন। সেই বাগ্‌দেবতার শরণ বা আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৩৭

এইরূপে মাতৃকার ধ্যান করিয়া, তাঁহার ন্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। যথা,—

১। হ্রীঁ ইতি পাঠান্তরম্।

* (১) কনুই। (২) হাঁটু।

মাতৃকান্যাস।

অং নমো ললাটে। আং নমো মুখে। ইং নমো দক্ষচক্ষুসি। ঈং নমো বামচক্ষুসি। উং নমো দক্ষকর্ণে। ঊং নমো বামকর্ণে। ঋং নমো দক্ষনসি। ৠং নমো বামনসি। ঌং নমো দক্ষগণ্ডে। ৡং নমো বামগণ্ডে। এং নমো ওষ্ঠে। ঐং নমো অধরে। ওং নমো উর্দ্ধদন্তে। ঔং নমোঽধোদন্তে। অং নমো ব্রহ্মরন্ধ্রে। অঃ নমো মুখে। কং নমো দক্ষবাহুমূলে। খং নমঃ কর্পূরে*। গং নমঃ কবচে। ঘং নমোঽঙ্গুলিমূলে। ঙং নমোঽঙ্গুল্যগ্রে।

তথা দক্ষহস্তেন যথা—

চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূলচতুঃসন্ধ্যগ্রেষু। টং ঠং ডং ঢং ণং দক্ষপাদমূলচতুঃসন্ধ্যগ্রেষু। তং থং দং দং নং বামপাদমূলচতুঃসন্ধ্যগ্রেষু। পং নমো দক্ষপার্শ্বে, (দক্ষপাণৌ ইতি প্রকারান্তরম্)। ফং নমো বামপার্শ্বে। বং নমঃ পৃষ্ঠে। ভং নমো নাভৌ। মং নমো উদরে। যং নমো হৃদয়ে। রং নমো দক্ষস্কন্ধে। লং নমঃ ককুদি। বং নমো বামস্কন্ধে। শং নমো হৃদাদি দক্ষকরে। ষং নমো হৃদাদি বামকরে। সং নমো হৃদাদি দক্ষপাদে। হং নমো হৃদাদি বামপাদে। লং নমো হৃদাদ্যুদরে। ক্ষং নমো হৃদাদিমুখে।

মতান্তরে যথা—

ললাটে মুখবৃত্তে চ চক্ষুষোঃ কর্ণয়োর্নসোঃ।
গণ্ডয়োরোষ্ঠয়োর্ব্বাপি দন্তপংক্ত্যোর্ব্বিশেষতঃ॥ ১৩৮
ব্রহ্মরন্ধ্রে পুনর্ব্বক্ত্রে অকারাদীন্ ন্যসেদ্বুধঃ।
তর্জ্জনীমধ্যমাযোগং অকারে বিন্যসেদ্বুধঃ॥ ১৩৯

অং নমো ললাটে ইত্যাদি বিধানে ললাটে, মুখমণ্ডলে, চক্ষুর্দ্বয়ে, কর্ণযুগলে, নাসিকাদ্বিতয়ে, গণ্ডযুগ্মে, দুই ওষ্ঠে, দুই দশন পংক্তিতে। ১৩৮

ব্রহ্মরন্ধ্রে ও পুনরায় মুখে অকারাদি ন্যাস করিতে হইবে। ললাটে তর্জ্জনী ও মধ্যমাযোগে অকারে বিন্যস্ত করিবে। ১৩৯

---

* কূর্পরে ইতি পাঠান্তরম্।

মধ্যমানামিকাযোগান্মধ্যং বক্ত্রে ন্যসেত্ততঃ।
মধ্যমাঙ্গুষ্ঠযোগেন বিন্যসেচ্চক্ষুষোস্তথা ॥ ১৪০
অনামাঙ্গুষ্ঠযোগেন কর্ণয়োর্ন্যসনীয়কম্।
তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযোগেন নাসাযোগে পরিন্যসেৎ ॥ ১৪১
অনামামধ্যমাযোগাদ্গণ্ডয়োর্ব্বিন্যসেৎ সদা।
অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণা ন্যাসঃ কর্ত্তব্যশ্চোষ্ঠয়োরপি ॥ ১৪২
মধ্যমাগ্রং সমাদায় দন্তয়োর্ন্যসনীয়কম্।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রং ব্রহ্মরন্ধ্রে মুখে করতলং বিদুঃ ॥ ১৪৩
বিদ্যামুদ্রাং সমাদায় হস্তয়োঃ সাধকোত্তমঃ।
বিন্যসেদ্ধস্তপাদেষু পার্শ্বে পৃষ্ঠে চ নাভিতঃ ॥ ১৪৪
হৃদাকারং তলং প্রোক্তং মাতৃকান্যাসকর্ম্মণি।
ককুদি স্কন্ধয়োর্ব্বাপি পুনঃ সর্ব্বত্র হস্তয়োঃ ॥ ১৪৫

ততো মূলেন শির আদি পাদান্তং পাদাদি শিরোঽন্তং শির আদি হৃদয়ান্তং হৃদাদি মুখান্তং ইতি ব্যাপকত্রয়ং কুর্য্যাৎ।

অকারাদিপুটৈর্ব্বর্গৈর্ন্যসেদঙ্গকরাঙ্গকম্।

মধ্যমা ও অনামিকাযোগে বদনে, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে দুই চক্ষুতে বিন্যস্ত করিবে। ১৪০

অনামা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে উভয়কর্ণে, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠযোগে নাসাযুগ্মে বিন্যস্ত করিবে। ১৪১

অনামা ও মধ্যমাযোগে উভয় গণ্ডে, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব দ্বারা অধর ও ওষ্ঠে বিন্যস্ত করিবে। ১৪২

মধ্যমাগ্র গ্রহণ করিয়া দশনপংক্তিদ্বয়ে, অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্রে, করতল দ্বারা মুখে বিন্যস্ত করিবে। ১৪৩

এবং বিদ্যামুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক দুই হস্তে ন্যাস করিবে। এইরূপে স্কন্ধ, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, নাভি (মাতৃকান্যাস) সর্ব্বত্র তথা সকল অঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। ১৪৪

ইহার নাম হৃদাকারতল। মাতৃকান্যাস কার্য্যে ইহা করিতে হয়। দুই স্কন্ধ ও পুনরায় দুই হস্তে ন্যাস করিবে। ১৪৫

অথ অঙ্গন্যাসঃ

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অথ যোনিন্যাসঃ

যোনিদ্বাদশবিদ্যাঞ্চ বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ।
মূর্দ্ধ্নি বক্ত্রে তথা কণ্ঠে হৃদয়ে উদরে[১] তথা॥ ১৪৬
নাভাবাধারপদ্মে চ পদোর্ব্বাহ্বোশ্চ সর্ব্বতঃ।
যোনিবেদ্যা যোনিনিত্যা যোনিরূপা তথৈব চ॥ ১৪৭
যোনিমধ্যা যোনিসিদ্ধা যোনিগুপ্তা চ যোনিদা।
যোনিহা যোনিসাধ্যা চ যোনিজ্ঞানা চ যোনিপা।
যোনিপুণ্যা তথান্যাসশ্চতুর্ব্বর্গস্য সিদ্ধয়ে॥ ১৪৮

অনন্তর মূলমন্ত্র সহযোগে শির হইতে পাদ পর্য্যন্ত ও পাদ হইতে শির পর্য্যন্ত এবং শির হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপকন্যাসত্রয় বিধান করিতে হইবে। পরে অকারাদি পুটবর্গ (অকারাদি স্বর এবং বকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ) দ্বারা অঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—অং কং খং......ইত্যাদি মূলে লিখিত প্রণালীতে অঙ্গ ও করাঙ্গন্যাস বিন্যস্ত করিতে হইবে। অনন্তর সাধকোত্তম যোনিদ্বাদশবিদ্যা বিন্যস্ত করিবে। মস্তকে, মুখে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, উদরে, নাভিতে, আধারে, পদদ্বয়ে, ও বাহুযুগলে সর্ব্বতোভাবে যথাক্রমে চতুর্ব্বর্গসিদ্ধির জন্য যোনিবিদ্যা, যোনিনিত্যা, যোনিরূপা, যোনিমধ্যা, যোনি-সিদ্ধা, যোনিব্রতা, যোনিদা, যোনিহা, যোনিসাধ্যা, যোনিজ্ঞানা ও যোনিপা

১। চোদরে ইতি পাঠঃ।

মৃগমুদ্রয়া মূর্দ্ধ্নি ওঁ যোনিবেদ্যায়ৈ নমঃ। বক্ত্রে ওঁ যোনিনিত্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠে ওঁ যোনিরূপায়ৈ নমঃ। হৃদয়ে ওঁ যোনিমধ্যায়ৈ নমঃ। উদরে ওঁ যোনিসিদ্ধায়ৈ নমঃ। নাভৌ ওঁ যোনিগুপ্তায়ৈ নমঃ। মূলাধারে ওঁ যোনিদায়ৈ নমঃ। দক্ষপাদে ওঁ যোনিহায়ৈ নমঃ। বামপাদে ওঁ যোনিসাধ্যায়ৈ নমঃ। দক্ষবাহৌ ওঁ যোনিজ্ঞানায়ৈ নমঃ। বামবাহৌ ওঁ যোনিরূপায়ৈ[1] নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে ওঁ যোনিপুণ্যায়ৈ নমঃ। ইতি বিন্যসেৎ। ইতি দ্বাদশযোনিবিন্যাসঃ।

অথ প্রাণায়ামঃ

দক্ষহস্তাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাপুটং ধৃত্বা মূলং ষোড়শবারং জপ্ত্বা বায়ুং পূরয়েৎ। ততো কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং নাসাপুটৌ ধৃত্বা চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভয়িত্বা বামনাসায়াং কনিষ্ঠানামিকাভ্যাং ধৃত্বা দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণেন রেচয়েৎ। পুনর্দ্দক্ষিণেনাপূর্য্য বামেন রেচয়েৎ।

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পূরকুম্ভকরেচকৈঃ॥ ১৪৯
ইত্থমেব বারত্রয়ং কুর্য্যাদিতি প্রাণায়ামঃ।

এই দ্বাদশ যোনিবিদ্যা ন্যাস করিতে হইবে। ইহাই দ্বাদশ যোনিবিন্যাস। ১৪৬-১৪৮

মূলে লিখিত 'মৃগমুদ্রয়া মূর্দ্ধ্নি যোনিবেদ্যায়ৈ নমঃ। বক্ত্রে ওঁ যোনিনিত্যায়ৈ নমঃ। .... ইত্যাদি মন্ত্রের ক্রমানুক্রমে দ্বাদশযোনিবিদ্যা, এইরূপে দ্বাদশযোনি ন্যাস করিয়া দক্ষিণ হস্তাঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণ নাসাপুট ধারণপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে ষোড়শ বার জপ করত বায়ু পূরণ ও পরে নাসাপুটদ্বয় ধারণপূর্ব্বক চতুঃষষ্টিবার জপসহকারে কুম্ভক ও বাম নাসায় কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা ধারণপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎবার জপ করিয়া দক্ষিণ দ্বারা রেচন করিতে হইবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচকবিধানক্রমে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাপুট ধারণ করাকে প্রাণায়াম বলিয়া থাকে। বারত্রয় এইরূপ করিতে হইবে। ইহাই প্রাণায়াম। ১৪৯

১। যোনিপায়ৈ ইতি পাঠান্তরম্।

অথ ঋষ্যাদিন্যাসঃ

শিরসি ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ। মুখে ওঁ বৃহস্পতিচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি শ্রীমত্তারায়ৈ একজটায়ৈ দেব্যৈ নমঃ। মূলাধারে হুঁ বীজায় নমঃ। পাদয়োঃ ফট্ শক্তয়ে নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে নিজবীজ-কীলকায় নমঃ। ইতি ঋষ্যাদিন্যাসঃ।

অথ পীঠন্যাসঃ[১]

পীঠন্যাসং ততঃ কৃত্বা পীঠশক্তীর্ন্যসেত্ততঃ।
তত্ত্বন্যাসং বিধায়াথ বীজন্যাসং সমাচরেৎ ॥ ১৫০
করাঙ্গঞ্চ ষড়ঙ্গঞ্চ ন্যস্বা বর্ণান্ন্যসেত্ততঃ।
সংশোধ্য যন্ত্রং দেহে তু পীঠপূজাং সমাচরেৎ ॥ ১৫১
গণেশং বটুকঞ্চৈব ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীম্।
পীঠপূজাং ততঃ কৃত্বা পীঠশক্তিং প্রপূজয়েৎ ॥ ১৫২
যোঢ়াং কৃত্বা ততো মন্ত্রী অর্ঘ্যং কৃত্বা চ তৎ পুনঃ।
ব্যাপকং পঞ্চধা কৃত্বা পূজয়েৎ পরদেবতাম্ ॥ ১৫৩
হৃদি হস্তং দত্ত্বা মৃগমুদ্রয়া হৃৎপদ্মস্য কেশরেষু—
ওঁ শ্মশানায় নমঃ। ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ। ওঁ মণিপীঠায় নমঃ।

অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। তাহার ক্রম যথা,—শিরসি ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে স্বাহা। মুখে……ইত্যাদি ক্রমে ঋষ্যাদি ন্যাস সমাপনান্তে পীঠশক্তি সকলের ন্যাস করিবে। তদনন্তর তত্ত্বন্যাস করিয়া বীজন্যাসে প্রবৃত্ত হইবে। ১৫০

তৎপশ্চাৎ করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া, বর্ণন্যাস সমাধানান্তে যন্ত্রশোধন-পূর্ব্বক দেহে পীঠপূজা করিবে। ১৫১

গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনী ইহাদের পূজা করিয়া, পীঠপূজা-সমাপনপূর্ব্বক পীঠশক্তির আরাধনা করিবে। ১৫২

পরে যোঢ়া* বিধান করিয়া, পুনরায় অর্ঘ্যদানসহকারে পাঁচবার ব্যাপকন্যাস করত পরদেবতার পূজা করিতে হইবে। ১৫৩

১। পীঠশক্তিন্যাসঃ ইতি পাঠান্তরম্।

* গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, পীঠপূজা ও পীঠশক্তি—এই ছয়জনের পূজাকে 'যোঢ়া' পূজা বলে।

ওঁ নানালঙ্কারেভ্যো নমঃ। ওঁ মুনিভ্যো নমঃ। ওঁ দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ বহুমাংসাস্থিমোদমানশিবাভ্যো নমঃ। চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ শবমুণ্ড-চিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ। ইতি পীঠন্যাসঃ।

হৃদি ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ প্রীত্যৈ নমঃ। ওঁ কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ। ওঁ পুষ্ট্যৈ নমঃ। ইতি পীঠশক্তিন্যাসঃ।

অথ তত্ত্বন্যাসঃ

ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা ইতি আধারাদি হৃৎপর্য্যন্তম্। ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা ইতি হৃদাদিমুখপর্য্যন্তম্। ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা ইতি মুখাদি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তম্। ইতি তত্ত্বন্যাসঃ।

অথ বীজন্যাসঃ

মন্ত্রং পঞ্চখণ্ডং কৃত্বা ব্রহ্মরন্ধ্রাল্ললাটান্তং আদ্যবীজং নমোঽন্তং ন্যসেৎ। ললাটান্মুখান্তং দ্বিতীয়বীজং নমঃ। মুখাদাকণ্ঠং তৃতীয়বীজং নমঃ। কণ্ঠাৎ হৃদয়ান্তং চতুর্থবর্ণং নমঃ। হৃদয়ান্মুখান্তং পঞ্চমবর্ণং নমঃ। ইতি বীজন্যাসঃ।

অথ করাঙ্গন্যাসঃ

হকারং রেফসংযুক্তং ষড়্দীর্ঘেণ সমন্বিতম্।
চন্দ্রখণ্ডযুতং কৃত্বা বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১৫৪

হৃদয়ে হস্ত দিয়া মৃগমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক হৃৎপদ্মের কেশরসমূহে, ওঁ শ্মশানায় নমঃ......চতুর্দ্দিক্ষু ওঁ শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাস্থিভ্যো নমঃ ··· ইত্যাদি মন্ত্রে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। পরে ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা···ইত্যাদি মন্ত্রসহযোগে তত্ত্বন্যাস করিয়া, মন্ত্রকে পঞ্চখণ্ড করত পঞ্চবর্ণীয় মন্ত্রের ন্যাস (বর্ণন্যাস) এই নিয়মে করিতে হইবে। যথা,—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ললাট পর্য্যন্ত নমঃ শব্দ সহযোগে আদ্যবীজ (প্রথমবীজ) ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে ললাট হইতে মুখ পর্য্যন্ত দ্বিতীয়বীজ, মুখ হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত তৃতীয়বীজ, কণ্ঠ হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত চতুর্থবীজ এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত পঞ্চম বীজের সহিত নমঃ শব্দ সংযোগ করিয়া বীজন্যাস করিয়া,

একজটা তারিণী চ ন্যস্যা বজ্রোদকা তথা।
উগ্রজটা ততো ন্যস্যা মহাপ্রতিসরা তথা।
পিঙ্গোগ্রৈকজটা পশ্চাৎ করাঙ্গেষু ষড়ঙ্গতঃ॥ ১৫৫

অথ করাঙ্গন্যাসঃ।

তথা হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তারিণ্যৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং বজ্রোদকে মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈঁ উগ্রজটে অনামিকাভ্যাং হুঁ। হ্রৌং মহাপ্রতিসরে কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

অথ ষড়ঙ্গন্যাসঃ

হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীঁ তারিণ্যৈ শিরসে স্বাহা। হ্রূঁ বজ্রোদকে শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং উগ্রজটে কবচায় হুঁ। হ্রৌঁ মহাপ্রতিসরে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ পিঙ্গোগ্রৈকজটে করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ইতি ষড়ঙ্গন্যাসঃ

অথ মন্ত্রশোধনপ্রকারঃ

অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং নমো হৃদি।
এং ঐং ওং ঔং কং খং গং ঘং নমো দক্ষবাহৌ।
ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমো বামবাহৌ।
ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমো দক্ষপাদে।
মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমো বামপাদে।

হ-কারকে রেফ্‌-সংযুক্ত ছয়টি দীর্ঘস্বরসমন্বিত ও অর্দ্ধচন্দ্রান্বিত করত সাধক বিন্যস্ত করিবেন। ১৫৪

একজটা, তারিণী, বজ্রোদকা, উগ্রজটা, মহাপ্রতিসরা, পিঙ্গোগ্রৈকজটা, যথাক্রমে ইহাঁদের নামের সহিত যুক্ত করিয়া করাঙ্গ ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। ১৫৫

যথা,—হ্রাং একজটায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ......ইত্যাদি ক্রমানুযায়ী ন্যাস করত করাঙ্গন্যাস করিয়া, হ্রাং একজটায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ......ইত্যাদি বলিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে।

অনন্তর অং আং ......ইত্যাদি মন্ত্রক্রম অবলম্বনে হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া,

ততঃ শ্রীমদেকজটাযন্ত্রং উদ্ধৃত্য সংস্কুর্য্যাৎ। ওঁ আঃ সুরেখে বজ্রেখে হুং ফট্ নমঃ। ইতি যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য যন্ত্রং শোধয়েৎ।

অথ পূজাপ্রারম্ভঃ

ততঃ পূজামারভেৎ।

পূর্ব্বাদিতঃ ওঁ হ্রীং* গাং গণপতয়ে নমঃ।

দক্ষিণে ওঁ হ্রীং বাং বটুকায় নমঃ।

পশ্চিমে ওঁ হ্রীং ক্ষেঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

উত্তরে ওঁ হ্রীং যাং যোগিনীভ্যো নমঃ।

পীঠন্যাসবৎ পীঠপূজাং কৃত্বা পূর্ব্বাদ্যষ্টদলে পীঠশক্তিং সংপূজ্য মধ্যে হসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।

ততঃ স্ববামে বিন্দুমধ্যত্রিকোণবৃত্তচতুরস্রমণ্ডলং কৃত্বা তত্র শ্রীমদেকজটাদেব্যা অর্ঘ্যস্থানায় নমঃ। তত্র ত্রিপদিকামাবাহ্য জলেনাভ্যুক্ষ্য ফড়িতি পাত্রং প্রক্ষাল্য তত্র সংস্থাপ্য শ্রীমদেকজটাদেব্যাঃ ওঁ অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ।

ততো মূলেনাপূর্য্য রক্তচন্দনবিল্বপত্রদূর্ব্বাক্ষতাদীন্নিক্ষিপ্য বিলোম-

---

শ্রীমদেকজটার যন্ত্র উদ্ধার করিয়া সংস্কার করত ওঁ আঃ সুরেখে বজ্ররেখে ......ইত্যাদি মন্ত্রের সহিত যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক যন্ত্রশোধন করিয়া পরে পূর্ব্বদিক হইতে উত্তরদিক পর্য্যন্ত পূজা আরম্ভ করিবে। যথা,—ওঁ দ্রীং (হ্রীঁ) গাং গণপতয়ে নমঃ.. ...ইত্যাদি মন্ত্রক্রমানুসারে পীঠন্যাসবৎ পীঠপূজা করিয়া পূর্ব্বাদি অষ্ট দলে পীঠশক্তির অর্চ্চনা করত মধ্যে, হসৌঃ ইত্যাদি বলিয়া পূজা করিতে হইবে।

অনন্তর আপনার (সাধকের নিজের) বামে বিন্দুমধ্য ত্রিকোণ, বৃত্ত ও চতুরস্রমণ্ডল বিধান করিয়া, ত্রিকোণমধ্যে বিন্দু অঙ্কন করত তাহাতে শ্রীমদেকজটাদেব্যা অর্ঘ্যস্থানায় নমঃ, মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অর্থাৎ শ্রীমদেকজটাদেবীর অর্ঘ্যস্থানকে নমস্কার এইরূপ বলিয়া ও তাহাতে ত্রিপদিকার আবাহনসহকারে জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ ও ফট্মন্ত্রপ্রয়োগ সহকারে পাত্র প্রক্ষালন ও তথায়

* ওঁ দ্রীঁ গাঁ গণপতয়ে নমঃ ইত্যপি মন্ত্রঃ।

মাতৃকাবর্ণৈর্ম্মূলেন চ বিন্দুস্রুতসুধাময়জলেন শঙ্খমাপূর্য্য তত্র গঙ্গে চেত্যাদিনা অঙ্কুশমুদ্রয়া অর্ঘ্যমাবাহ্য বং ইতি ধেনুমুদ্রয়া অমৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য মৎস্যমুদ্রয়াচ্ছাদ্য তত্র দেবীং ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা ষড়ঙ্গানি বিন্যস্য মূলং তত্র দশধা জপ্ত্বা তজ্জলৈঃ পুষ্পাদিনাত্মানং পূজোপকরণঞ্চাভ্যুক্ষ্য পঞ্চার্ঘ্যং কৃত্বা পঞ্চধা ব্যাপকং কৃত্বা দেবীং ধ্যায়েৎ।

ধ্যায়েৎ শ্রীতারকাদেবীং করকচ্ছপমুদ্রয়া।
বিশেষতঃ ফলার্থী চ ধ্যাপয়েদ্[1] যোনিমুদ্রয়া ॥ ১৫৬
প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি-শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা
খড়্গেন্দীবরকর্ত্রিখর্পরভুজা হুংকারবীজোদ্ভবা।
খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্। ১৫৭

সংস্থাপন করিয়া, শ্রীমদেকজটাদেবীর অর্ঘ্যপাত্রকে নমস্কার, বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

পরে মূলমন্ত্রে জল দ্বারা পাত্রপূর্ণ করিয়া, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা ও অক্ষতাদি নিক্ষেপপূর্ব্বক বিলোমমাতৃকাবর্ণসমূহ উচ্চারণপূর্ব্বক বিন্দু হইতে বিগলিত সুধাময় সলিল দ্বারা শঙ্খ আপূরণ ও তাহাতে গঙ্গে চ...ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্য আবাহন, বং মন্ত্রযোগে ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন এবং মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন ও তাহাতে দেবীর ধ্যান ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করত, ষড়ঙ্গবিন্যাস সমাধানপূর্ব্বক, তাহাতে দশবার মূলমন্ত্র জপ ও সেই জলে পুষ্পাদি দ্বারা আত্মা ও পূজোপকরণের অভ্যুক্ষণ করিয়া, পঞ্চার্ঘ্যবিধানপূর্ব্বক ব্যাপকন্যাস করত দেবীর ধ্যান করিতে হইবে। করকচ্ছপ মুদ্রা দ্বারা, বিশেষতঃ ফলার্থী পুরুষ যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমত্তারাদেবীর ধ্যান করিবে। ১৫৬

তিনি প্রত্যালীঢ়পদে শবের হৃদয়ে চরণ অর্পণ করিয়াছেন ; তিনি ভয়ঙ্কর অট্টহাস্য করিয়া থাকেন, তিনি পরমাপ্রকৃতি। তাঁহার হস্তে খড়্গ, ইন্দীবর, কর্ত্রী ও খর্পর। হুঁ-কারবীজ তাঁহার আবির্ভাবভূমি। তিনি খর্ব্বাকৃতি। তাঁহার জটাজূট বিশাল ও নীলপিঙ্গল। মস্তকে তাঁহার এক সর্প বিরাজ

১। ...ধ্যায়েৎ তাং যোনিমুদ্রয়া—ইতি চ পাঠঃ।

ইতি ধ্যাত্বা যন্ত্রে তৎ পুষ্পং দত্ত্বা ধ্যানরহস্যং বিভাব্য আবাহয়েৎ।

মন্ত্রো যথা—

সর্ব্বামভিনবজলধরনীলাং লম্বোদরীং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতশোভিতকোটীং পীনোন্নতপয়োধরাং রক্তবর্ত্তুলনেত্রত্রয়াং পৃষ্ঠেঽতিনীলজটাজূটাং, শীর্ষেঽক্ষোভ্যমহাদেবকৃতনাগফণাতিশোভিতাং, পার্শ্বদ্বয়ে লম্বমাননীলোৎপলমালাং, পঞ্চমুদ্রাস্বরূপশুভ্রত্রিকোণাকারকপালপঞ্চতমাং, অতিনীলজটাজূটাং বিস্তীর্ণচমরিকাকেশ ইব মহাবিগলিতচিকুরাং, শুভ্রবর্ণতক্ষকনাগকৃতকঙ্কণাং, রক্তবর্ণনাগকৃতস্বল্পহারাং, চিত্রিতবর্ণশেষনাগকৃতহারাং, স্বর্ণবর্ণস্বল্পনাগপাদাঙ্গুরীয়কাং, ঈষদ্রক্তনাগকৃতকটিসূত্রাং, দূর্ব্বাদলশ্যামলনাগকৃতবলয়াং, চন্দ্রসূর্য্যবহ্নিকৃতনেত্রত্রয়াং, কোটিকোটিবালরবিচ্ছবিকৃত-দক্ষিণনেত্রাং, কোটিকোটিবালচন্দ্রকৃত-বামনেত্রাং, লক্ষলক্ষদহনকৃতোর্দ্ধনেত্রাং, ললজ্জিহ্বাং, মহাকালশবরূপহৃদয়স্থিত-

---

করিতেছে। তিনি স্বয়ং উগ্রতারা এবং ত্রিজগতের সংহার সাধন করিয়া থাকেন। ১৫৭

এইরূপে ধ্যান করিয়া যন্ত্রমধ্যে সেই পুষ্প দান ও ধ্যানরহস্য ভাবনা করিয়া আবাহন করিবে। যথা,—তিনি বিশ্বরূপিণী ও অভিনবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা এবং তাঁহার উদর লম্বিত (ঝোলান)। তাঁহার কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত ও শোভমান। তাঁহার পয়োধরযুগল পীনোন্নত। তাঁহার নেত্রত্রয় রক্তবর্ণ ও বর্ত্তুলাকৃতি। তাঁহার জটাজূট নীলবর্ণ ও পৃষ্ঠভাগে লম্বিত। তাঁহার শীর্ষ অক্ষোভ্য মহাদেব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ভুজঙ্গমের ফণিমণ্ডলে অতিমাত্র শোভিত। তাঁহার পার্শ্বদ্বয়ে নীলোৎপলের মালা লম্বমান। তিনি পঞ্চমুদ্রাস্বরূপ শুভ্রবর্ণ ত্রিকোণাকৃতি কপালপঞ্চকে বিরাজমানা। তাঁহার জটাজূট অতীব নীলাঞ্জনচয়প্রভ যুতা। তাঁহার চিকুর, চমরিকার বিস্তৃত কেশের ন্যায় মহাবিগলিত। শুভ্রবর্ণ তক্ষক নাগ তাঁহার হস্তে কঙ্কণরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ক্ষুদ্রহার রক্তবর্ণ সর্পে নির্ম্মিত। তাঁহার হার বিচিত্রবর্ণ শেষনাগে বিরচিত। স্বর্ণবর্ণ ক্ষুদ্র নাগ তাঁহার পাদদেশে অঙ্গুরীয়রূপে বিরাজমান হইতেছে। তাঁহার কটিসূত্র ঈষৎ-রক্তবর্ণ নাগে বিনির্ম্মিত। তাঁহার হস্তে দূর্ব্বাদলশ্যামল নাগ বলয়রূপে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি—ইঁহারা তাঁহার নয়ন। কোটি কোটি বালরবিচ্ছবি তাঁহার দক্ষিণ লোচন, কোটি কোটি

সঙ্কুচিতদক্ষিণচরণাং, শবপাদদ্বয়স্থিত-প্রসারিত-বামচরণাং—এতেন প্রত্যালীঢ়পদাং, সদ্যশ্ছিন্ন-গলদ্রুধিরান্যোন্যকেশগ্রথিত-মুণ্ডমালাবলীরম্যাং, সর্ব্বস্ত্র্যলঙ্কারশোভিতাং, মহামোহবিমোহিনীং মহামোক্ষবিদায়িকাং, বিপরীতরতাসক্তাং রত্যাবেশ-স্মেরাননাম্। দক্ষিণহস্তাধোধৃতকর্ত্রিকাং তদূর্দ্ধে লক্ষচন্দ্রহাসখড়্গধরাং, বামোর্দ্ধে সর্ব্বশিষ্যাণাং ভয়হরণায় আসবগলিতনীলোৎপল-কিঞ্চিদ্বিকস্বর-রক্তনাগধরাং, তদধঃ-কপালচসক-সদ্যঃকৃত্তমুণ্ডশোভিত-ভুজাং হুঙ্কারবীজোদ্ভবাং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানাং কর্ত্রীং ক্ষপয়ত্রীং ষোড়শাব্দাং সর্ব্বজ্ঞান-বিদায়িনীং ধ্যাত্বা আবাহয়েৎ।

ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবার-সমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব ॥ ১৫৮

বালচন্দ্র তাঁহার বামনেত্র। লক্ষলক্ষ অগ্নি তাঁহার ঊর্দ্ধ নয়ন। তাঁহার জিহ্বা লোলভাবাপন্না। তাঁহার দক্ষিণ চরণ মহাকালশবহৃদয়ে সঙ্কুচিতভাবে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। তিনি আপনার বামচরণ প্রসারিত করিয়া শবের পাদদ্বয়ে স্থাপিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি প্রত্যালীঢ়পদা হইয়াছেন। বিগলিত রুধির-ধারায় পরিপ্লুত এবং পরস্পরের কেশগ্রথিত সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ডমালাবলীর সংসর্গে তিনি সকল লোকের রমণীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি স্ত্রীজনোচিত যাবতীয় অলঙ্কারে শোভিতা ও মহামোহবিমোহিনী এবং মহামোক্ষবিধায়িনী ও বিপরীত-রতিশালিনী, রতির আবেশবশতঃ তাঁহার বদনমণ্ডল স্মেরভাবাপন্ন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের অধোদিকে কর্ত্রিকা ও তাহার ঊর্দ্ধভাগে লক্ষ চন্দ্রহাস খড়্গ; তাঁহার বাম হস্তের ঊর্দ্ধে সমুদায় শিষ্যগণের ভয়হরণার্থ গলিতাসব নীলোৎপল ও কিঞ্চিৎ-বিকস্বর রক্তবর্ণ নাগ বিরাজমান এবং তাহার অধোভাগে কপাল, চসক (সুরাপানপাত্র) ও সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড শোভমান হইতেছে। তিনি হুঁ-কারবীজ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

তিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও নাশের (সংহারের) মূল এবং তিনি ষোড়শবর্ষীয়া ও সর্ব্বজ্ঞতার জননী। এইরূপে ধ্যান করিয়া আবাহন করিবে।

হে দেবেশি! ভক্তিসুলভে! হে পরিবারসমন্বিতে! আমি যাবৎ তোমার পূজা করিব, তাবৎ তুমি সুস্থিরা হও। ১৫৮

ইত্যুক্ত্বা ঊর্দ্ধাঞ্জলিনা শ্রীমদেকজটে দেবি ইহাগচ্ছাগচ্ছ অধোমুখাঞ্জলিনা ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ গর্ভাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিভ্যাং ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি তদধোমুখেন ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব হস্তং ভ্রাময়িত্বা, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

আকারং বিন্দুসংযুক্তং মায়াপাশবিভূষিতম্।
বহ্নিজায়া চ হংসান্তঃ প্রতিষ্ঠামন্ত্র ঈরিতঃ। ১৫৯

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা হংসঃ* শ্রীমদেকজটাদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ এবং জীব ইহ স্থিতঃ এবং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি এবং বাঙ্মনশ্চক্ষুশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা। ইত্যনামাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তাগ্রেণ প্রতিষ্ঠাপয়েৎ।

ততো মূলং দশধা জপ্ত্বা ধেনুযোনিমৎস্যাঙ্কুশশঙ্খখড়্গামৃগগালিনীমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য শ্রীমদেকজটে দেবি বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা। ইতি পুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পূজয়েৎ।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানি চ।
সুগন্ধি কুসুমং ধূপদীপনৈবেদ্যবন্দনম্॥ ১৬০

এইরূপ উচ্চারণ করিয়া, ঊর্দ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীমদেকজটে দেবি! এখানে আগমন কর—আগমন কর, উচ্চারণপূর্ব্বক অধোমুখাঞ্জলি দেখাইয়া আবাহন করত, এখানে অবস্থিতা হও, অবস্থিতা হও বলিয়া, গর্ভাঙ্গুষ্ঠমুষ্টি করত, এখানে সন্নিহিতা হও, সন্নিহিতা হও—এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া এবং সেই অধোমুখ অঞ্জলি দ্বারা এখানে সন্নিরুদ্ধ হও বলিয়া, আপনার হস্তকে ভ্রামিত করিয়া, এখানে অধিষ্ঠান কর ও আমার পূজা গ্রহণ কর, এইরূপ বলিতে হইবে।

বিন্দুসংযুক্ত আকার অর্থাৎ আং, মায়া অর্থাৎ হ্রীং, পাশ অর্থাৎ ক্রোং, বহ্নিজায়া অর্থাৎ স্বাহা এবং অবশেষে হংস, এই ক্রমপতির নাম প্রতিষ্ঠামন্ত্র। ১৫৯

এই মন্ত্রে অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা হংসঃ শ্রীমদেকজটাদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ ইত্যাদি অনামা ও অঙ্গুষ্ঠসংযুক্তাগ্র দ্বারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

---

* ওঁ আং হ্রীং ক্রোং স্বাহা হংসঃ ইত্যপি প্রকারান্তরম্।

দশোপচারৈর্ব্বা পঞ্চোপচারৈর্ব্বা পূজয়েৎ। পুরুষধিয়া সোঽহমিতি মত্বা ওঁ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুং ফট্ স্বাহা ইত্যুচ্চার্য্য পূজয়েৎ। এতৎ পাদ্যং নমঃ। পাদ্যং গৃহীত্বা তদুপরি পূজামন্ত্রং একজটাদেবতায়ৈ এতৎ পাদ্যং নমঃ। ইতি কৃতমুষ্টিপ্রসারিতাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যাং দদ্যাৎ। তথা ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।

পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দদ্যান্মৌলৌ চার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
গন্ধং ভালে তথা পুষ্পং পাদয়োশ্চ নিবেদয়েৎ॥ ১৬১

ইদং স্নানীয়ং স্বধা। মৃগমুদ্রয়া—গন্ধোঽয়ং নমঃ। অঞ্জলিনা পুষ্পাণি বৌষট্।

ততঃ স্ববামে ঘণ্টাং চানীয় গন্ধপুষ্পাভ্যাং ওঁ জয়ধ্বনিমন্ত্রমাতঃ স্বাহা ইতি ঘণ্টাং সংপূজ্য ধূপং পাত্রোপরি সংস্থাপ্য পূজামন্ত্রং জপ্ত্বা বামহস্তে ধৃত্বা এষ ধূপঃ স্বধা।

ইতি নিবেদ্য মৃগমুদ্রয়া নীত্বা বামহস্তেন ঘণ্টাং বাদয়ন্ আনাসা-

---

পরে দশবার মূল মন্ত্র জপ করিয়া, ধেনু, যোনি, মৎস্য, অঙ্কুশ, শঙ্খ, খড়্গ, মৃগ ও গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন সহকারে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পূজা করিবে। আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বসন, আভরণ, সুগন্ধি, কুসুম, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন—এই ষোড়শ উপচার অথবা দশবিধ উপচার অথবা পঞ্চবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিতে হইবে। ১৬০

তৎকালে যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দান করিবে। পদযুগলে পাদ্য, মস্তকে অর্ঘ্য, কপালে গন্ধ ও চরণদ্বয়ে পুষ্প নিবেদন করিতে হইবে। ১৬১

'ইহা আবার স্নানীয়' এই বলিয়া স্নানীয় দিবে এবং মৃগমুদ্রার দ্বারা 'গন্ধোঽয়ং নমঃ' বলিয়া গন্ধ এবং 'পুষ্পাণি বৌষট্' বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা পুষ্প দিবে।

যথাবিধানে সমুদায় সম্পাদন করিয়া আপনার বামে ঘণ্টা আনয়ন ও গন্ধপুষ্প দ্বারা তাহার পূজাপূর্ব্বক পাত্রের উপর ধূপ সংস্থাপন, পূজার মন্ত্র জপ ও বাম হস্তে ঘণ্টা ধারণ করিয়া, 'এষঃ ধূপঃ স্বধা' এই মন্ত্রে ধূপ নিবেদন করিবে।

মুখতো ধূপসমীরণং ঘ্রাপয়েৎ। তথা দীপোঽয়ং স্বাহা। দৃষ্টিপর্য্যন্তং দীপং দত্ত্বা নীরাজয়েৎ*। তথান্যৎ সর্ব্বং মালাদিকং দেয়ম্।

স্ববামে ত্রিকোণং বিলিখ্য তত্র নৈবেদ্যমানীয় রং ইতি ধেনুমুদ্রয়ামৃতীকৃত্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য তত্র মূলং দশধা জপ্ত্বা ফড়িতি অস্ত্রেণ সংরক্ষ্য গালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্য বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং ধৃত্বা অর্ঘ্যোদকেন এতন্নৈবেদ্যং সোপকরণং শ্রীমদেকজটাদেব্যৈ নমঃ।

স্ত্রীশূদ্রেতরস্তু ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহেতি জলং দত্ত্বা বামহস্তে গ্রাসমুদ্রাং বদ্ধ্বা দক্ষহস্তেন প্রাণাদিমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ।

ততঃ পানার্থজলং ততস্তাম্বূলং চুম্বকাদিশেষং সমাপয়েৎ ঘণ্টাবাদ্যৈঃ। তথা যথাশক্ত্যুপচারৈঃ সংপূজ্য যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য—দেবি! আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি। ইত্যুক্ত্বা ষড়ঙ্গানি সম্পূজ্য দেব্যা মৌলৌ ওঁ অক্ষোভ্যং বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা ইত্যাদিনা সর্ব্বত্রাভ্যর্চ্চয়েৎ।

পরে মৃগমুদ্রায় ধূপপাত্র লইয়া, বামহস্ত দ্বারা ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দেবীর নাসিকা হইতে মুখ পর্য্যন্ত ধূপসমীরণের ঘ্রাণ দিতে হইবে।

পরে 'দীপোঽয়ং স্বাহা' বলিয়া দৃষ্টি পর্য্যন্ত দীপদানপূর্ব্বক নীরাজনা করিবে। মাল্যাদি অন্যান্য সমুদায় দ্রব্যও দিবে।

আপনার বামে ত্রিকোণ অঙ্কিত করিয়া, তাহাতে নৈবেদ্য আনিয়া, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা তাহাতে মূলমন্ত্র দশবার জপ ও অস্ত্র মুদ্রায় (ফট্) সংরক্ষণপূর্ব্বক গালিনীমুদ্রা বামহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধারণ ও অর্ঘ্যোদক দ্বারা 'এতন্নৈবেদ্যং সোপকরণং শ্রীমদেকজটাদেব্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্য নিবেদন করবে।

স্ত্রী ও শূদ্রেতর ব্যক্তি 'ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই বলিয়া জল দিয়া, বামহস্ত দ্বারা গ্রাসমুদ্রাবন্ধন ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি মুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

পরে পানার্থ জল, তাম্বূল ও চুম্বকাদি (গণ্ডূষ) শেষ যথাক্রমে সমাপন করিয়া, ঘণ্টাবাদন সহকারে ও যথাশক্তি উপাচারে বিশেষরূপে পূজা ও যোনিমুদ্রাপ্রদর্শনপূর্ব্বক 'দেবি! আজ্ঞাপয় পরিবারাংস্তে পূজয়ামি' এই

---

* নিরাজনা (নিরাজন)—ধূপ, দীপমালা, সজল পদ্ম, ধৌতবস্ত্র, তুলসী (বৈষ্ণবদিগের পক্ষে), বিল্বদল, দর্পণ (আয়না), চামর, ব্যজন। শঙ্খবাদন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা দেবমূর্ত্তি বরণ বা আরতি; আরাত্রিক।

দেব্যা দক্ষহস্তোর্দ্ধে খড়্গং তদধঃ কর্ত্রিকাং বামোর্দ্ধে ইন্দীবরং তদধঃ সদ্যঃকৃত্ত-শিরঃসহিত-চসকং সংপূজ্য বায়ব্যাৎ শিবকোণপর্য্যন্তং গুরু-পংক্তিং প্রপূজয়েৎ।

ঊর্দ্ধকেশব্যোমকেশনীলকণ্ঠবৃষধ্বজান্।

তত্রৈবানন্দনাথান্তান্ পূজয়িত্বা ফলং লভেৎ॥ ১৬২

তারাবতী ভানুমতী জয়া বিদ্যা মহোদরী।

অম্বান্তাঃ পূজয়েচ্চৈতা ইষ্টমোক্ষার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৬৩

বশিষ্ঠমীননাথশ্চ হরিনাথকুলেশ্বরৌ। বিরূপাক্ষমহেশ্বরসুখ-পারিজাতাঃ। মহাকালরুদ্রাণী উগ্রা ভীমা ঘোরা ভ্রামরী কালরাত্রি[১] বিশ্বরূপা চ। ওঁ ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা।

এবং ব্যোমকেশানন্দনাথ-নীলকণ্ঠানন্দনাথ-বৃষধ্বজানন্দনাথান্ এবং তারাবত্যম্ব-ভানুমত্যম্ব-জয়াবত্যম্ব-বিদ্যাবত্যম্ব-মহোদর্য্যম্বাঃ, তথা বশিষ্ঠানন্দনাথ-মীননাথানন্দনাথ - হরিনাথানন্দনাথ - কুলেশ্বরানন্দনাথ-মহেশ্বরানন্দনাথ-সুখানন্দনাথ-পারিজাতানন্দনাথান্, তথা মহাকালরুদ্রা-ণ্যম্ব-উগ্রাম্ব-ভীমাম্ব-ঘোরাম্ব-ভ্রামর্য্যম্ব-কালরাত্র্যম্ব-বিশ্বরূপাম্বাঃ। ততঃ পূর্ব্বাদি বামাবর্ত্তেনাষ্টদলে পূজয়েৎ।

বলিয়া, ষড়ঙ্গের পূজা ও দেবীর মৌলিতে (মস্তক কিরীট) ওঁ অক্ষোভ্যং বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা, এই মন্ত্রে অর্চ্চনা করিতে হইবে।

পরে দেবীর দক্ষিণ হস্তের ঊর্দ্ধে খড়্গ, অধোভাগে কর্ত্রিকা, বামহস্তের ঊর্দ্ধে ইন্দীবর ও অধোভাগে সদ্যশ্ছিন্ন শির সহিত চসক (সুরাপানপাত্র), এই সকলের পূজা করিয়া, বায়ু হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত গুরুপঙ্‌ক্তির অর্চ্চনা করিবে।

গুরুপঙ্‌ক্তি, যথা—ঊর্দ্ধকেশানন্দনাথ, ব্যোমকেশানন্দনাথ, নীলকণ্ঠানন্দ-নাথ, বৃষধ্বজানন্দনাথ। ইহাঁদের পূজা করিলে সাধক ফললাভ করিতে পারে। ১৬২

অনন্তর অভীষ্ট, মোক্ষ ও অর্থসিদ্ধির জন্য তারাবতী, ভানুমতী, জয়াবতী, বিদ্যাবতী ও মহোদরী, এই সকল নামের শেষে 'অম্বা' শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিতে হইবে। ১৬৩

পরে বশিষ্ঠানন্দনাথ, মীননাথানন্দনাথ, হরিনাথানন্দনাথ, কুলেশ্বরানন্দ-

---

১। কালকর্ত্রী ইতি পাঠান্তরম্।

ওঁ বিরোচন বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা। এবং শঙ্খপাণ্ডর পদ্মনাভ অসিতাঙ্গনামক পাণ্ডর তারক পদ্মান্তক বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি পূর্ব্বদ্বারে। তথা উদীচ্যাং যমান্তক পশ্চাদ্বিঘ্নান্তক দক্ষিণে নরান্তক এতান্ সংপূজ্য পঞ্চপুষ্পাঞ্জলীন্ দত্ত্বা পাদ্যার্ঘ্যাদিনা দেবীং সংপূজ্য বামে ত্রিকোণং ষট্‌কোণং বৃত্তং চতুরস্রং বিলিখ্য তত্র বিভরিত-সাধারপাত্রং সমাংস-তণ্ডুল-দধি-হরিদ্রা-দগ্ধমীনাসব-পিণ্যাক-লবণার্দ্রকান্যতমং গৃহীত্বা দক্ষহস্তে জলং নীত্বা ওঁ হ্রীং শ্রীমদেকজটে দেবি ময়োপনীতং বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ গৃহ্ণাপয়, গৃহ্ণাপয় মম শান্তিং কুরু কুরু পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য ত্রুট ত্রুট ছিন্ধি ছিন্ধি ভিন্ধি ভিন্ধি সর্ব্ব-জগদ্বশমানয় ওঁ হ্রীং স্বাহা ইতি ত্রিঃ পঠিত্বা বলিং দদ্যাৎ। ১৬৪

যত্তুক্তং কালিকাকল্পে বলিং স্বতনুশোণিতম্।
তৎ সর্ব্বং কালিকার্চ্চায়াং ন তারাবিষয়ে ক্বচিৎ॥ ১৬৫
স্বগাত্ররুধিরং যত্তু তারকায়ৈ প্রদীয়তে।
তস্য রুষ্টা সদা তারা ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ॥ ১৬৬

নাথ, বিরূপাক্ষানন্দনাথ, মহেশ্বরানন্দনাথ, সুখানন্দনাথ, পারিজাতানন্দনাথ এবং মহাকালরুদ্রাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, কালরাত্রি ও বিশ্বরূপা এই সকল নামের পরে 'অম্বা' শব্দ যোগ করিয়া আরাধনা করিবে। ওঁ ঊর্দ্ধ-কেশানন্দনাথ বজ্রপুষ্পং প্রতীচ্ছ হুঁ ফট্ স্বাহা। এই প্রকারে ব্যোমকেশাদির পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি বামাবর্ত্তক্রমে অষ্ট দলে পূজা করিবে।

ওঁ বিরোচন বজ্রপুষ্পং...স্বাহা ইত্যাদি বলিয়া, পূর্ব্বদ্বারে বিরোচন, তথা উত্তর দ্বারে যমান্তক, পশ্চিমে বিঘ্নান্তক ও দক্ষিণে নরান্তক, ইহাঁদের পূজা করিয়া, পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া ও বামে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র লিখিয়া, তাহাতে ও বিভরিত (জলপূর্ণ), আধার পাত্র, মাংস, তণ্ডুল, দধি, হরিদ্রা, দুগ্ধ, মৎস্য, আসব, পিণ্যাক, লবণ, আর্দ্রক, ইহাদের অন্যতম দ্রব্য গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া ওঁ হ্রীং শ্রীমদেকজটে দেবি...ইত্যাদি মন্ত্র তিন বার পাঠ করিয়া বলি প্রদান করিতে হইবে। ১৬৪

কালিকাকল্পে যে আপনার শরীরের শোণিত বলি দিতে হইবে বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা কালিকার অর্চ্চনায়, তারাবিষয়ে কখন নহে। ১৬৫

ত্রিকোণঞ্চাষ্টকোণঞ্চ বৃত্তং কোণচতুষ্টয়ম্ ।
বলিদানে ত্বিদং স্থানং শস্যতে তারকার্চ্চনে ॥ ১৬৭
ওঁ হ্রীং একজটেত্যুক্ত্বা দেবীতি তদনন্তরম্ ।
মহাযক্ষাধিপতয়ে ময়োপনীতকং পদম্ ॥ ১৬৮
বলিঞ্চোক্ত্বা গৃহ্নযুগ্মং শ্রাবয়েত্তদনন্তরম্ ।
গৃহ্লাপয় পদদ্বন্দ্বং মম শান্তিং সমাচরেৎ ॥ ১৬৯
কুরুদ্বয়ং পরবিদ্যামাকৃষ্যাকৃষ্য এব চ ।
ত্রুটযুগ্মং বদেৎ পশ্চাৎ ছিন্ধিযুগ্মং ততঃ পরম্ ॥ ১৭০
ভিন্ধিযুগ্মং সমুচ্চার্য্য সর্ব্বজগদ্বশমানয়[১] ।
লজ্জাতারং সমুচ্চার্য্য বলিং দদ্যাৎ পঠেত্ত্রয়ম্ ॥ ১৭১

ততঃ পুনরর্ঘ্যং কৃত্বা ওঁ হ্যোং ঐঁ শ্রীমদেকজটে দেবি ! মম সর্ব্ববিদ্যাং সিদ্ধয় সিদ্ধয় গৃহাণার্ঘ্যং সর্ব্ববাচস্পতিত্বং দেহি স্বাহা ।

ইত্যুক্ত্বা জয় জয় ইত্যুক্ত্বা নীরাজনপুরঃসরং দেব্যা মৌলৌ দত্ত্বা

যে ব্যক্তি দেবী তারাকে আপনার গাত্রের রক্তপ্রদান করে, দেবী তারা সর্ব্বদা তাহার প্রতি রুষ্টা হন। সেইজন্য তাহার পূজাফল লাভ হয় না। ১৬৬

তারার অর্চ্চনায় ত্রিকোণ, অষ্টকোণ, বৃত্ত, অথবা কোণচতুষ্টয় বলিদানের স্থানরূপে বিহিত হইয়া থাকে। ১৬৭

ওঁ হ্রীঁ একজটেত্যুক্ত্বা দেবীতি...ইত্যাদি মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া, বলি প্রদান করিতে হইবে। ১৬৮-১৭১

অনন্তর পুনরায় অর্ঘ্য সজ্জিত করিয়া, ওঁ হোং ঐঁ শ্রীমদেকজটে...ইত্যাদি বলিয়া, পুনঃ পুনঃ জয়ধ্বনি করত অর্থাৎ জয় হউক, জয় হউক, ধ্বনি সহযোগে নীরাজন করিয়া, দেবীর মৌলিতে অর্ঘ্য দান ও যথাশক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্ব্বক দেবীর বামহস্তে জল প্রদান করিবে।

অতঃপর স্তব ও কবচাদি পাঠ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই কুলক্রিয়াদিপূর্ব্বক তত্তৎ বিধানত সমাপন করিবে।

পরে প্রদক্ষিণ করিয়া, ঘণ্টাবাদনপুরঃসর ঊর্দ্ধীকৃত দক্ষিণ হস্তে বারত্রয় যাম্য (দক্ষিণ) হইতে বায়বীয়তে (বায়ুকোণে) গমন করিবে। ১৭২

১। জগৎ সর্ব্বং বশং নয়—ইতি পাঠান্তরম্।

যথাশক্তি জপ্ত্বা সমর্প্য জলং দেব্যা বামহস্তে দদ্যাৎ। ততঃ স্তব-কবচাদিপাঠঃ সর্ব্বত্র কুলক্রিয়াদিপূর্ব্বকঃ।

ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্য্যাৎ ঘণ্টাবাদ্যপুরঃসরম্।
ঊর্দ্ধং দক্ষিণকং হস্তং কৃত্বা বারত্রয়ং নরঃ ॥ ১৭২
যাম্যাচ্চ বায়ব্যাং গচ্ছেৎ স্থিত্বা কিঞ্চিচ্চ শাঙ্করীম্।
পুনর্যাম্যং প্রগত্বা তু প্রণমেচ্চ পুরঃস্থিতঃ ॥ ১৭৩
প্রণমেৎ সপ্তবারস্তু ত্রিঃ প্রকুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্।
দণ্ডাকারং নিপত্যাথ কঃ ফলী ভূমিমধ্যতঃ ॥ ১৭৪
অঙ্গুলানাঞ্চ অগ্রাণি একীকৃত্য সুমানসঃ।
ত্রিকোণাকারমাধায় কিঞ্চিদ্বামাংশতো নমেৎ ॥ ১৭৫
উরসা শিরসা পশ্চাৎ পাণিভ্যাং জানুতস্তথা।
নাসাচিবুকযোগেন প্রণম্য সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৭৬

অথ জপক্রমঃ

কুল্লুকাং প্রজপেচ্ছীর্ষে দশধা মন্ত্রসিদ্ধয়ে।
মুখে সেতুং সপ্তধা চ প্রণবেণ পুটং হৃদি।
প্রাণায়ামঃ পরঃ পূর্ব্বো[১] জপেৎ সাধকসত্তমঃ ॥ ১৭৭

কিঞ্চিৎ অবস্থানের পর পুনরায় যাম্যদিকে গমনপূর্ব্বক পুরঃস্থিত হইয়া প্রণাম করিতে হইবে। ১৭৩

এইরূপে সাতবার প্রণাম ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, দণ্ডাকারে ভূমিমধ্যে নিপতিত হইয়া, পবিত্রচিত্তে অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ একত্রীকৃত ও ত্রিকোণাকার আধান করত, বামাংশে কিঞ্চিৎ নমিত হইবে। ১৭৪-৭৫

পরে উর, মস্তক, পাণিযুগল ও জানু দ্বারা এবং নাসা ও চিবুক যোগে প্রাণায়াম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবে। ১৭৬

অতঃপর জপক্রম লিখিত হইতেছে।

মন্ত্রসিদ্ধির জন্য মস্তকে দশবার কুল্লুকা জপ করিবে। মুখে সাতবার সেতু জপ করিয়া, হৃদয়ে প্রণব দ্বারা পুটিত জপ করিতে হইবে। পূর্ব্বে ও পরে প্রাণায়াম করিয়া জপ করিবে। ১৭৭

১। 'প্রাণায়ামপরঃ পূর্ব্বং'—ইত্যাদি পাঠান্তরম্। তাহার অর্থ হইল—প্রাণায়াম-পরায়ণ শ্রেষ্ঠ সাধক সকলের পূর্ব্বে জপ করিবে।

কুল্লুকা যথা—

স্বরং দ্বিতীয়ং চন্দ্রাঢ্যং লজ্জা চাঙ্কুশ এব চ।

আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ ইতি শিরসি দশধা জপেৎ। মুখে সেতুং ওঁ ইতি সপ্তধা জপেৎ। হৃদি প্রণবপুটিতমন্ত্রং সপ্তধা জপেৎ। সর্ব্বত্রাদৌ প্রাণায়ামঃ।

ততঃ সেতুং ততো মহাসেতুং ততো মন্ত্রশিখাং ওঁ হৌঁ ঐঁ ইতি সপ্তধা জপেৎ। ততো মন্ত্রপ্রাণং কলরীং ইতি সপ্তধা। ততঃ সহস্রং অষ্টোত্তরশতং বিংশতিং বা জপেৎ। ততো জলপুষ্পং করতলে নীত্বা—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাত্ত্বয়ি স্থিতে ॥ ১৭৮

ইতি জপং দেব্যা বামহস্তে সমর্পয়েৎ। ততঃ প্রাণায়ামঃ। ইতি জপক্রমঃ। কাম্যজপঃ পুরশ্চরণপ্রকরণে বক্তব্যঃ। নিত্যজপে নিগমম্ অস্যা এব।

কুল্লুকা যথা,—চন্দ্রাঢ্য অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্রসমন্বিত দ্বিতীয় স্বর অর্থাৎ আং, লজ্জা অর্থাৎ হ্রীং এবং অঙ্কুশ অর্থাৎ ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে দশবার জপ করিয়া, মুখে সেতু অর্থাৎ আং হ্রাং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্রে সাতবার জপ করিবে।

পরে হৃদয়ে প্রণবপুটিত মন্ত্র সাতবার জপ করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই আদিতে প্রাণায়াম করিবে।

পরে সেতু, মহাসেতু, তৎপশ্চাৎ মন্ত্রশিখা অর্থাৎ ওঁ হৌঁ ঐঁ এই মন্ত্রটি যথাক্রমে সাতবার জপ করিবে।

তৎপরে মন্ত্রপ্রাণ-স্বরূপ কলরী সাতবার জপ করিয়া, পরে সহস্র বা অষ্টোত্তরশত অথবা বিংশতিবার জপ করিতে হইবে।

তদনন্তর করতলে জল ও পুষ্প লইয়া, তুমি গুহ্যাতিগুহ্য সকলের গোপন করিয়া থাক। আমার কৃত এই জপ গ্রহণ কর। হে দেবি। তোমার অধিষ্ঠানে তোমার প্রসন্নতানুগ্রহে আমার সিদ্ধিলাভ হউক, এই বলিয়া দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। ১৭৮

পরে প্রাণায়াম করিতে হইবে। ইহাই জপক্রম। পুরশ্চরণ প্রকরণে কাম্য জপ বলা যাইবে। নিত্য জপের নিয়মই এইরূপ।

সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং ধর্ম্মমোক্ষার্থসিদ্ধয়ে।
অষ্টোত্তরশতং যত্তু তৎ পূজায়াঃ ফলাপ্তয়ে।
বিংশতিঞ্চ জপেন্মন্ত্রং পূজাসিদ্ধ্যর্থমেব হি।। ১৭৯

পূজনেতরজপে তারাসারে—

যাবন্ন ক্রিয়তে কর্ম্ম পুরশ্চরণমুত্তমম্।
তাবন্নৈব প্রজপ্তব্যং সহস্রাদধিকং শিব।। ১৮০
প্রজপেৎ সাধকো যস্তু ক্ষোভযুক্তোহপ্যনন্যধীঃ।
সহস্রাদধিকং বৎস! সহস্রেষু সমর্পয়েৎ॥ ১৮১

এতেন পুরশ্চরণহীনঃ সহস্রাদূর্দ্ধং ন জপেৎ। যদ্যেকদাযুতং জপেৎ তদা সহস্রং সহস্রং জপ্ত্বা সমর্পয়েৎ।

সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং পুরশ্চরণকর্ম্মণি।
শতং তেন প্রজপ্তব্যং হ্যধিকং ন কদাচন। ১৮২

ততোহর্ঘ্যজলং নীত্বা ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু, মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীমদেকজটাদেবতায়ৈ সর্ব্বং সমর্পিতমস্তু।

ধর্ম্ম, মোক্ষ ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তরশত জপ করিলে, পূজার ফলমাত্র প্রাপ্তি হইয়া থাকে। আর বিংশতিবার জপ করিলে, কেবল পূজাসিদ্ধি হয়। ১৭৯

পূজন ব্যতিরেকে জপবিষয়ে তারাসার বলিয়াছেন, হে শিব। যাবৎ পুরশ্চরণকার্য্য করা না হয়, তাবৎ সহস্রের অধিক জপ করিবে না। বৎস! সহস্রের অধিক সহস্রেই সমর্পণ করিবে। ১৮০-১৮১

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপাদিত হইল, পুরশ্চরণ না করিলে, সহস্রের ঊর্দ্ধ জপ করিবে না। ওঁ ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো...ইত্যাদি মন্ত্রে আত্মসমর্পণ করিবে।

যদি একদা অযুত জপ করা হয়, তাহা হইলে, এক এক সহস্র জপ করিয়া সমর্পণ করিবে। পুরশ্চরণকার্য্যে সহস্রবার জপ করিতে হইবে। ১৮২

অনন্তর অর্ঘ্য জল লইয়া, ওঁ-কার উচ্চারণ করিয়া, ইতঃপূর্ব্বে প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও ধর্ম্মাধিকারতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিদশায় মন, বাক্য, কর্ম্ম, হস্তদ্বয়,

ততঃ সংহারমুদ্রয়া ক্ষমস্বেতি বিসৃজ্য ঐশান্যাং ত্রিকোণে ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিন্যৈ নমঃ। ততস্তেন যন্ত্রলেপনচন্দনেন টীকাপাদ্যাদিকং নৈবেদ্যং কিঞ্চিৎ স্বীকৃত্যান্যচ্ছক্তিভ্যো দত্ত্বা যথেচ্ছং বিহরেদিতি একজটা-পূজাপদ্ধতিঃ।

অথ তারাপূজনম্।

প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং মহামায়াং ত্রিলোচনাম্।
সর্ব্বালঙ্কারভূষাঢ্যাং মহানীলপ্রভাং পরাম্॥ ১৮৩
খড়্গং পাশং দক্ষিণে চ বামেন্দীবরমূর্দ্ধতঃ।
দধতঞ্চসকং দেব্যা ভাবয়েৎ সাধকোত্তমঃ॥ ১৮৪
ইতি ধ্যাত্বা তৎকল্পোক্তযন্ত্রে পূজয়েৎ।
ইতি তারাপূজা।

অথ কামতারাপূজনম্। তৎকল্পোক্তযন্ত্রে—

ঘোরহাস্যাং মহাদেবীং তারিণীং তাররূপিণীম্।
চসকেন্দীবরঞ্চৈব খড়্গাঞ্চাপি বরন্তথা॥ ১৮৫

উদর ও শিশ্ন—এই সকল দ্বারা যাহা স্মরণ করিয়াছি, যাহা করিয়াছি, তৎসমুদয় ব্রহ্মার্পণ হউক; আমাকে ও আমার সকলকে শ্রীমদেকজটা দেবীর উদ্দেশ্যে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিলাম।

অনন্তর সংহারমুদ্রা দ্বারা, অপরাধ মার্জ্জনা কর, বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ঈশান কোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীকে প্রণাম বলিয়া পূজা করিবে। অনন্তর, সেই যন্ত্রলেপন চন্দন দ্বারা টীকা ও পাদ্যাদি নৈবেদ্য কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়া, শক্তিসকলকে অবশিষ্ট অংশ সম্প্রদানপূর্ব্বক যথেচ্ছ বিহার করিবে। ইহাই একজটাপূজা-পদ্ধতি।

অনন্তর সাধকসত্তম তারার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—দেবী প্রত্যালীঢ়-পদে অবস্থিতা। তিনি মহামায়া, ত্রিলোচনা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, মহানীল-প্রভাযুতা পরমস্বরূপা। ১৮৩

তাঁহার দক্ষিণে খড়্গ ও পাশ এবং বামে ঊর্দ্ধভাগে ইন্দীবর (নীলপদ্ম) এবং চষক (আসব পানপাত্র) শোভিতকরা দেবী তারার ধ্যান করিবে। দেবী তারার এইরূপ ধ্যান করিয়া, তৎকল্পোক্ত যন্ত্রে পূজা করিবে। ইহাই তারাপূজা। ১৮৪

ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্ ।
বক্ষসা নাগহারাঞ্চ মহাযোগস্বরূপিণীম্ ॥ ১৮৬
ইতি ধ্যাত্বাবাহ্য পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ । ইতি কামতারা-পূজনম্ ।

অথ উগ্রতারাপূজনম্

উগ্রতারাপ্রকরণোক্তযন্ত্রে যত্র তত্র লক্ষ্ম্যাদিপীঠশক্তয়ঃ । অত্র তন্ন কিন্তু[1] ।

ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াঞ্চাপি কামিনীং কামদায়িনীম্
রতিং রতিপ্রিয়াঞ্চৈব রতিদাং পরিপূজয়েৎ ॥ ১৮৭
শবোপরি মহাদেবীং শবেশহাস্যসংযুতাম্ ।
বিপরীতরতাসক্তামুগ্রতারাং পরাৎপরাম্ ॥ ১৮৮
কর্ত্রিকা-খড়্গসংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্ ।
বামভাগে নীলপদ্মং চসকং তদধঃ স্মৃতম্ ॥ ১৮৯

অতঃপর, কামতারার পূজাবিধি কথিত হইতেছে। তৎকল্পোক্ত যন্ত্রে বলিয়াছেন—কামতারা ঘোরহাস্যা, মহাদেবী, তারিণী, তাররূপিণী, চসক, ইন্দীবর, খড়্গ ও বরধারিণী। ১৮৫

ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধানা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা, নাগহারশোভিতা ও মহাযোগ-স্বরূপিণী। এইরূপে তারিণীকে ধ্যান ও আবাহন করিয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। ইহাই কামতারা পূজা। ১৮৬

অনন্তর উগ্রতারা পূজার কথা বলা হইতেছে—উগ্রতারা প্রকরণোক্ত যন্ত্রে লক্ষ্ম্যাদি পীঠশক্তি সকলের নির্দ্দেশ আছে। এখানে কিন্তু তাহা নাই।

তিনি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিরূপিণী ; কামনাসিদ্ধি-প্রদায়িকা কামিনী, কামদায়িনী, রতি—রতিরূপিণী, রতিপ্রিয়া রতিশক্তি-প্রদায়িনী শক্তির বিশিষ্ট পরিপূজন করিবে। ১৮৭

উগ্রতারার ধ্যান, যথা—

মহাদেবী শবারূঢ়া, পরেশ শঙ্করের সহিত হাস্যপ্রমোদ রসোল্লাস—লীলা-চঞ্চলা। ১৮৮

দক্ষিণে কর্ত্রিকা ও খড়্গ। বামভাগে নীলপদ্ম এবং তাহার অধোভাগে চসক (সুরাপান পাত্র)। ১৮৯

১। ...যা যা লক্ষ্ম্যাদি পীঠশক্তয়ঃ। অত্র তাঃ তা ন কিন্তু। ইতি পাঠান্তরম্।

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং রক্তধারাবিভূষিতাম্
ঘোরহাস্যাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বদা জ্ঞানদায়িনীম্ ॥ ১৯০
একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজবিভূষিতাম্।
সুবর্ণমুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্তকুন্দকাম্[1] ॥ ১৯১

ইতি ধ্যাত্বা পূর্ব্ববৎ। ইত্যুগ্রতারা পূজনম্।

শম্ভুপত্নীমহাকালপ্রিয়াণাং আসাং প্রাণায়ামঃ বেদকলাবসুমন্ত্রযুতঃ। ইয়ান্ বিশেষঃ—

নীলবাণীং সদা বন্দে নীলাঞ্জনচয়প্রভাম্।
স্ত্র্যলঙ্কারসমোপেতাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥ ১৯২
নাগেনাবেষ্টিতাং দেবীং ফণিহারবিধায়িনীম্।
ফণিমস্তকযোগেন দক্ষপাদং প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১৯৩
বামপাদং শবে নাভৌ রত্যুল্লাসহৃদান্বিতাম্।
তামসীং তরসীং[2] বিশ্বমোহিনীং ঘোরকামিনীম্ ॥ ১৯৪

তিনি বিপরীতরতাসক্তা ও মুণ্ডমালাবলীর সংসর্গে রমণীয় মূর্ত্তিসম্পন্না এবং ঘোরহাস্যা, ত্রিনেত্রা, রক্তধারা-বিভূষিতা, সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানপ্রদায়িনী। ১৯০

তিনি একবেণী ও মহাবেণীবিশিষ্টা, ফণিরাজবিভূষিতা, সুবর্ণমুকুটে সুশোভিতা এবং তাঁহার দন্ত কুন্দসন্নিভ। ১৯১

পরাৎপরা ভগবতী উগ্রতারাকে এইরূপে ধ্যান করত, পূর্ব্ববৎ পূজানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাই উগ্রতারার ধ্যান।

অতঃপর শম্ভুপত্নী মহাকালী এবং মহাকাল শিবের পরমপ্রিয়াগণের প্রাণায়ামও বেদকলাবসুমন্ত্রযুক্ত। এইমাত্র বিশেষ,—

সর্ব্বদা নীলবাণীর বন্দনা করি। তিনি নীলাঞ্জনচয়সন্নিভা, স্ত্রীজন-সমুচিত যাবতীয় অলঙ্কারে ভূষিতা, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃতা। ১৯২

তিনি নাগ কর্ত্তৃক আবেষ্টিতা ও ফণিহারে বিভূষিতা। তাঁহার দক্ষিণ পাদ ফণির মস্তকযোগে প্রপঞ্চিত (বিস্তারযুক্ত)। ১৯৩

বামপাদ শবের নাভিদেশে সন্নিবিষ্ট। তাঁহার হৃদয় রতিভরে উল্লসিত। তিনি বিশ্ববিমোহিনী ও ঘোরকামিনী। ১৯৪

১। সুবর্ণমুকুটৈর্যুক্তাং শুভ্রদন্তবিভূষিতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।
২। মহতীং ইতি পাঠান্তরম্।

শিববক্ত্রস্য ভ্রমরাং প্রত্যালীঢ়পদাং শুভাম্।
চমরীকেশসংস্কার-সদাগলিতকুন্তলাম্ ॥ ১৯৫
নানামণিযুতাং শীর্ষে মহাপাপবিনাশিনীম্।
কপালঞ্চাপি খড়্গঞ্চ নীলপদ্মাং সরস্বতীম্।
ভাবয়েৎ সর্ব্বসিদ্ধ্যর্থং নীলবাণীং কপিত্থদাম্ ॥ ১৯৬

এবং ধ্যাত্বা সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ। যন্ত্রস্যাষ্টদিক্ষু পদ্মখড়্গদণ্ডপাশকপাল-শূলগদাপদ্মচক্রাদীন্ পূজয়েৎ। ইতি বিশেষঃ। ইতি পূজনং নীল-সারদায়াঃ মহানীলসরস্বত্যাশ্চ। ততো যথাশক্তি নিত্যহোমঃ। তথা নিগমে—

একধা হ্যাহুতির্যেন তারকায়ৈ প্রদীয়তে।
কোটিজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥ ১৯৭

ততো বলিদানম্—

ছাগং বা মহিষং বাপি শূকরং বা পতত্রিণম্।
হস্তিনং মূষিকং বাপি মার্জ্জারঞ্চাপি মেষকম্ ॥ ১৯৮

তিনি তামসী—বেগবতী ও তরসী। তিনি শিবের বদনকমলোপরি ভ্রমর-রূপিণী। তিনি প্রত্যালীঢ়পদা। তিনি পরমপবিত্র ও পরমমঙ্গলময়ীস্বরূপা। তাঁহার কেশপাশ চামরীর ন্যায়। তাঁহার কুন্তল সর্ব্বদাই বিগলিত (মুক্ত ও আলুলায়িত)। ১৯৫

তাঁহার মস্তক নানাজাতীয় মণি দ্বারা সমলঙ্কৃত। তিনি মহাপাপবিনাশিনী। তিনি কপাল ও খড়্গধারিণী। তিনি নীলপদ্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। সেই কপিত্থদায়িনী নীলবাণী সরস্বতীকে সর্ব্বসিদ্ধির জন্য ভাবনা করিবে। ১৯৬

এইরূপে তাঁহার ধ্যান করিবে, আর সমুদায় পূর্ব্ববৎ বিধান করিতে হইবে। যন্ত্রের আট দিকে পদ্ম, খড়্গ, গদা, দণ্ড, পাশ, কপাল, শূল, গদা, পদ্ম ও চক্র প্রভৃতির পূজা করিবে। ইহাই বিশেষ। ইহাই মহানীলসরস্বতী ও নীল সারদার পূজাপদ্ধতি। অনন্তর যথাশক্তি নিত্য হোম করিবে। নিগমে তাহা বলিয়াছেন—

যে ব্যক্তি একবার তারার উদ্দেশে আহুতি প্রদান করে, তাহার কোটি-জন্মকৃত পাপও তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১৯৭

অনন্তর বলিদান করিতে হইবে।

দত্ত্বা দেব্যৈ মহাদেব্যৈ স ভবেৎ কুলনায়কঃ।
বলিং পুরত আনীয় যোনিমুদ্রাং প্রদর্শ্য চ ॥ ১৯৯
দক্ষিণে তদগলং ধৃত্বা বামপৃষ্ঠে নিযোজয়েৎ।
শ্রীমদেকজটে দেবি বলিং গৃহ্ণ সুরোত্তমে।
মন্ত্রাণাঞ্চাপি মে সিদ্ধিং লতাসিদ্ধিঞ্চ দেহি মে ॥ ২০০

ওঁ ক্রীঁ (হ্রীঁ) হ্রাঁ হুঁ ঐঁ ঐঁ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদে। মে চতুর্ব্বর্গ-সিদ্ধিং দেহি দেহি বলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ স্বাহা। ইতি নিবেদ্য খড়্গাং জলপুষ্পাদিনা সংপূজ্য একঘাতেন ছেদয়েৎ। ইতি বলিদানম্।

আসবং সম্বিদাঞ্চাপি নিবেদ্যানন্দমাচরেৎ।
তদা পূজা প্রকর্ত্তব্যা হ্যন্যথা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ২০১
সম্বিদাং চতুর্ধা বিভাজ্য প্রথমে তত্ত্বমুদ্রয়া।
ওঁ সম্বিদে! ব্রহ্মসংভূতে ব্রহ্মপুত্রি সদানঘে।
ভৈরবাণাঞ্চ তৃপ্ত্যর্থাং পবিত্রা ভব সর্ব্বদা ॥ ২০২

ছাগ, মহিষ, শূকর, পক্ষী অথবা হস্তী, মূষিক, মার্জ্জার, মেষ (অথবা অশুভ প্রাণীকে) মহাদেবীর উদ্দেশ্যে বলিদান করিলে কুলনায়ক হওয়া যায়। পুরোভাগে বলি আনয়ন ও যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। ১৯৮-১৯৯

দক্ষিণে তাহার গলদেশ ধারণপূর্ব্বক বামপৃষ্ঠে নিয়োজিত করিবে। অনন্তর হে সুরোত্তমে। দেবি একজটে। বলি গ্রহণ কর এবং আমাকে মন্ত্রসিদ্ধি ও লতাসিদ্ধি প্রদান কর। ২০০

হে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি। আমাকে চতুর্ব্বর্গসিদ্ধি প্রদান কর—প্রদান কর এবং বলি গ্রহণ কর—গ্রহণ কর, এই বলিয়া নিবেদনপূর্ব্বক জল ও পুষ্পাদি দ্বারা খড়্গের পূজা করত, এক ঘাতে ছেদন করিতে হইবে। ইহাই বলিদান প্রণালী।

পরে আসব ও সম্বিদা প্রদান করিয়া, আনন্দকরণে প্রবৃত্ত হইবে। তৎকালে পূজা করিবে। তাহা না হইলে নিষ্ফল হইবে। ২০১

সম্বিদাকে চারিভাগ করিয়া, প্রথমে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা হে সম্বিদে। তুমি ব্রহ্ম হইতে সম্ভূত হইয়াছ। তুমি ব্রহ্মের পুত্রী। তোমাতে কোনরূপ পাপের লেশমাত্র নাই। তুমি ভৈরবগণের তৃপ্তির জন্য সর্ব্বদা পবিত্রা হও। ২০২

ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ স্বাহা। ইতি ভূমৌ ক্ষিপেৎ।

ওঁ সিদ্ধিমূলকরে দেবি হীনবোধপ্রবোধিনি।

রাজপ্রজাবশকরি শত্রুকণ্ঠত্রিশূলিনি। ২০৩

ঐঁ ক্ষত্রিয়ায়ৈ নমঃ স্বাহা।

ওঁ নমস্যামি নমস্যামি যোগমার্গপ্রদর্শিনি।

ত্রৈলোক্যবিজয়ে মাতঃ সমাধিফলদা ভব॥ ২০৪

হ্রীঁ (হ্রীঁ) বৈশ্যায়ৈ নমঃ।

ওঁ অজ্ঞানেন্ধনদীপ্তাগ্নে জ্বালাগ্নিব্রহ্মরূপিণি।

আনন্দস্যাহুতিং প্রীতিং সম্যগ্ জ্ঞানং প্রযচ্ছ মে॥ ২০৫

ক্লীং শূদ্রায়ৈ নমঃ স্বাহা। ততস্তন্মধ্যে ত্রিকোণং বিলিখ্য ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি, প্রিয়ে! অমৃতমাকর্ষয়াকর্ষয় স্বাহা। ততস্তত্ত্বমুদ্রয়া পূর্ববত্তর্পয়েৎ॥ ২০৬

ততো ভূমৌ কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য।

ঐঁ ঐঁ বদ বদ বাগ্বাদিনি মম জিহ্বায়াং স্থিরীভব সর্বশত্রুক্ষয়ং কুরু কুরু স্বাহা॥ ইত্যনেন জুহুয়াদিতি। ২০৭

তুমি ব্রাহ্মী। তোমাকে নমস্কার। ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া, ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর, হে দেবি! যাহাদের বোধ নাই, তাহাদের তুমি প্রবোধ বিধান করিয়া থাক। তুমিই সিদ্ধির মূল ও প্রসূতি। তুমি রাজা-প্রজা উভয়কেই বশ করিয়া থাক। তুমি শত্রুকণ্ঠের ত্রিশূলিনী। ২০৩

তুমি ক্ষত্রিয়া। তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগমায়া প্রদর্শন করিয়া থাক। তোমাকে নমস্কার—নমস্কার। তুমি ত্রৈলোক্য জয় করিয়া থাক। হে মাতঃ! আমার সমাধির ফল সমাধান কর। ২০৪

তুমি বৈশ্যা। তোমাকে নমস্কার। তুমি অজ্ঞানরূপ ইন্ধনের প্রজ্বলিত অগ্নি। তুমি জ্বালাগ্নি ব্রহ্মরূপিণী। আমাকে আনন্দের আহুতি, প্রীতি ও সম্যগ্‌রূপ জ্ঞান প্রদান কর। ২০৫

তুমি শূদ্রা। তোমাকে নমস্কার। ...ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। অনন্তর তন্মধ্যে ত্রিকোণ লিখিয়া, ওঁ অমৃতে অমৃতোদ্ভবে অমৃতবর্ষিণি প্রিয়ে... ...ইত্যাদি বলিয়া, তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা পূর্ববৎ তর্পণ করিতে হইবে। ২০৬

যত্রান্তে কমলা কৃতাঞ্জলিপরা বীণাধরা সারদা[১],
তারাবাক্যমনুস্মরন্ প্রিয়তমং চোমাবচঃকারণম্ ।
ব্রহ্মানন্দকৃতৌ সুসাধনবিধৌ তারারহস্যে শুভে-
হপ্যাচারাদিবিধৌ তৃতীয়ঃ পটলঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদঃ ॥ ২০৮

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিত-
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদঃ
তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

পরে ভূমিতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া, ঐং ঐং বদ বদ বাগ্বাদিনী…… ইত্যাদি মন্ত্র পাঠান্তে হোম করিবে। ২০৭

যাঁহার সমীপে স্বয়ং কমলা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিয়াছেন, সারদা (সরস্বতী) বীণাধারিণী হইয়া যাঁহাকে সেবা করেন অর্থাৎ সর্ব্বদা স্তুতি করিতেছেন, সেই তারাদেবীর বাক্য স্মরণ ও মননপূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরমবাক্যসম্পদ লাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃত সুসাধনবিধি-সমন্বিত তারারহস্যে শুভ ও সুসিদ্ধিপ্রদ দীক্ষাচারবিধি-সংযুক্ত তৃতীয় পটল সমাপ্ত হইল। ২০৮

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত
সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তারারহস্যে হরগৌরীসংবাদে তৃতীয় পটল সমাপ্ত ॥

১। শারদা ইতি পাঠান্তরম্ ।

চতুর্থঃ পটলঃ

অথ ত্রিষোঢ়াপ্রকরণম্।

প্রণবং মাতৃকাবর্ণৈঃ পুটিতং মাতৃকাস্থলে।
তেনৈব পুটিতং বর্ণং ন্যসেত্তত্রৈব পার্ব্বতি ॥ ১
ইতি যামলে।
কেবলাং মাতৃকাং কৃত্বা মাতৃকাং তারসংপুটাম্।
মাতৃকাপুটিতাং তাস্তু লজ্জা তু মাতৃকাপুটা ॥ ২
লজ্জয়া পুটিতা সা তু ন্যস্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ।
মাতৃকয়া পুটা যোষা যোষয়া মাতৃকা তথা ॥ ৩
মাতৃকয়া পুটং কূর্চ্চং কূর্চ্চেন পুটিতাস্তু তাম্[১]।
মাতৃকাপুটিতং চাপি হ্যস্ত্রং মাতৃকয়া তথা ॥ ৪
মাতৃকাপুটিতং মন্ত্রং মন্ত্রেণ পুটিতাস্তু তাম্।
অযুতং বিন্যসেদ্ যস্তু বায়ুকুম্ভকযোগতঃ।
মহাযোগী ভবেৎ সোঽপি দেবীং পশ্যতি চক্ষুষা ॥ ৫

অতঃপর ষোঢ়ান্যাস বর্ণিত হইতেছে।

মাতৃকাস্থানে প্রণবকে মাতৃকাবর্ণ (অকারাদি ক্ষকারান্ত) দ্বারা সম্পুটিত করিয়া এবং প্রণব দ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া হে পার্ব্বতি! তাহাতেই ন্যাস করিবে। যামলে এইরূপ বলিয়াছেন। ১

কেবল মাতৃকান্যাস করিয়া, পরে প্রণবপুটিত মাতৃকা এবং মাতৃকাপুটিত প্রণব ন্যাস করিতে হইবে। ২

এইরূপে লজ্জাবীজকে হ্রীঁ (হ্রীঁ) মাতৃকাপুটিত ও মাতৃকাকে লজ্জা হ্রীঁ (হ্রীঁ) পুটিত করিয়া ন্যাস করিবে। পরে মাতৃকা বীজ দ্বারা স্ত্রীং-বীজকে এবং স্ত্রীং-বীজ দ্বারা সম্পুটিত মাতৃকাকে ন্যাস করিবে। ৩

কূর্চ্চবীজকে (হুঁ) মাতৃকা দ্বারা ও মাতৃকাকে কূর্চ্চবীজ দ্বারা এবং মাতৃকাকে অস্ত্র ফট্ দ্বারা ন্যাস করিবে। ৪

মন্ত্রকে মাতৃকা দ্বারা ও মাতৃকাকে মন্ত্র দ্বারা পুটিত করিয়া ন্যাস করিতে

১। পুটিতার্ণতাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

যোঢ়াহীনস্য মন্ত্রস্য দুর্ব্বলত্বং প্রজায়তে।
ন সিদ্ধিদো ভবেৎ সোঽপি মোক্ষদো ন কদাচন॥ ৬

ওঁ অং ওঁ নমঃ।	অং ওঁ অং নমঃ।
অং স্ত্রীং অং নমঃ।	স্ত্রীং অং স্ত্রীং নমঃ।
অং ত্রীং অং নমঃ।	ত্রীঁ অং ত্রীং নমঃ।
(অং হ্রীং অং নমঃ	হ্রীং অং হ্রীং নমঃ।)
অং হুং অং নমঃ।	হুং অং হুং নমঃ।
অং ফট্ অং নমঃ।	ফট্ অং ফট্ নমঃ।
অং মূলং অং নমঃ।	মূলং অং মূলং নমঃ।
অং নমঃ অং।	নমঃ অং নমঃ।
অং লজ্জা অং নমঃ	লজ্জা অং লজ্জা নমঃ।
অং বধূ অং নমঃ।	বধূ অং বধূ নমঃ।
অং কূর্চ্চং অং নমঃ	কূর্চ্চং অং কূর্চ্চং নমঃ।
পুনঃ—অং ফট্ অং নমঃ।	ফট্ অং ফট্ নমঃ।
অং মূলং অং নমঃ।	মূলং অং মূলং নমঃ।

ইতি বায়ুধারণেন ন্যস্ত্বা মূলেন সপ্তধা ব্যাপকং কুর্য্যাৎ। ইতি গুহ্যযোঢ়া।

মহাযোঢ়া

ক্রীঁ (হ্রীঁ) ঐঁ হ্রৌঁ ক্লীঁ হুঁ ফট্।
লজ্জা বাগ্‌ভববীজঞ্চ প্রাসাদং কাম এব চ।
বর্ম্মবীজং ততোঽপ্যস্ত্রং ন্যস্ত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৭

হইবে। যে ব্যক্তি বায়ু ও কুম্ভকযোগ সহায়ে অমৃতবার ন্যাস করিতে পারে, সে মহাযোগী ও দেবীকে নয়নগোচর করিতে সমর্থ হয়। ৫

মন্ত্র যোঢ়াহীন হইলে, দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তাহাতে কখন সিদ্ধিলাভ হয় না এবং মোক্ষলাভও হয় না। ৬

অং ওঁ অং ওঁ…ইত্যাদি অং নমঃ। …মন্ত্রক্রম বিধানে বায়ুধারণ করত ন্যাস করিয়া মূলমন্ত্রে সাতবার ব্যাপকন্যাস করিবে। ইহাই গুহ্যযোঢ়া।

অতপর মহাযোঢ়ায় প্রবৃত্ত হইবে।

১। অং আং অং, ওঁ অং ওঁ নমঃ ইতি পাঠান্তরম্।

ধূং ধূং ধূমাবতি স্বাহা ইতি মন্ত্রং জপেদ্দশ।
বর্ণন্যাসক্রমেণৈব মায়য়া পুটিতা বধূঃ ॥ ৮
বধ্বা সম্পুটিতান্ বর্ণান্ বিন্যসেৎ সাধকোত্তমঃ।
ষড়্ধা ন্যাসং ততঃ কৃত্বা মহাসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৯

ইতি পূর্ব্ববৎ পুটিতং কৃত্বা বর্ণন্যাসবৎ পঞ্চাশৎস্থানে ষড়্ধা ন্যসেৎ। ইতি মহাযোঢ়া।

প্রত্যহং ক্রিয়তে যেন যোঢ়া বৎস! মহামহা।
মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য স্বপ্নে বাক্যং শৃণোতি হি ॥ ১০

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে হরগৌরীসংবাদে চতুর্থপটলে ত্রিযোঢ়াপ্রকরণম্।

লজ্জাবীজ হ্রীং, বাগ্‌বীজ ঐং, প্রসাদবীজ হ্রৌং, কামবীজ ক্লীং, বর্ম্মবীজ হুং, অস্ত্রবীজ ফট্ অর্থাৎ হ্রীং ঐং হ্রৌং ক্লীং হুং ফট্ এই বীজাবলী ন্যাস করিলে সাধক শীঘ্রই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া। ৭

পরে ধূং ধূং ধূমাবতি স্বাহা। মন্ত্র দশবার জপ করিয়া বর্ণন্যাসক্রমানুসারে মায়াবীজ দ্বারা বধূবীজ (স্ত্রীং) পুটিত করিয়া বর্ণসকল বিন্যস্ত করিবে। ৮

উত্তম সাধক বধূবীজ দ্বারা সম্পুটিত বর্ণের বিন্যাস করিবে। এই প্রকারে ছয়বার ন্যাস করিলে মহাসিদ্ধিলাভ হইবে। ৯

এইরূপে পূর্ব্ববৎ পুটিত করিয়া বর্ণন্যাসের ন্যায় পঞ্চাশৎ স্থানে পঞ্চাশৎবর্ণের ছয়বার ন্যাস করিবে। ইহাই মহাযোঢ়া।

বৎস। যে ব্যক্তি প্রতিদিন মহাযোঢ়া ন্যাস করিয়া থাকে, তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং স্বপ্নেও তাঁহার দেবীবাক্য শ্রয়মাণ হয়। ১০

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তম তাররহস্যে হরগৌরীসংবাদে চতুর্থ পটলে ত্রিযোঢ়াপ্রকরণ সমাপ্ত।

ষোঢ়ান্যাসপ্রকরণম্

যোঢ়া নক্তং মৎস্যমাংসং পরমান্নাদিভির্যুতম্ ।
সায়ংসন্ধ্যাং ততঃ কৃত্বা যোগং চ পরিপ্রকল্পয়েৎ ॥ ১১
আধারমূলং গ্রীবাগ্রং মেরুদণ্ডং প্রকীর্ত্তিতম্ ।
তদাশ্রিত্য বসেৎ লোকে কোটিতীর্থত্রয়ং[১] তনৌ ॥ ১২
বামে তদংশে নাড়ী স্যাৎ ঈড়া সর্ব্বার্থসিদ্ধিদা ।
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী সর্ব্বতীর্থময়ী শুভা ॥ ১৩
সুষুম্না মেরুপুরতঃ পুণ্যনাড্যখিলপ্রদা ।
তন্মধ্যে চিত্রিণী বজ্রা তন্মধ্যমধ্যতঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪
ব্রহ্মনাড়ী সমাখ্যাতা ব্রহ্মানন্দপ্রদায়িনী ।
ইন্দীবরমৃণালেব রাজতে মধ্যমধ্যতঃ ॥ ১৫
স্থিরবায়ুসমাযোগাত্তিষ্ঠত্যেব চরাচরম্ ।
স তাবৎ কুণ্ডলীশক্তির্নাসাবায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৬

যোঢ়ায় রাত্রিতে মৎস্য, মাংস ও পরমান্নাদি দ্বারা ভোগপ্রদান ও সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করত যোগপরিকল্পনায় অর্থাৎ যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। ১১

আধারমূল, গ্রীবাগ্র ও মেরুদণ্ড—শরীরের মধ্যে এই তিনটিকে কোটিতীর্থ বলে। এই কোটিতীর্থত্রয় আশ্রয় করিয়া সাধক স্বদেহে অর্থাৎ নিজ শরীরের মধ্যেই বাস করিবে। ১২

শরীরের বামদিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়িনী ঈড়ানাড়ী, দক্ষিণে সর্ব্বতীর্থময়ী পরমমঙ্গলস্বরূপিণী পিঙ্গলানাড়ী। ১৩

মেরুর পুরোভাগে অখিলসিদ্ধিদায়িনী পুণ্য সুষুম্নানাড়ী অবস্থিত। তন্মধ্যে চিত্রিণী বজ্রা, তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দপ্রদায়িনী ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান আছে। এই নাড়ী ইন্দীবর (নীলকমল) মৃণালের ন্যায় মধ্যমধ্যতঃ বিরাজমান হইতেছে। ১৪-১৫

এই নাড়ী স্থিরবায়ুসহযোগে চরাচর স্থাবরজঙ্গম সমগ্র বিশ্বে অবস্থিতি করে। সেই নাসাবায়ুর নামই কুণ্ডলীশক্তি। ১৬

১। 'তীর্থকোটিত্রয়ম্' ইতি সাধু পাঠঃ।

মায়াযোগসমাযোগাৎ তত্র চাষ্টস্থিতানি বৈ।
তিলকাকাররজতং তথা ভাতি চ তিষ্ঠতি ॥ ১৭
চৈতন্যরহিতা নাড্যো বদ্ধাস্তিষ্ঠন্তি দেহতঃ।
তীর্থং পুণ্যং মহাপীঠং তদাশ্রিত্য চ তিষ্ঠতি ॥ ১৮
যন্ত্রঞ্চ দেবতা তত্র মূলে চ পরিনিষ্ঠিতা।
মেরোর্মূলে যথা পদ্মং মূলাধারং প্রকীর্ত্তিতম্। ১৯
চতুরঙ্গুলবিস্তীর্ণমুচ্ছ্রিতং চতুরঙ্গুলম্।
চতুঃপর্ণং শোণপর্ণং ত্রিকোণং কর্ণিকা ততঃ। ২০
তন্মধ্যে বিন্দুরূপো হি কাকিনীশক্তিসংযুতঃ।
স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাখ্যাতং স্বর্ণবর্ণং সুশোভনম্ ॥ ২১
যবপঞ্চকমানন্তু মহালিঙ্গং মনোহরম্।
বেষ্টয়িত্বা চ বিহরেৎ শক্তিঃ কুণ্ডলিনী পরা ॥ ২২
বিলোলভুজগাকারা ব্রহ্মরূপবিধারিণী।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা মহাযোগময়ী সদা।
ষটপদৈব প্রোচ্যমানা নৈব লিঙ্গং স্পৃশেৎ ক্বচিৎ ॥ ২৩

মায়াযোগসমাযোগে এই দেহমধ্যে আটটী পথ প্রতিষ্ঠিত আছে। তিলকাকার রজতের ন্যায়, চৈতন্যরহিত নাড়ী সকল দেহমধ্যে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাহাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং এই দেহকেই আশ্রয় করিয়াই পুণ্যতীর্থ এবং মহাপীঠ অবস্থিত আছে। তাহাতেই যন্ত্র ও দেবতার অধিষ্ঠান। মেরুর মূলদেশে মূলাধারপদ্মের অধিষ্ঠান। ১৭-১৯

উহা চতুরঙ্গুল-বিস্তৃত ও চতুরঙ্গুল উচ্ছ্রিত (উন্নত)। উহার চারি পর্ণ (দল, পাপড়ি)। পর্ণসকল শোণবর্ণ (রক্তবর্ণ)। উহার তিন কোণ। ২০

তন্মধ্যে বিন্দুরূপ ও কাকিনীশক্তিসংযুক্ত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। তাহার বর্ণ স্বর্ণের বর্ণের ন্যায়। ২১

তাহার শোভা অতি মনোহর। তাহার পরিমাণ যব-পঞ্চক (পঞ্চযব)। পরাশক্তি কুণ্ডলিনী মূলাধারমধ্যস্থ সেই মনোহর মহালিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বিহার করিয়া থাকেন। ২২

এই কুণ্ডলিনীর আকার চঞ্চল ভুজঙ্গের ন্যায় এবং সার্দ্ধত্রিবলয়সমন্বিত। ইনি সর্ব্বদা মহাযোগময়ী ও ব্রহ্মরূপধারিণী। ইনি ষট্‌পদার (ভ্রমরীর) ন্যায়

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
তড়িচ্চঞ্চলরূপাভা পরব্রহ্মস্বরূপিণী॥ ২৪
বিরাটমূর্ত্তির্দ্দেবেশো বিহরেৎ পূর্ব্বতো দলে।
চিৎকলাশক্তিসংযুতঃ স্তূয়তে চ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ২৫
মহাকালো দক্ষিণে চ কালিকাশক্তিসংযুতঃ।
স্তূয়তে পরয়া ভক্ত্যা মহাজ্ঞানস্বরূপিণীম্॥ ২৬
নারায়ণঃ পশ্চিমে চ মহালক্ষ্মীকুলেশ্বরঃ।
স্তূয়তে পরয়া ভক্ত্যা ভাবেন কুণ্ডলীং পরাম্॥ ২৭
উত্তরে চ মহাদেবঃ পার্ব্বত্যা সহ শঙ্করঃ।
স্তূয়তে তারিণীং দেবীং সর্পাকারাং মহেশ্বরীম্॥ ২৮
যদা কদাচিৎ তদ্বাচামেকং বাক্যং শৃণোতি হি।
তদা সৃষ্টিং স্থিতিঞ্চাপি সংহারং কর্ত্তুমেব হি॥ ২৯
তে শক্তাঃ স্যুর্মহাদেব সাধু সাধু প্রকাশিতম্।
যদা লিঙ্গে ভবেল্লিপ্তা তদা নিদ্রাং ব্রজেন্নরঃ॥ ৩০।

কথিতা হইয়া থাকেন। ষট্পদ্মের মধুপানে লোলুপ থাকেন। লিঙ্গকে কখনই স্পর্শ করেন না। সূর্য্যকোটির ন্যায় ইঁহার প্রভা এবং চন্দ্রকোটির ন্যায় ইনি সুশীতলা। অধিক কি, ইঁহার চঞ্চলতা, রূপ ও আভা তড়িতের ন্যায় এবং ইনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী। ২৩-২৪

বিরাটমূর্ত্তি দেবেশ্বর ইহার পূর্ব্বদিকের দলে বিহার ও চিৎকলাশক্তির সহিত সমবেত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কুণ্ডলিনীর স্তব করিতেছেন। ২৫

দক্ষিণে কালিকাশক্তিসমভিব্যাহারী মহাকাল পরমভক্তিভরে মহাজ্ঞানস্বরূপিণী কুণ্ডলীশক্তির স্তবগানে প্রবৃত্ত আছেন। ২৬

মহালক্ষ্মীকুলেশ্বর নারায়ণ পশ্চিমে অবস্থিতি করিয়া, পরমভক্তিভাবে ঐরূপে পরমাশক্তি কুণ্ডলীর স্তব করিতেছেন। ২৭

উত্তরে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত অবস্থান করিয়া সেই সর্পাকারা মহেশ্বরী দেবী তারিণীর স্তবগানে নিযুক্ত রহিয়াছেন। ২৮

কোন সময়ে তাঁহার একমাত্র বাক্য শ্রবণ করিলেও, তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি-স্থিতি ও সংহার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ২৯

যদা সা পরমা শক্তিঃ স্থিরলগ্নে স্থিরা ভবেৎ।
তদা পুণ্যকরো লোকো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩১
যদা মূৰ্দ্ধনি লিঙ্গস্থ সা দদাতি সুখং পরম্।
জপাশক্তো[১] ভবেজ্জীবস্তত্র শব্দে চ সিদ্ধিদা ॥ ৩২
যদা পুচ্ছং লিঙ্গমূৰ্দ্ধি্ন দদাতি ব্রহ্মরূপিণী।
গুরুতল্পং ব্রহ্মযোষাং গচ্ছেদ্বালাঞ্চ কামিনীম্ ॥ ৩৩
ষড়্দলং লিঙ্গমূলে চ পদ্মং স্যাদ্রক্তপাণ্ডরম্।
তন্মধ্যে রক্তপাণ্ডুঞ্চ লিঙ্গং বিশ্বোদ্ভবাত্মিকম্ ॥ ৩৪
ডাকিনীশক্তিসংযুক্তং সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো ভর্গশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ ॥ ৩৫
রাজতে দলমধ্যে তু সৰ্ব্বশক্তিসমন্বিতম্[২]।
স্তূয়তে পরমং লিঙ্গং সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্ ॥ ৩৬
মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীং তত্র যত্নেন চালয়েৎ।
তস্যাঃ স্পর্শনমাত্রেণ দলং তস্যোত্তরং মুখম্ ॥ ৩৭

ইহা নিঃসংশয়রূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি লিঙ্গে লিপ্তা (বিশ্রান্ত) হইলেই, লোকের নিদ্রা হইয়া থাকে। ৩০

সেই পরমা শক্তি যে সময়ে স্থির-লগ্নে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে লোকে নিঃসন্দেহই পুণ্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকে। ৩১

তিনি (সেই ব্রহ্মরূপিণী কুণ্ডলিনী) যখন লিঙ্গের মস্তকে পরমসুখ প্রদান করেন, জীব সেই সময়ে জপে অশক্ত হয়। তখন তিনি শব্দমাত্রেই সিদ্ধিদান করেন। ৩২

যে সময়ে লিঙ্গের মস্তকে পুচ্ছ প্রদান করেন, লোকে সেই সময়েই গুরুপত্নী-গমন, ব্রাহ্মণীহরণ এবং বালিকার সংসর্গ করিয়া থাকে। ৩৩

লিঙ্গমূলে যে রক্তপাণ্ডরবর্ণ ষড়্দল পদ্ম আছে, তন্মধ্যে রক্তপাণ্ডর বর্ণবিশিষ্ট লিঙ্গ বিরাজ করিতেছে। উহাই বিশ্বসৃষ্টির উপাদান। ৩৪

ডাকিনীশক্তি উহারই সহিত সম্মিলিতা হইয়া সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র ও ইন্দ্র—ইহাঁরা দলমধ্যে বিরাজ করিতেছেন এবং সেই সৰ্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদ পরমলিঙ্গের স্তব করিতেছেন। ৩৫-৩৬

১। জপশক্তো—এই পাঠান্তরের অর্থ, তখন জীব জপে লীন হয়। ২। সৰ্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ ইতি পাঠান্তরম্।

পদ্মোপরি ব্রজেন্নৈব মহাশক্তি মহেশ্বরি[১] ।
কিন্তু তত্র স্থিতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বা গচ্ছন্তি তৎকুলে ॥ ৩৮
একত্রীভূয় তে সর্ব্বে স্তুবন্তি সিদ্ধিদায়িনীম্ ।
নাভাবষ্টদলং পদ্মং নবীনজলদপ্রভম্ ॥ ৩৯
বিশ্বান্তকস্তত্র লিঙ্গং শাকিনীশক্তিসংযুতম্ ।
ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈঋতো বরুণো মরুৎ ॥ ৪০
কুবেরস্তত্র ঈশানঃ স্বস্বশক্তিসমন্বিতঃ ।
তত্র পদ্মস্য মধ্যে তু ব্রহ্মনাড়ীসমাশ্রিতাঃ ॥ ৪১
[২]তে তে দেবাস্ততো গত্বা স্তুবন্তি ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ৪২
হৃদয়ে চ ততো ধ্যায়েৎ পদ্মং ষোড়শভির্দলৈঃ ।
মহাশুক্লং মহাপদ্মং গজকুম্ভাকৃতিং দলম্ ॥ ৪৩
ইন্দ্রশ্চন্দ্রো গুরুঃ শুক্রো বামদেবঃ শিবাপতিঃ ।
ঈশ্বরঃ শঙ্করঃ কৃষ্ণো বামদেবঃ কুলেশ্বরঃ ॥ ৪৪

কুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে তথায় যত্নসহকারে চালনা করিবে। তাঁহার স্পর্শনমাত্রেই তাহার দল উত্তরমুখ হইয়া থাকে এবং কখনও পদ্মের উপরি গমন করে না। কিন্তু সকলেই তথায় অবস্থিতি করে এবং সকলেই তাহার কুলে গমন করিয়া থাকে। ৩৭-৩৮

আবার সকলেই তথায় একত্রীভূত হইয়া, সেই সিদ্ধিদায়িনীর স্তব করে। নাভিদেশে নবীনজলদপ্রভ অষ্টদল পদ্ম আছে। ৩৯

বিশ্বসংহারের হেতুভূত লিঙ্গ শাকিনীশক্তির সহিত তাহাতে বিরাজ করিতেছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, বায়ু, কুবের ও ঈশান, স্ব-স্ব শক্তির সমভিব্যাহারে সেই পদ্ম আশ্রয় করিয়া আছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মনাড়ীর অধিষ্ঠান। সেই সেই দেবগণ তথায় গমন করিয়া ভক্তিভরে স্তব করিয়া থাকেন। ৪০-৪২

অনন্তর হৃদয়মধ্যে ষোড়শদল পদ্মের ধ্যান করিবে। ঐ মহাপদ্ম অতিশয় শ্বেতবর্ণ এবং উহার দল গজকুম্ভাকৃতি। ৪৩

১। মহাশক্তো মহেশ্বরঃ ইত্যপি পাঠঃ।

২। ইতঃ পূর্ব্বং—'কৃত্বা তু তস্য পাত্রাণি চোত্তরঞ্চ বিভাবয়েৎ'—ইতি পাঠঃ দৃশ্যতে পুস্তকান্তরে।

কমলানায়কঃ কোপঃ কামরূপঃ কৃপাময়ঃ।
করণে ষোড়শকে চ স্বস্বযোষাসমন্বিতঃ ॥ ৪৫
স্তুয়তে সর্ব্বদা ভক্ত্যা মহালিঙ্গং মহেশ্বরম্।
ডাকিনীশক্তিসংযুক্তং ভাবয়েচ্চ পরাৎপরম্ ॥ ৪৬
তৎ পন্থানং সমারুহ্য তত্র দেবীং সমানয়েৎ।
তদ্বামে রাজতে জীবস্তদধঃ পাপমেব চ ॥ ৪৭
সুরাপানহৃদা যুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
বজ্রদন্তসমোপেতং মূত্রদন্তবিভূষিতম্ ॥ ৪৮
মহাকায়ং মহাদেবরহিতং হৃদয়ে সদা।
নখে স্বর্ণহৃতং চিহ্নং সর্ব্বদোষযুতং পরম্ ॥ ৪৯
নবাকারং মোক্ষহীনং কুলাচারবিহীনকম্।
কামদঃ কামরূপেণ রতিদোষপ্রদং তথা ॥ ৫০
ততঃ পরং ভাবয়েচ্চ দশপত্রং সুশোভনম্।
নীলবর্ণং মহাপদ্মং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ৫১

ইন্দ্র, চন্দ্র, গুরু, শুক্র, কামদেব, শিবাপতি, ঈশ্বর, শঙ্কর, কৃষ্ণ, কুলেশ্বর, কমলানায়ক, কোপ, কামরূপ, কৃপাময়—ইঁহারা স্ব-শক্তির সমভিব্যাহারে তাহার ষোড়শদলে যথাক্রমে অবস্থিতি করিয়া, সর্ব্বদা ভক্তিসহকারে সেই ডাকিনীশক্তিসহিত ঐ মহেশ্বর মহালিঙ্গের স্তব করিতেছেন। ৪৪-৪৬

সেই পরাৎপর লিঙ্গের ঐরূপে ভাবনা এবং তাহার পন্থা (সাধনোপায়) আশ্রয় করিয়া দেবী কুণ্ডলীকে তাহাতে আনয়ন করিবে। তাহার বামভাগে জীব ও অধোভাগে পাপ অবস্থিতি করিতেছে। ৪৭

সুরাপান ঐ পাপের হৃদয়ে ; গুরুতল্প (গুরুপত্নী) গমন, উহার নিতম্বদ্বয়, বজ্র সকল উহার দন্ত। তদ্ভিন্ন, তাহার মূত্রদন্তও আছে। ৪৮

উহার কলেবর অতিপ্রকাণ্ড। উহার হৃদয়ে হৃষীকেশ (মহাদেব) নাই। উহার নখে স্বর্ণহরণের চিহ্ন। উহার শরীর সমুদায় দোষের অধিষ্ঠান ও আশ্রয়। ৪৯

ঐ পাপ মোক্ষহীন, কুলাচারহীন, কামদ, কামরূপ ও রতিদোষ প্রদান করিয়া থাকে। ৫০

মহালিঙ্গং কামনাম রাজন্তে কামিনীযুতম্ ।
কামদেবশ্চ সাম্বশ্চ কামাচারশ্চ কামুকঃ ॥ ৫২
কামিনীনায়কঃ কামো ব্রহ্মানন্দঃ কুলেশ্বরঃ ।
ত্রিলোকেশঃ সদানন্দঃ কৌলো দশদলে স্থিতঃ ।
স্বস্বশক্তিসমোপেতাঃ স্তুবন্তি কুণ্ডলীং পরাম্ ॥ ৫৩
ললাটে নেত্রপত্রঞ্চ ব্রহ্মলিঙ্গসমন্বিতম্ ।
সশক্তির্বিষ্ণু রুদ্রশ্চ স্তৌতি তারাসমন্বিতঃ ॥ ৫৪
তং বিভিদ্য গতা দেবী কুণ্ডলী শক্তিরুত্তমা ।
অধোমুখং সহস্রারং মেরুদণ্ডাগ্রনাড়ীতঃ[১] ।
ত্রিলোকস্থাস্ততো দেবাঃ সন্তি তত্রৈব শক্তিভিঃ ॥ ৫৫
নাড়ীত্রয়সমোপেতং সরোজং দ্বাদশং দলম্ ।
ত্রিকোণকর্ণিকা তত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবান্বিতা ।
দন্তাবীকবতী শয্যা শক্তিবজ্রসমন্বিতা ॥ ৫৬

ইহার পর, দশদলসমলঙ্কৃত, নীলবর্ণসমন্বিত, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক সুশোভন মহাপদ্মের ভাবনা করিবে। ৫১

কামনামক মহালিঙ্গ কামিনীর সহিত তাহাতে বিরাজ করিতেছেন। কামদেব, সাম্ব (সদাশিব), কামাচার, কামুক, কামনায়ক, কামদেব, ব্রহ্মানন্দ, কুলেশ্বর, ত্রিলোকেশ, সদানন্দ—ইঁহারা কৌল, ঐ দশদলে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহারা স্ব-স্ব শক্তিসমন্বিত হইয়া সেই পরমরূপিণী কুণ্ডলিনীকে স্তব করিয়া থাকেন। ৫২-৫৩

ইহার পর ললাটদেশে দলত্রয়সম্পন্ন ব্রহ্মলিঙ্গসমন্বিত এক পদ্ম আছে। বিষ্ণু ও রুদ্র—ইঁহারা স্ব-স্ব শক্তির সহিত তথায় অবস্থিতি করিয়া, কুণ্ডলীর স্তব করেন। ৫৪

দেবী কুণ্ডলীশক্তি সেই পদ্মকে ভেদ করিয়া, মেরুদণ্ডের অগ্রভাগস্থ নাড়ীপথে বিরাজমান অধোমুখে সহস্রারপদ্মে গমন করিয়াছেন। তথায় ত্রিলোকস্থ দেবগণ স্ব-স্ব শক্তির সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। ৫৫

ইহার পর নাড়ীত্রয়সমন্বিত দ্বাদশদল কমল। তাহার ত্রিকোণ কর্ণিকায়

১। 'মেরুদণ্ডাগ্রনাড়িতঃ' ইতি সাধু পাঠঃ।

তত্রাপি শ্রীগুরুঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
কর্পূরধবলো দেবো ব্রহ্মরূপিণমব্যয়ম্ ॥ ৫৭
পরমং শিবমাখ্যাতং কৌবেরাস্যং বিভাবয়েৎ।
মূলাদিদেবতাঃ সর্ব্বে স্তুবন্তি সর্ব্বকারণম্ ॥ ৫৮
কুণ্ডলিনীং মহাশক্তিং ললাটে কমলাবতীম্।
যাজয়েৎ[১] শিবরূপেণ বামভাগে সমানয়ন্ ॥ ৫৯
বামে রতিঞ্চ সংস্থাপ্য গুরোরেব সুসিদ্ধয়ে।
সমুত্থায় গুরুস্তাঞ্চ সাকারাং মন্ত্ররূপিণীম্ ॥ ৬০
তত্রাপি গুরুণা দেবি বীতশঙ্কা মহেশ্বরী।
উপরি স্থীয়তে তেন মহামোহবিনাশিনী ॥ ৬১
বামপাদাঙ্গুষ্ঠতোঽস্যাঃ বক্ষ্যতেঽমৃতমুত্তমম্।
তৎ পীত্বা সুখদুঃখাভ্যাং জীবো জীবতি নিত্যশঃ ॥ ৬২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজ করিতেছেন। তাহাতে শক্তিবন্ধসমন্বিতা দণ্ডাবীকবতী নামে যে শয্যা আছে, সেই শয্যায় কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ, সর্ব্বভূতহিতে রত গুরুদেব স্বকীয় শক্তির সহিত বিরাজমান হইতেছেন। ৫৬-৫৭

তাঁহার নাম পরমশিব। সেই অব্যয় ও ব্রহ্মরূপী কৌবেরাস্য (উত্তরাভিমুখী) গুরুদেবকে ভাবনা করিবে। মূলাধারাদির সকল দেবতা সেই সর্ব্বকারণ পরমশিবকে স্তব করেন। ৫৮

ললাটস্থা কমলাবতী নামে মহাশক্তি কুণ্ডলিনীকে বামভাগে আনয়ন করিয়া শিবরূপে পূজা করিবে। ৫৯

তৎকালে সুসিদ্ধির জন্য গুরুর বামভাগে রতির স্থাপনা করিতে হইবে এবং সেই মন্ত্রস্বরূপা শক্তিকে উপর উঠাইবে। ৬০

দেবি! বীতশঙ্কা মহেশ্বরী গুরুর সহিত তথায় বাস করেন। তিনি মহামোহ বিনাশ করিয়া থাকেন। ৬১

ইঁহার বামপাদের অঙ্গুষ্ঠ হইতেই অমৃতের উদ্ভব হইয়াছে, বলিয়া থাকে। তাহা পান করিয়া, জীব নিত্য সুখ-দুঃখ জড়িত হইয়া, জীবিতাবস্থায় সুখদুঃখ-বর্জ্জিতভাবাপন্ন হইয়া কালযাপন করে। ৬২

১। ভাবয়েৎ ইতি পাঠান্তরম্।

* কৌবেরাস্য—কুবের অধিষ্ঠিত দিক, অর্থাৎ উত্তর দিক। অতএব উত্তরাভিমুখী।

ভাবনাভ্যাসযোগেন যদি নাড়ীং প্রবেশয়েৎ।
মহাসিদ্ধিং স লভতেহপ্যমরো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৬৩

ইতি তারাযোগে যোগসারঃ ॥

যত্রান্তে কমলা কৃতাঞ্জলিপরা বীণাধরা সারদা।
তারারাধ্যমনুস্মরন্ প্রিয়তমং চোমাবচঃ কারণম্।
ব্রহ্মানন্দকৃতৌ সুসাধনবিধৌ তারারহস্যে শুভে
যোগাচারবিধৌ চতুর্থঃ পটলঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদঃ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত-বিরচিতে তারারহস্যে সর্ব্বরহস্যোত্তমে হরগৌরীসংবাদে যোগাচারো নাম চতুর্থঃ পটলঃ ॥ ৪ ॥

ভাবনা এবং অভ্যাস যোগবলে ঐস্থানে নাড়ী প্রবেশিত করিতে পারিলে মহাসিদ্ধি লাভ করিয়া, নিশ্চয়ই অমর হওয়া যায়। ৬৩

যাহার সমীপে স্বয়ং কমলা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিয়াছেন, সারদা (সরস্বতী) বীণাধারিণী হইয়া যাহাকে সেবা করেন, সেই তারাদেবীর বাক্য স্মরণমননপূর্ব্বক তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য করিয়া ব্রহ্মানন্দগিরি পরমবাক্য সম্পদ লাভ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মানন্দগিরিকৃত সুসাধনবিধি-সমন্বিত-তারা-রহস্যে শুভ ও সুসিদ্ধিপ্রদ যোগাচার-বিধিসংযুক্ত চতুর্থ পটল সমাপ্ত হইল। ৬৪

ইতি শ্রীপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মানন্দগিরিতীর্থাবধূত বিরচিত সর্ব্বরহস্যোত্তমোত্তমে তারারহস্যে হর-গৌরী-সম্বাদে যোগাচার নামক চতুর্থ পটল সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

তারারহস্যতন্ত্রং সমাপ্তম্